গীতভাগবত।

অর্থাৎ,

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ
অতিরিক্ত ভাবসম্বলিত
সঙ্গীতাকারে

শ্রীগোপীনাথ গুপ্ত কবিরাজ-কর্ত্তৃক

রচিত ও প্রকাশিত।

উত্তরপাড়া।

শকাব্দা: ১৮১৬ সন ১৩০১।

উপক্রমণিকা।

"নমোনলিননেত্রায় বৃন্দারণ্যবিহারিণে।
রাধাধর-সুধাপানশালিনে বনমালিনে ॥"
ব্যাসদেবায় নমঃ। শুকদেবায় নমঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতানুসারে ও পুরাতন বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রদর্শিতরীতিতে কল্পনার অভিমতসম্বলিত প্রেম ও ভক্ত্যনুগামি সকলরসাত্মক নানারাগ-রাগিণী-সঙ্গত সঙ্গীতগাথায় রচিত বলিয়া এই গ্রন্থের 'গীত ভাগবত' নাম দেওয়া হইল। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি ব্রজলীলা সমুদায় কংসবধপর্য্যন্ত মাথুরলীলা ও উদ্ধবসংবাদ লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রজলীলায় গোপীপ্রেম-প্রসঙ্গে প্রধানাগোপী শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ মিলন এবং শ্রীরাধার অভিমান ও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক মানভঞ্জনপ্রভৃতি কিছু বিশেষিত হইয়াছে। ব্রজলীলার তত্ত্ব জানিতে অনেকের কৌতূহল হয় এই জন্য ভগবানের অবতারের কারণ, গোপীপ্রেমের স্বরূপ ও যোগ্যতা, বস্ত্রহরণের অভিপ্রায়, রাসলীলার প্রয়োজন ও বিচ্ছেদের আবশ্যক সংক্ষেপে নির্ণীত হইয়াছে। অবকাশ স্থলে উপযোগি বিবেচনা করিয়া আত্মতত্ত্ব, সংসারতত্ত্ব, পরমার্থতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, মায়াবন্ধন, মুক্তি ভক্তি প্রভৃতি কয়েক বিষয়ের গীত গোটাকতক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা মহর্ষি শুকদেব ভগবানের লীলারহস্য প্রকাশ করেননাই অন্য কেইবা প্রকাশ করিতেপারে? তত্ত্বানুসন্ধান করিতে করিতে অনুমানে যাহা জানাযায় তাহাই কল্পনাশক্তির সাহায্যে লোকে বলিয়াথাকে; সেই প্রকারে বলিবার জন্য ও শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যক্ত হয়নাই এমত সকল ভাবের বক্তা পৃথক বুঝাইবার জন্য গীতভাগবতে দ্বিতীয়বক্তৃত্বে কল্পনাকে বৃতি করাহইয়াছে। যাহার সাহায্যে অন্তঃকরণ অনুমানে সত্যের অনুসন্ধান করে, যে কবিত্বের অধিষ্ঠাত্রী, যে যে কোন ঘটনার রহস্য দূতী প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতে সাক্ষীস্বরূপা এ, সেই কল্পনা।

কোন কোন স্থলে কল্পনার অভিপ্রায় কিছু সতন্ত্র বোধহইবে; ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের সম্বন্ধ অসাধারণ এইজন্য তাঁহাদের ব্যবহার নিতান্ত অস্তুর

ন্যায় বলা হয়নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রকাশ আছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ইহা ক্রমে গোপ ও গোপীগণ জানিতে পারিয়া ছিলেন। জানিতে পারিয়াও গোপীগণ অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার সহিত উপপত্নীর ব্যবহার করাতে গোপীদের মনের অকুণ্ঠভাব জনিত বিশেষ সম্বন্ধের ও প্রাক্তনসংস্কারেরই পরিচয় পাওয়াযায়। অন্যের অপেক্ষা দর্শন, মন, জ্ঞান, সংস্কার ও সম্বন্ধ স্বতন্ত্র বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের বালমূর্ত্তিতে স্নেহের সঞ্চার হওয়া স্বভাবসিদ্ধ হইলেও তাহা না হইয়া প্রবীণা গোপীদেরও যৌবপ্রেমানুরাগ জন্মিয়া ছিল।

গোপী-প্রেমসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, কেহ কেহ প্রেমপ্রসঙ্গে বিশ্বাস করেননা। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানাব্যপদেশে সংসারে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম অভিনয় দ্বারা প্রেমপ্রদর্শন-লীলা করিতেই গরুড় বাহন, সুদর্শনচক্র ও অন্য ঐশ্বর্য্য চিহ্ন না লইয়া কেবল ভুবনমোহন রূপ ও চিত্তাকর্ষক বাঁশীর সহিত নটবর বেশে সুযোগ্যা নটী গোপীদিগের জার হইয়া বৃন্দাবনে অপেক্ষা করিয়াছিলেন, কংসভয়ে লুকাইয়া থাকেননাই। একাদশবর্ষবয়সের অনেক পূর্ব্বে রাসবিহারাদি করিয়াছেন ইহাও অসম্ভব বলিতে পারাযায়না, বলিলে আঁতুড়ের ছেলের পূতনা-বধ ও শিশুর গোবর্দ্ধন ধারণাদি অসম্ভব বলিতে হয়। আর রাসবিহারাদি ভগবানের কর্ত্তব্য হইতে পারে কি না বিচার করিবার সময়ে মনে হয় যে কলিকালের সভ্যলোকে তাঁহাকে নিন্দা করিবে কি না এ পরিণামদর্শিতা তাঁহার উদয় হয়নাই ইহাও অসম্ভব। এই প্রকার চিন্তা করিয়া ভগবচ্চরিত্রের ও ভাগবতের সমালোচনে ভগবান চিনিতে ও ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে নাপারার পরিচয় নাদিয়া ভগবানের লীলা-রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

ভগবানের ব্রজলীলার রহস্যানুসন্ধানে বুঝিতে পারাযায়, তিনি প্রাপ্য, বিবিধপ্রকারে তাঁহাকে পাইবার অধিকারিদিগের জন্য তাঁহাকে বিবিধপ্রকারে প্রাপ্ত হইতে হয়। ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন "যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।" সেই যথা যোগ্যাধিকারির যোগ্যাধিকার পূরণার্থে তিনি ব্রজলীলা করিয়াছিলেন। যেমন কেহ কোন মানুষরাজার ইতিহাস শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হয়, কেহ কেবল রাজাকে দেখিতে পায়, কেহ রাজার প্রতিপাল্য হইয়া থাকে, কেহ কোন বাসনায় রাজার উপাসনা করে, কেহ রাজার দাসত্ব করে, কেহ রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে, কেহ রাজ পুত্র, কেহ রাজমাতা, কেহ ভোগ্যা রাণী ও কেহ সহধর্ম্মিণী হয়। এই রাজসম্বন্ধে যেমন লোকে ক্রমোচ্চ অধিকার পাইয়া থাকে, ভগবানকে পাইবার অধিকার তেমনই প্রকার। গোপীগণ ভগবানকে পাইতে যে অধিকার লইয়া জন্মিয়াছিলেন তাহা অন্যের মনে সহসা ধারণা হয়না বরং আত্মমনের অধিকারের আদর্শে বিসদৃশ বোধহয়। যাঁহারা কোন বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত ভক্ত তাঁহারাও এই ভাবিয়া মুগ্ধ হয়েন, হায় আমরা

ভগবানের কল্পিতমূর্ত্তিতেই দৃঢ়ভক্তি রাখিতে পারিনা, গোপীগণের কি অনির্ব্বচনীয়া ভক্তি যে ভক্ত্যাকৃষ্ট ভগবান মানুষ হইয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছেন !! অন্যে শুচি না হইয়া ভগবানকে উদ্দেশে পুষ্প মাত্র নিবেদন কবিতে কুণ্ঠিত হয়, গোপগণ খাইতে খাইতে উচ্ছিষ্ট ভগবানকে খাওয়াইয়াছেন ও গোপীগণ ভগবানের মুখে মুখ দিয়া চর্ব্বিত তাম্বূল প্রসাদ পাইয়াছেন!!

কি প্রকার অধিকারীকে কি প্রকার ভোগ্য দিতে ভগবান বৃন্দাবনে প্রকটিত হইয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া বুঝিবার অধিকার ভগবানের কৃপাব্যতীত ভগবদ্ভক্তেরও হওয়া অসম্ভব। যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ ও ঈশ্বরের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ এবং ঈশ্বরে কি গূঢ় প্রয়োজন জানেননা, কেবল জানেন ঈশ্বর আমাদের বাসনার কল্পতরু,পরম পিতা দুঃখত্রাতা, নিস্তারকর্ত্তা ও পরমারাধ্য, তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমান হইলেও কি গোপীদের প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে পারেন ? যখন কেহ বুঝিতে পারেন আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক যাহা কিছু সেই ঈশ্বর, তাই বলিয়াই ঈশ্বর দেবকীর গর্ভজ পুত্র, যশোদার পালিত পুত্র, রাখালদের সখা, গোপীদের জার, অসুরদের শাস্তা, পাণ্ডবদের রক্ষক, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ, অর্জ্জুনের সারথি, বলির দ্বারে দ্বারী, উদ্ধবের গুরু, নারদাদির সর্ব্বময়প্রভু জ্ঞানিদেরও দুর্জ্ঞেয়, যোগিদের ধ্যেয়, দীনের বন্ধু, গৃহির দেবালয়ে অধিষ্ঠাতা, অন্ধ বিল্বমঙ্গলের পথপ্রদর্শক ও পরিচারক ইত্যাদি তখন ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার মনে যে ভাবোদয় হয় সে ভাবের ভাবুকও ক্রমে গোপীপ্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সংসারে বৈরাগ্য হইলে সংসার হইতে মুক্তি পাইয়া জীব পুর্ব্বে সংসারের প্রতি যে প্রকার প্রীতি করিত ভগবানে সেই প্রকার প্রীতি করিতে অধিকারী হয়। এই ভগবৎ-প্রীতির অধিকারীই ক্রমে গোপীদের ন্যায় প্রেমের যোগ্য হয়। গোপীপ্রেমের পরিণামে সাযুজ্য সুখ, সাযুজ্যসুখের পরিণাম তন্ময়তা, তন্ময়তার পরিণাম সোঽহং ভাব। এত উচ্চ রহস্য ভেদ করা সকলের সাধ্য নহে। যিনি কেবল কর্ত্তব্য কার্য্য ভাবিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন তিনি ভগবদ্ভক্তের ভক্তি কি প্রকার বুঝিতে পারেন না। যিনি ভগবদ্ভক্তিমান তিনি গোপীপ্রেম ভাবিয়া আপনাকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া থাকেন। কূপের কীট স্বর্গের তত্ত্ব জানেনা। গরিব লোক সম্রাটের ঐশ্বর্য্য ভাবিয়াও চমকিয়া উঠে।

পরিশেষে পাঠকমহাশয়দের নিকটে সবিনয়নিবেদন, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ গানে গীত হইলে, কেমন হয়, এই উৎসাহে গীত ভাগবত রচিত হইল নতুবা সরহস্য ভগবল্লীলা বর্ণন অবশ্যই লোকে শ্রদ্ধেয় হইবে এই ভাবিয়া কি কবিত্বশক্তির পরিচয় দিবার জন্য নহে। তথাপি প্রগলভতায় ক্ষমা করিয়া এবং অল্পবুদ্ধির বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্তিতে যে দোষ দৃষ্ট হইবে তাহা না ধরিয়া গীত ভাগবতে যদি কিছু আনন্দ লাভ করেন সেই টুকুই মনে করিবেন।

শিক্ষিত গায়ক না হইলে সুসঙ্গত রাগ ও রাগিণী স্থির করা অন্যের দুঃসাহসিকতা। তবে যে সুরে যে গীত গ্রথিত হইল তাহা না লিখিলে চলেনা বলিয়া যথাশ্রুত রাগ, রাগিণী ও তাল লিখিত হইল। যে সুর যে প্রকারের তাহা জানাইতে কীর্ত্তন সখীসংবাদ প্রভৃতি সঙ্কেত থাকিল। যে সকল গীত গায়কের ইচ্ছামত সুরে গীত হইবার যোগ্য সে সকলের রাগ ও রাগিণী নির্দ্দেশ না করিয়া যথারাগ লেখা থাকিল। অধিকাংশ গীতের রাগ ও রাগিণী নির্ব্বাচনে ভদ্রকালী নিবাসী ও কলিকাতার বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাখালাল দত্ত মহাশয় সহায়তা করিয়াছেন।

কতকগুলি গীতের শেষে ভনিতায় 'রঘুজ' এই নাম দৃষ্ট হইবে, এটী রচকের নামান্তর। এ নাম কাহার জানিবার আবশ্যক হইতে পারে এই জন্য এ কথা লিখিত হইল। ইতি

১৩০১ সাল ভাদ্র
নিবাস জেলা বর্দ্ধমানের অধীন শ্রীখণ্ড } শ্রীগোপীনাথ গুপ্ত কবিরাজ

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১	৪	নর্ম	নমো
১	১	১৯	ভুবনে	ভুবনে
১	২	৪	উণ	উন
১	২	৫	আগুণ	আগুন
১	২	২৩	মধুস্থদন	মধুস্হদন
২	২	৩	পূণ্য	পুণ্য
২	২	২১	কিরুপে	কিরূপে
৩	১	১৮	ভুমিষ্টা	ভূমিষ্ঠা
৩	২	১২	সোনা	সোণা
৪	২	৫	ভুজা	ভুজা
৪	২	১৯	ভগিণি	ভগিনি
৫	২	১২	আগুণের	আগুনের
৬	১	১৫	থৈ	থৈ
৬	১	৩০	স্ফুরতি	স্ফুরতি
৬	২	২৯	খুজে	খুঁজে
৮	১	২	পুতনা	পূতনা
৮	১	২৩	রোহিনি	রোহিণি
৮	১	২৬	আগুণ	আগুন
৮	২	৭	পুন্য	পুণ্য
৯	১	৩	প্রাঙ্গনে	প্রাঙ্গণে
৯	২	২৯	পুন্যাত্মা	পুণ্যাত্মা
১১	১	২১	রাথিয়া	রাখিয়া
১১	২	৫	মুগ্ধ	মুগ্ধ
১১	২	২৯	পুন্য	পুণ্য
১২	১	[illegible]	মুখ	মুখ
১৩	১	২৭	পেরেছ	পেয়েছ
১৪	১	৭	পরাণী	পরাণি
১৪	১	২৮	রোহিনি	রোহিণি
১৪	২	৪	তাদের	তোদের
১৫	১	১৯	খুলে	খুলে
২০	২	২২	সাধূ	সাধু
২২	২	২	অকুল	অকূল
২২	২	২৬	হাপুতি	হাপুতী
২৩	২	৫	নয়েও	ল'য়েও
২৭	১	১৫	দিতে	দিতো
২৮	১	৫	গাষ্ঠ	গোষ্ঠ
২৮	২	২৯	দারুন	দারুণ
৩৪	২	২৯	কুয়াসা	কুয়াসা
৩৭	২	৭	লুকায়িত	লুকায়ি
৪০	২	১৬	দেখিদেখি	দেখদে।
৪৪	২	৭	ছুঁলে	ছুঁলে
৪৫	২	২১	হেও	হেতু
৪৭	১	২৪	মাযুর	মায়ুর
৫৩	২	৩	পূণ্য	পুণ্য
৫৪	২	৬	সোনায়	সোণায়
৫৬	২	১৮	স্ফুর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
৫৯	২	২	শক্র	শত্রু
৬০	১	২১	ভুষণ	ভূষণ
৬১	২	১৫	সাজও	সাজাও
৫৫	১	২২	ভ্রমন	ভ্রমণ

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫	১	২৮	যেন	যেন
৬৭	২	২৬	ভাে	ভাগে
৭৪	২	৩০	পশুশ্রমী	পণ্ডশ্রমী
৭৭	২	২৩	স্পর্দ্ধা	স্পর্দ্ধা
৮০	২	২	কথন	কথন
৮১	২	১৪		কোন গোপীর সখী পূর্ব্বে কোন কথা হওয়ার পর বলিলেন, সে দিন ব'লেছি।
৮৪	১	১৯	তনি	তিনি
৮৫	২	৮	বুবতী	যুবতী
৮৮	১	২৭	কহিনী	কাহিনী
৮৮	২	২৯	যন্ত্রনা	যন্ত্রণা
৯০	১	১১	গোপীকার	গোপিকার
৯১	২	১০	লক্ষ	লক্ষ্য
৯৩	১	২৯	দয়ার্মর	দয়াময়
৯৫	২	২৭	মায়ারী	মায়াবী
৯৭	১	৩	ন্রির্জ্জন	নির্জ্জন
৯৯	১	২৩	তাঁর	তাঁয়
৯৯	১	১৫	যেন	যেন
১০০	২	১১	সুধিব	শুধিব
২০১	২	২০	তৎকালীন	তাৎকালীন
১০২	১	২৯	শঙ্খচুড়	শঙ্খচূড়
১১২	২	২৮	কথন	কথন
১১৩	২	২	আঁখি পথে	আঁখিপথে
১১৩	১	২৩	ছিড়না	ছিঁড়না
১১৪	২	১	ইচ্ছা মৃত্যু	ইচ্ছামৃত্যু
১১৫	২	২১	পুত্র	পুত্র
১১৭	১	১২	যন্ত্রনা	যন্ত্রণা
১২০	২	২৮	হর্য	হর্ষ
১২১	২	১৫	কুল বৃদ্ধ	কুলবৃদ্ধ
১২১	২	১৭	মরম বেদনা	মরমবেদনা
১২৩	১	৮	ব্রজ ভূমি	ব্রজভূমি
১২৪	২	১৯	ঝি	বুঝি
১২৬	২	৪	কুণ্ডল	কুণ্ডল
১২৭	২	৭	বহ্ম	ব্রহ্ম
১২৭	২	১১	ক'রেহে	ক'রেছে
১২৭	২	২৪	তোমায়	তোমার
১২৭	২	৩০	নির্ম্মূল	নির্ম্মূল
১২৮	১	১০	বাষণায়	বাসনায়
১২৮	২	২২	চতুর্ভূজ	চতুর্ভুজ
১৩১	১	১১	তাঁদিগকে	তাঁহাদিগকে
১৩৩	১	১৪	কৃত দার	কৃতদার
১৩৫	২	৩	দেব মূর্ত্তি	দেবমূর্ত্তি
১৩৯	২	১	আশ্বাদ	আশ্বাস
১৪৩	২	১৬	আমর	আমার
১৫৪	২	২৮	সুষুপ্ত	সুষুপ্তি

শ্রীশ্রীহরি।

শরণং।

গীত ভাগবত।

প্রথম অধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ।

খাম্বাজ—কাওয়ালী

নম ভূতভাবন, স্থিতি-সংহার-কারণ,
সত্ত্বরজতম ত্রিগুণধরে,
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সনাতন,
পরাৎপর পরপূর্ব্ব-পরিহীন,
অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বাচ্য অভাবন,
সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বাকরে॥ ১

বিষ্ণু অবতারের কারণ।

সুরট মল্লার—আড়া।

রজ কিম্বা তম বলে, প্রবল হলে অহঙ্কার।
স্বার্থে আত্মম্ভরি করে, বিনা সত্ত্ব সঞ্চার॥
সত্ত্বসঙ্গ সেবা করে, নিঃসত্ত্ব বিদ্বেষে তারে,
যে উদ্ধত সে নিঃসত্ত্ব, ভীষণ কি আর।
শান্তে কষ্ট দেয় দুরন্ত,
এই অশান্তি-ভারাক্রান্ত,
ভুবনে করিতে শান্ত, হরির অবতার॥
হরি শুদ্ধ সত্ত্বময়, অন্যে কে, বা শক্য হয়,
গুণ-দোষ করি ক্ষয়, হরে দুঃখ ভার।
যে গুণের উত্তেজনায়,
তিনিই করেন সৃষ্টি প্রলয়,
নতুবা কি আসিতে হয়,
ক্ষোভ হ'লে তার॥ ২

মল্লার—আড়া

সৃষ্টিক্ষয় হয় অকালে, অধর্ম্ম হ'লে দুর্ব্বার
সৃষ্টি রক্ষা ধর্ম্মস্থাপন, স্থাপকেরই অধিকার॥
উণ নহে কোন গুণ, শমদমধর্ম্মে উণ,
বিগুণ গুণের আগুন, কে নিভায় আর।
সত্ত্বের হ'লে উদয়, ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়,
নিকৃষ্টে শিখিয়া লয়, শ্রেষ্ঠের আচার॥
হরি চেনে কয়জন, করি রূপদরশন,
আপামর সাধারণ, পাবে উপকার।
আরো কত কার্য্য জন্য, হরি হলেন অবতীর্ণ
ভূভার হরণ অন্য, স্থূল হেতু তার॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণের জন্মক্ষণ ও জন্ম।

বেহাগ—জৎ

এলো সেই শুভক্ষণ।
বসুদেব-সুত কৃষ্ণের জনম যখন॥
নিরিবিলি দশদিক, ঘোর নিশীথ
তিমির বরণ, পরা বারিদবসন।
চঞ্চলা চপলা ছটা, বাতাস নিঃশ্বাস;
হয়তো সময় এ নয়, পূর্ব্ববিরাট দর্শন॥
হবে শ্রমজল ঝরে, বিরাট সঙ্কোচে,
তাই ভাবি, টিপি টিপি ঘন বরিষণ।
গরজিল মেঘ, কি দেবের দুন্দুভি,
ঘোষিল আবির্ভূত শ্রীমধুসূদন॥

অন্য কারণ ক্রমে প্রকাশ হইবে।

জন্মকালীন নারায়ণ রূপ।

বেহাগ—আড়া.

রূপে নবঘনাকার।
তড়িৎ পীতবাসে নাশে কারার আঁধার ॥
মুখকান্তি অবিকল, প্রফুল্ল নীলকমল,
পদ্মপলাশ যুগল, নেত্রে ভাসে যাঁর।
শোভিছে চারি করতল,
শঙ্খ চক্র গদা কমল,
সর্ব্বাঙ্গে করে উজ্জ্বল, রত্ন-অলঙ্কার ॥
দেখি সে অদ্ভুত বালক, নয়ন ভুলিল পলক,
হৃদয়ে ভরিল পুলক, মাতা পিতার।৫

বসুদেব কৃত স্তব,

বিভাস—একতালা,

একি ভাগ্য আজি আমার।
দেখলাম প্রকৃতির স্বামী স্বরূপ সাকার ॥
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অনুভবই হয়না কিরূপ,
অন্তর্বাহ্য ভেদ নাহি যাঁর।
আভাস মাত্র তত্ত্ব পাই,
ব্রহ্মাণ্ডেও প্রবেশ নাই,
প্রবেশ দেবকী-গর্ভে তাঁর ॥
তোমার সম্বন্ধী ব'লে, স্রষ্টা যে গুণ সকলে.
তারাও সঙ্গ পায়না তোমার।
রূপাদির অনুসারী, তত্ত্বের সত্তা তত্ত্ব করি,
বুঝতে নারি তাতে কি সঞ্চার ॥
তুমি ব্রহ্ম পরাৎপর, কভু কভু রূপ ধর,
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ এ প্রকার।
এবে কৃষ্ণ বর্ণ হ'য়ে অবতীর্ণ মমালয়ে,
হরিবারে অবনীর ভার ॥ ৬

দেবকী কৃত স্তব,

ইমন—আড়া

তুমি সেই নারায়ণ।
নির্ব্বিকার নিত্য-সত্তা,
অব্যক্ত চেতন-স্বরূপ আদি-কারণ ॥
অধ্যাত্ম পরম আলোক,
বুদ্ধি আদির প্রকাশক,
প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, ভূতভাবন।
প্রপঞ্চ পঞ্চত্ব পেলে,
ব্যক্ত অব্যক্তে মিশিলে,
তখন তুমিই থাক, এখন যেমন ॥
নিবারিতে মৃত্যু-ভয়, আর কেহ শক্য নয়,
সে ভয়ে অভয়-দাতা, তোমারই চরণ।
দারুণ অসুর ভয়ে, নিতান্ত কাতর হ'য়ে,
একান্তে তোমার চরণে, লইলাম শরণ॥ ৭

ঝিঁঝিট—আড়া

ভেবে লাগে চমৎকার।
কত সূক্ষ্ম কত স্থূল স্বরূপ তোমার ॥
প্রলয়াবসানে তোমায়,
বিশ্ব ক্ষুদ্রপ্রায় স্থান পায়,
সেই তুমি কিরূপে ছিলে, গর্ভেতে আমার ?৮

ভগবানের উক্তি।

মল্লার—একতালা

করহ শ্রবণ, পূর্ব্ব বিবরণ,
অন্য মন্বন্তরে কি ছিলা দোঁহায়।
পৃশ্নি নামে তব, এই বসুদেব,
ছিলেন প্রজাপতি, সুতপা আখ্যায়
তপস্যার ফলে আমারে পাইয়া,
আমার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া.

মুক্তিবর ছাড়ি লইলে চাহিয়া,
আমার সদৃশ সন্তান, আমায়।
আমার সদৃশ কেহ নাহি আর,
তাই হই আমি সন্তান তোমার,
পৃশ্নি-পুত্র খ্যাতি হইল আমার,
প্রথম জন্ম কর্ম্ম এইরূপে যায়॥
দ্বিতীয় জনমে তুমিই অদিতি,
সুতপা কশ্যপ নামে প্রজাপতি,
হ'য়েছি সন্তান বামন মুরতি,
তোমরা সেই আমায় পেলে পুনরায়
একথা জানাতে চিনাতে, আমারে,
পূর্ব্বমত রূপ দেখালাম এবারে,
ব্রহ্মভাবে কিম্বা পুত্রভাব ক'রে,
উত্তম গতি প্রাপ্তির পাইবে উপায়॥ ৯

ভগবান অনন্তর কর্ত্তব্য বিষয়ে বসুদেবকে উপদেশ দিয়া কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যাকার ধারণ করিলেন। এই সময়ে গোকুলে যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়াও ভূমিষ্ঠা হইলেন।

মল্লার—আড়া

লুকায়ে স্বরূপ, মানুষের রূপ,
প্রকাশ করিলা মুরারি যখন।
বিস্তারিয়া মায়া, যশোদা-তনয়া,
যোগমায়া জনম লইলা তখন॥
মায়ার প্রভাবে ধরণী ঘুমায়,
সহসা কারার দ্বার খুলি যায়,
ছেলে কোলে করি বসুদেব ধায়,
বদল করিতে নন্দিনী নন্দন।
বরষিছে বারি অবিরাম ধার,
অনন্তের ফণা হলো ছত্রাকার,
পথ চেনা দায় ঘোর অন্ধকার,
সৌদামিনী করে পথ প্রদর্শন॥ ১০

কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া কি প্রকারে যমুনা পার হইবেন এই চিন্তায় বসুদেব যমুনার কূলে দাঁড়াইয়া ব্যাকুল হইয়াছেন এই সময়ে কল্পনার দৈববানী—যমুনার প্রতি—

মধুকাণের সুর—আড়া

পথ ছেড়ে দে ও যমুনা।
তোর কোলে অকূল-কাণ্ডারী,
বসুদেবের ক্রোড়-বিহারী,
বাসুদেব চেয়ে দেখনা॥
অনন্ত ধরেছে ছাতা,
আলো দেখায় বিদ্যুল্লতা,
এমন সময় যাচ্ছিস কোথায়,
সর যেন গায় জল লাগেনা।

(বসুদেবের প্রতি)

বসুদেব কি চিন্তা কর,
দেখ শৃগাল অগ্রসর,
পার হ'য়ে যাও সত্বর,
যমুনার জল ডুবাবেনা॥

(বসুদেবের যমুনা পার সময়ে)

কেন কিসে ভয় পেলে, ছেলেযে পড়িল জলে,
তুলে লও কর কোলে,
ধু'য়ে পুঁছে কাল সোনা।

(ভগবানের প্রতি—)

বুঝলাম হরি যা করিলে,
মাথুর ভাব রাখিলে জলে,
গোলোক ভাব ল'য়ে চলিলে,
ভাবছ আর কেহ জানলেনা।
এক যাত্রায় পৃথক কার্য্য,
ব্রজে কর'বে প্রেমের রাজ্য,
শরণাগত রঘুজ পুবাবে তার ও বাসনা। ১১

বসুদেব, গোকুলে যশোদার ক্রোড়ে পুত্রকে রাখিয়া যশোদার কন্যাকে লইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। এইসময়ে মায়া নিদ্রা ত্যাগ হইলে কারার প্রহরী দেবকীর কন্যাহওয়া সংবাদ কংসকে কহিল। কংস কন্যা হত্যা করিতে কারাগারে উপস্থিত হইলে দেবকী সবিনয়ে কহিলেন।

ঝিঝিট—মধ্যমান

দয়া কর এবারে বিনয় করি।
মেরোনা ইহারে ভাইবে,
এতো নয় তনয়, কুমারী ॥
মেরেছ অনেক সন্তানে,
বড় দুখ পেয়েছি প্রাণে,
ভিক্ষা দাও কন্যার জীবনে,
হেই গো দাদা পায়ে ধরি। ১২

কংস কাতরা ভগিণীর কথা অগ্রাহ্য করিয়া ভগিণীর ক্রোড় হইতে কন্যাটী কাড়িয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া একখান প্রস্তরে কন্যাটীকে যেমন আছাড় মারিতে উত্তোলন করিবেন অমনি কন্যারূপিণী যোগমায়া আকাশে উঠিয়া স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক কহিলেন।

বারোয়াঁ—কাওয়ালী—

আরে কংস তোর নিকট মরণ।
করি জীব হিংসা, বাঁচিবার আশা,
হিংসা পাপই তোর দারুণ শমন ॥
মারিতে নারিলে মোরে, বৃথা চেষ্টা করি;
প্রস্তুত থাকরে, জন্ম লয়েছেন কংসারি;
করিসনা দুরন্ত, শিশুর প্রাণান্ত,
জানিসনা কি হয়নারে মরণ বারণ। ১৩

যোগমায়ার রূপ—

মল্লার—একতালা

যশোদানন্দিনী, জগদ্বন্দিনী,
যোগমায়া পরাশক্তি সনাতনী।
অষ্টভূজা, শর, ধনু, অসি, চর্ম্ম, শূল, গদা,
চক্র পট্টিশ ধারিণী ॥
উজ্জ্বল বরণে, নির্ম্মল বসন,
গলে দিব্য মাল্য অঙ্গে বিলেপন,
ঝল মল করে রত্ন আভরণ,
সুন্দর গঠনা প্রসন্নবদনী।
সিদ্ধচারণাদি পূজিছে চরণ,
জগতের লোক করে দরশন,
পূর্ব্ব অভিমুখে করিলেন গমন,
ইচ্ছাময়ী হ'তে বিন্ধ্যবাসিনী ॥ ১৪

মায়াদেবীর কথায় ভ্রান্ত হইয়া কংস লজ্জিত ও দুঃখিত ভাবে ভগিনী ও ভগিনীপতির বন্ধন মোচন করিয়া সবিনয়ে কহিলেন।

ভৈরবী—আড়া

ভগিনি! তোমারে আমি বৃথা
কত দুঃখ দিলাম।
মিথ্যা দেববাক্যে ভুলে নিরীহ
শিশু বধিলাম।
জীব কর্ম্ম-ফল-ভোগী,
দৈব সংযোগের উদ্যোগী,
আমি তাঁয় নিমিত্তের ভাগী
নিষ্ঠুরতা করিলাম।
পাপাত্মা নির্দ্দয় রাক্ষস,
রহিল এই অপযশ,
না হ'য়ে মৃত্যুর বশ,
জীবনমৃত হইলাম ॥ ১৫

ইমন—আড়া

এ কি মোহের বিকার।
জেনে শুনে করিতেছি অজ্ঞের আচার॥
মৃত্তিকার পাত্রের মত, হয় যায় দেহ শত,
মৃত্তিকার বিকার নাই, আত্মা সেই প্রকার
দৈবাধীন দেহীসব, করে ফল অনুভব,
কর্ম্ম করি ঘুরি ফিরিতেছে অনিবার॥
হ'য়ে আত্মপর রাগী,
অজ্ঞতায় নিমিত্ত-ভাগী
দুঃখ দেওয়া দুঃখ ভোগ, ভ্রমের অত্যাচার
মায়ার অসাধ্য নাই, যাহা ইচ্ছা করে তাই,
মানুষে প্রমাদে ফেলে, একি কায তাহার॥
১৬

বসুদেব কহিলেন।

ললিত—আড়া

অবিদ্যা প্রভাবে সবে আত্মপর প্রভেদ করে।
ভেদ দর্শী যারা তারাই হিংসা করে পরস্পরে
হিংসাতে কে, কি, না করে,
ডরেনা তখন ঈশ্বরে,
সর্ব্বসাক্ষী বাহ্যান্তরে,
দেখিছেন বুঝিতে নারে। ১৭

অনন্তর প্রভাত হইলে কংস মন্ত্রিদের সহিত মন্ত্রণা করিতে বসিলে, কোন অসুর কহিল।

সিন্ধু—আড়া

মহারাজ! বুঝিতে নার দেব শত্রুর কুমন্ত্রণা।
অনিশ্চিত শত্রুর উদ্দেশে
নিরুদ্যম করবে ত্রাসনা॥
কায কি বিশেষ সন্ধানে,
দশদিনের শিশুগণে,
পাইলেই বধিব প্রাণে,
ধরায় আর শিশু রাখবনা।
একাযে দেবেরা যদি, হ'তে আসে প্রতিবাদী
নিশ্চয় দেব উপাধি, স্বর্গে আর রাখিবনা॥
নারায়ণ দেবতার সহায়,
সেতো ভয়ে লুকা'য়ে রয়,
বনবাসী শিরে কি ভয়,
তপস্বী ব্রহ্মায় ড'রবনা। ১৮

সিন্ধু—আড়া

শত্রুকে সামান্য ভেবে কভু তাচ্ছল্য করোনা।
সমূলে শত্রু নাশিতে সদুপায় কর মন্ত্রণা॥
দেশদগ্ধ করিবারে, আগুণের কণা পারে,
রোগে উপেক্ষিলে পরে, দুশ্চিকিৎস্য হয় জাননা।
অসুর দ্বেষী নারায়ণ,
সর্ব্বদেবের আদি কারণ,
করিলে তার বধ সাধন,
কোন দেব প্রাণে বাঁচবেনা॥
শুনেছি ধর্ম্ম যেখানে,
নারায়ণ থাকে সেখানে
ধর্ম্ম রাখে গো ব্রাহ্মণে,
গো ব্রাহ্মণ মেরে ফেলনা।
যজ্ঞের ঘৃত বিষ্ণুর আহার,
আহার গেলেই মৃত্যু তাহার,
গো ম'লে ঘি পাবেনা আর,
বামুন মলে যাগ হবেনা॥ ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আগমনী—

মল্লার—একতালা।

গোলোকবিহারী, মুরহর হরি,
লুকা'য়ে গোকুলে হইলেন উদয়।
বনেও পল্বলে, কমল ফুটিলে,
ছোটে পরিমল, সে কি ছাপা'রয়॥
ভানু যদি রয় মেঘে লুকাইয়া,
দিবা ব'লে দেয় মুচকি হাসিয়া,
গোলোকের ভাব কিছুতো আসিয়া,
গোকুল মাতাইয়া দিবে পরিচয়।
চাঁদের উদয় হ'লে সাগর উথলে,
নিত্যানন্দের উচ্ছাস হবে যে গোকুলে,
ওই যে অপূর্ব্ব সুখের সলিলে,
থৈ থৈ করে গোকুল গ্রাম ময়॥ ২০

খাম্বাজ—একতালা।

এখন গোকুলে কি যে হলো।
কেহ বুঝতে নারে কি ছিলনা এলো॥
বহির্জগতে প্রকৃতির খেলা,
অন্তর্জগতে অপ্রাকৃত লীলা,
উভয় জগতে সহসা আসিয়া, অমৃতভাবপূরিল।
নিদাঘদুপুরে বরিষার সুখ,
দুরন্ত হেমন্তে বসন্তের সুখ,
এমনি অনুভব হরির আগমনে,
গোকুল মাঝে ভরিল॥
কভু কোন দেবের আবির্ভাব হ'লে,
শরীর শিহরে মনে প্রেম উথলে,
হরি উপস্থিত, তাঁর সমুচিত,
যত কিছু উপজিল।
স্ফূর্তি উদিল সকলের চিতে,
যেন উত্তেজিত আমোদ করিতে,
শুনিল নন্দের সন্তান হ'য়েছে,
দেখিতে লোক ধাইল॥ ২১

কালাংড়া—ঠুংরি

আহা এ কি সুন্দর ছেলেগো,
কি গঠন কিবা বরণ।
হয়তো মানুষ এ নয়,
দেখে রূপ মনে হয়,
সুখ, সুখী করিতে করেছে আগমন॥
মুখে বলিয়া এ কোল, আনন্দে বিহ্বল,
নাচে দর্শক সকল,
না নাচাতে যেন নাচে আপনি চরণ।
কেন হলো এমন, হেন লয় মন,
মনের প্রাপ্য প্রিয়জন,
যার করে অন্বেষণ, পাইল সে ধন॥ ২২

সিন্ধু খাম্বাজ—পোস্তা

দেখার জিনিষ জগৎ যুড়ে,
তবু দেখার খেদ মেটেনা।
খেদ মেটে যা দেখতে পেলে,
সে জিনিষ খুঁজে মেলেনা॥
যদি হই অজর অমর,
নূতন দেখতে পাই নিরন্তর,
পাবনা তাঁয় তাদের ভিতর,
স্বতন্তর তাঁর নাই তুলনা।
তুলনা যাঁর নাইক কোথায়,
নয়ন কি তাঁরে খুঁজে পায়,
দেখা যায় তাঁয় তাঁরই কৃপায়,
হৃদয়ে করলে ভাবনা॥
একাগ্রতা যাদের থাকে,
অচিন্ত্য রূপ তারাই দেখে,
গোকুল পাইয়াছে যাঁকে,
দেখার সুখ হৃদে ধরেনা। ২১

জন্মোৎসব।

বেহাগ খাম্বাজ—পোস্তা

শশী দেখতো সবাই।
মিলা'য়ে লও যশোমতির কোলে
নয় কি তাই॥
কিন্তু শশী সকলঙ্ক,
নীলমণির রূপ অকলঙ্ক,
কোলে দেগো জুড়াই অঙ্গ,
হৃদয় জুড়াই।
এ অসুখ কভু গেলনা,
গগনের চাঁদ স্থির থাকে না,
এ চাঁদের বিচ্ছেদ হবেনা,
দেখবো সর্ব্বদাই॥ ২৪

বাউলের সুর—খেমটা

এ নয় সৃষ্টি বিধাতার।
তা হ'লে কেউ বা কোথায়
দেখতো এমন আর।
এমন রূপ এমন গঠন,
মনেও হয়নাতো ধারণ,
এ ছেলে আপনার মতন,
আপনি অবতার রে।
অই শোন স্বর্গে হয় বাজনা ধ্বনি,
দেখ নাচে দেব আর শূলপানি,
নাচে বিধি আপনি, দেখে এ কুমাররে॥
পাতালেও হয় মহোৎসব,
নাচে গায় পাখীরা সব,
উঠেছে আনন্দ রব, গোপীগোয়ালাররে
দধি দুগ্ধ ঘৃত মাখন ল'য়ে,
করে মাখামাখী সুখী হয়ে,
যশোদার দুলাল পেয়ে, আমোদ
সবাকাররে॥ ২৫

রামপ্রসাদী সুর আড়খেমটা।

আজি গোকুলের শোভা কত।
ছেলে হলো নন্দ ঘোষের,
আনন্দে গোকুল পূরিত॥
নিশ্চয়ই এসেছে সঙ্গে হরির অনুসঙ্গী যত
লক্ষ্মীর তো আসবারই কথা,
তাতেই সমারোহ এত॥
প্রতি অঙ্গন প্রতি ঘর প্রতি পথ হলো সজ্জিত
গন্ধ দ্রব্য ছড়ায়,
দোলায় ফুলের মালা ইতস্ততঃ॥
চন্দ্রাতপ পতাকায় আকাশ,
হয়ে গেল আচ্ছাদিত।
যত গোপ গোপী বসন ভূষণ,
পরিয়ে হলো ভূষিত॥
গাভী বৃষ বৎস সকল, হলো ভূষিত চিত্রিত।
দধি দুগ্ধ মাখন ছানা,
ভার ভার হলো আনীত॥
গায়ক বাদক বন্দী মাগধ,
ভট্ট ব্রাহ্মণ কত শত।
আর শত শত যাচক এলো, পিপীলিকার,
শ্রেণীর মত॥
দাও লও খাও পর, এই কথা অবিরত।
অসংখ্য যাচকে দান, পাইল আশার অতীত॥
আশা মিটাইয়া দান, করিল নন্দ নিয়ত।
দানের সময় দেখে ঘরে,
যা চাহে তাই সঞ্চিত॥ ২৬

তৃতীয় অধ্যায়।

মায়াবিনী পুতনা দর্শনে

মল্লার—একতালা

কে এ রমণী, বিদ্যুৎ-বরণী, গজগামিনী,
চলেছে কোথায়॥
মুখশতদল, হাতে শতদল, নির্ম্মলকমল
গন্ধ বহে গায়॥
পয়স্বিনী গাভী হেন স্তনদ্বয়,
ক্ষীণ কটি তারই ভারে মনে হয়,
নিবিড় নিতম্ব থল থল করে,
তত ভার বুঝি সহিছেনা তায়।
এ বরবর্ণিনী অবনীর নয়,
শিবানী ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী বা হয়,
হয়তো হরির অবতার সাথে,
সাক্ষাৎ করিতে লক্ষ্মী চলি যায়॥ ২৭

কল্পনার উক্তি।

খট ভৈরবী—একতালা

এ নয় কামিনী, মায়া রূপিণী,
বালঘাতিনী, রাক্ষসী পুতনা।
ঐই যে এলো নন্দালয়ে, যশোদার তনয়ে,
মারিবে, ক'রে কি বাসনা;
তাইতো কৃষ্ণে নিলে তুলে, সাহস দেখনা॥
যশোদে রোহিনি, কুহকী চিনলে না,
পাপে ধর্ম্মে ভুলে, মনা করিলেনা,
দুষ্টবিনাশক, প্রচ্ছন্ন বালক,
ভস্মাচ্ছন্ন আগুন, পুতনাও বুঝলেনা।
ভয় করে দেখে এ ছেলের কারখানা,
বিষ মাখা স্তন অর্পিল পুতনা,
তাই করি পান, টানি নিল প্রাণ,
এতেই যে রাক্ষসী, হলো গতপ্রাণা॥ ২৮

ভৈরবী—আড়খেমটা

পুতনা চিনলিনা, কি ভ্রমে ভুলিলি।
চতুর্ব্বর্গ রত্নের খনি, হাতে পেয়ে হারালি॥
মন দিতে যাঁর চরণে,
কেউ পারে অনেক সাধনে,
স্তন্য দিলি তাঁর বদনে,
পুন্য তো করেছিলি।
প্রাণ খোয়ালি আপন দোষে,
দিতিস যদি সসন্তোষে,
কি না পেতিস অনায়াসে,
হিংসায় আত্মায় বঞ্চিলি॥ ২৯

পুতনার মৃত্যু অবস্থা ও স্বরূপ।

যোগিয়া ভৈরব—একতালা

প্রাণ পয়ঃ পান করিছে কুমার,
যাতনায় পুতনা করিয়া চীৎকার,
চেষ্টা করে কৃষ্ণে টেনে ছাড়াবার,
কালরূপী জোঁক, ধরি ছাড়ে কায়?
ধড় ফড় করে মৃত্যু যন্ত্রণায়,
ছুটে গেল মায়া প্রকাশিল কায়,
আছাড় খাইয়া পড়িল ধরায়,
কাঁপায়ে ধরণী পর্ব্বতের প্রায়॥
তার দন্ত যেন ঈশা তীক্ষ্ণতর,
নাসারন্ধ্র দুটী গিরির গহ্বর,
স্তনদ্বয় দ্বয় গণ্ডশৈলস্তর,
কেশ, গিরিশিরে দাবানল ভায়।
অন্ধকূপ হেন গভীর নয়ন,
দুইটী পুলিন দুইটি জঘন,
শুষ্কহ্রদ সম উদর ভীষণ,
কত শত শিশুর সমাধি তাহায়॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণ-শিশুর রক্ষাবন্ধন।

আলেয়া খাম্বাজ—একতালা

চেয়ে দেখে গোপীগণ, শবের বক্ষপ্রাঙ্গনে।
খেলিতেছে কৃষ্ণ, নহে অসন্তুষ্ট,
যেমন থাকে হৃষ্ট, যশোদার অঙ্কনে॥
ব্যস্ত হয়ে কেহ কৃষ্ণে আনে তুলে,
যশোদা অমনি ষাট ষাট ব'লে, নিল কোলে;
কত পড়ি মন্ত্র তন্ত্র, বাঁধে রক্ষাযন্ত্র,
শান্তিজলে স্নান করায় যতনে।
ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে একে একে,
কেশবাদি দ্বাদশ নাম দিল লিখে, চুম্বি মুখে;
সকল অঙ্গ ধরি ধরি, বীজন্যাস করি,
কবজ পাঠ করে মিলি সর্ব্বজনে॥ ৩১

পুতনার শরীর দাহ সময়ে তাহা হইতে সুগন্ধ পাইয়া ভক্তের ভরসা।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

পুতনা-ঘটিত-ঘটনা, ভাবনা ভাবনা যাবে
ভয় কি ভবভয়হারী, মুরারির কৃপা হবে॥
এতো বালঘাতিনী পাপীয়সী,
দুষ্ট অভিপ্রায়ে আসি,
বিষমাখা-স্তন দিল নিবেদি মাধবে।
দ্বেষ হিংসা নাহি যার, বিষ অমৃত সম তার
দিলেন তো কৃষ্ণ তাহারে কুমাতারও অধিকার;
প্রত্যক্ষে প্রমাণ তার, শবসৌরভে॥
যাদের স্নেহ-ক্ষরিত স্তন্য পানি,
করেছেন ভগবান,
নিশ্চয় সে গাভী গোপী সদ্গতি পাবে।
নাহি গোপিকা সম প্রীতি,
নহে পুতনা হেন মতি,
দয়াময় কৃষ্ণ জানি, করি কাকুতি বিনতি;
রঘুজের হৃদয়, কৃষ্ণ কভু কি না বুঝিবে॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অঙ্গপরিবর্ত্তনোৎসব।

সমবেত গোপীদিগের মাঙ্গলিক গীত।

যোগিয়া ভৈরব—একতালা

হে শঙ্কর শিব স্মরহর হর,
প্রমথনাথ পরমেশ্বর।
নিতান্ত কাতরে, প্রপন্ন কিঙ্করে,
চরণে শরণ দেহ মহেশ্বর॥
অচিন্ত্য-শকতি অনন্ত-মহিম,
পরাৎপরতর অনাদি অসীম,
তোমার তত্ত্ব বুঝিতে কে ক্ষম,
নাম মাত্র জেনে ডাকি নিরন্তর।
স্তব পূজা ভক্তি আত্মসমর্পণে,
তোমারে তুষিতে পারে ভক্তজনে,
রঘুজের কেবল আশা মনে মনে,
আশুতোষ তুমি করুণাসাগর॥ ৩৩

যোগিয়া ভৈরব—একতালা

আধ হরি আধ হর মিলি কিবা
সুন্দর রূপমাধুরী শোভিছে।
যেন কাল ধল লাবণ্যের উৎস,
ভাগে উভয় অঙ্গ সেবা করিয়াছে॥
এক সূত্রে গাঁথা মাল্যে ব্যক্ত হয়,
অস্থি আর রত্ন তুচ্ছ উচ্চ নয়,
পীতাম্বর বাঘাম্বরে পরিচয়,
বিলাস বৈরাগ্য ভেদ অন্যের কাছে।
একই শরীরে চন্দন আর ছাই,
কপাল কৌস্তুভ শোভে এক ঠাঁই,
ভাল মন্দ ভেদ ভগবানের নাই!
নতুবা পাপাত্মা পুণ্যাত্মাও পূজিছে॥
তুচ্ছ কাচও শোভে পাইলে কাঞ্চন,

লোহার হ'য়েও ধন্য ত্রিশূল সুদর্শন,
অর্দ্ধ জটা চূড়া সার্দ্ধ দ্বিনয়ন,
উত্তম অঙ্গ পেয়েই উত্তম মানায়েছে।
৩৪

উৎসবস্থলের অনতি দূরে একখানি শকটের নিম্নে কাঁথার উপরে বালহরি শায়িত আছেন, তাঁহার নিকটে কতকগুলি বালক হাত ও মুখ নাড়িয়া সোহাগ করিতেছে—

কালাংড়া—আড়খেমটা

হাত ঘুরালে নাড়ু দিব,
নইলে নাড়ু কোথায় পাব।
কথা শুন সোণার যাদু,
সন্ধ্যা বেলায় চাঁদ দেখাব॥
গড়িয়ে দিব নূপুর বালা,
কোমর পাটা কণ্ঠমালা,
কিনে এনে নাগরদোলা,
চড়া'য়ে তোমায় দোলাব। ৩৫

শকট ভঞ্জন।

এই সময়ে শিশুহরি উভয় চরণ উর্দ্ধে তুলিয়া তদ্দারা শকটখান উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলেন, শকটস্থ দ্রব্যসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, এই ব্যাপার দেখিয়া বালকগণ দৌড়িয়া যশোদার নিকটে গিয়া বলিল—

কালাংড়া—আড়া

দেখসে মা তোর খোকা কি করেছে।
গোসা ক'রে, দুপা ছুড়ে,
শকট খান ভেঙ্গে ফেলেছে॥
এমন তো শুনিনাই কোথায়,
এত বল এই ছেলেবেলায়,
মনে হয় সে দিন পুতনায়,
কেউ মারে নাই এই মেরেছে। ৩৬

যশোদা প্রভৃতি দৌড়িয়া গিয়া কৃষ্ণকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, বালকদের কথায় বিশ্বাস হইলনা, এ কোন ভৌতিক কার্য্য ভাবিয়া যশোদা বলিলেন।

কালাংড়া—আড়া

হেই মা কে এ বাদ সেধেছে।
কারও তো মন্দ করিনাই,
কোন্ শত্রু পেছু লেগেছে॥
এ দৌরাত্ম্য নয় মানুষের,
এ কায পিশাচের,
কিম্বা কোন্ রাক্ষসের মায়া,
কি ভাগ্যে ছেলে বেঁচেছে।
নিয়ে ছেলের আপদবালাই,
মরুক সে বালাই,
রক্ষে বেঁধে রেখেছিলাম,
তাই আজ রক্ষে পেয়েছে॥ ৩৭

কল্পনার বাচালতা।

মল্লার—পোস্তা

কল্লি শকট ভঞ্জন।
স্বপ্রকাশ স্বপ্রকাশে কর আকিঞ্চন॥
যে জানেনা তত্ত্ব তোমার,
ভাবিবে ভৌতিক ব্যাপার,
জানাতে চাও দাও সবার, দিব্য চক্ষু মন
শকটভঙ্গ পুতনা-নাশ,
লোকে সে আশ্চর্য্য প্রকাশ,
ক জনের বিশ্বাস হরি নন্দনন্দন॥

শকট ভাঙ্গে ক্ষুদ্র-বালক,
অদ্ভুত মেনেছে ত্রিলোক,
বরাহে উদ্ধারে ভূলোক, এ কি তার মতন।
অণুর মাঝে যে শক্তি রয়,
তার হ'তে জগৎ সৃষ্ট হয়,
এতে যে সর্ব্বশক্তিময়, পূর্ণ অনুক্ষণ॥ ৩৮

তৃণাবর্ত্ত বিনাশার্থে কৃষ্ণের কৌশল।

একদা যশোদা কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছিলেন, সহসা কৃষ্ণকে এত গুরু বোধ হইল আর ক্রোড়ে রাখিতে পারিলেননা, ভূমিতে রাখিয়া, চিন্তিতা হইলেন।

খট্ ভৈরব—একতালা

যশোমতির প্রাণ কাঁদিল।
কোলে ছেলে মোর কেন এত ভারি হলো॥
ফল কি ভারি লাগে যে কোন লতার,
নারীর বরং ভারি লাগে অলঙ্কার,
ভূতে পেয়ে ভারি কর'লে কি এ প্রকার
কৃপা কর হরি, হর ভূতের বল। ৩৯

তৃণাবর্ত্তকৃত মায়া।

পূরবী—একতালা

একি গো কার মায়া, করে অন্ধকার দিনমানে।
ধূলি কঙ্কড় করি বরিষণ,
দেখিতে দেয়না মিলিয়া নয়ন,
ছেলে কি হরিল কে ছেলে এখানে।
হেই মা কি হবে তেমন কচি ছেলে,
ঝড়ে উড়াইয়া কোথায় দিল ফেলে,
হায় হায় এতে বাঁচবে কি প্রাণে॥ ৪০

তৃণাবর্ত্তের উদ্দেশে কল্পনার তিরস্কার।

বিভাস—আড়া

করি ঘোর ঘটা, তৃণাবর্ত্ত মায়ায়।
যার মায়ায় জগৎ মুগ্ধ ভুলাইবে তায়?
এই তো ফুরালো মায়া,
হারাইলে তেমন কায়া,
অবশেষ রইলনা ছায়া, এখন কি উপায়।
কর্ম্ম-ফল নরক-যন্ত্রণা,
পরিত্রাতায় চিনিলেনা,
তাঁরি কাছে বীরপনা, পাপসহায়॥
আত্মতত্ত্ব বুঝিলেনা, পরকাল ভাবিলেনা,
করগে অনুশোচনা, যমযন্ত্রণায়।
নাস্তিকতা অহঙ্কার, পরহিংসা পশ্বাচার,
করিলে কভু নিস্তার, কেহই না পায়॥ ৪১

মায়ার সহিত প্রাণ বিনষ্ট হইলে তৃণাবর্ত্তের মৃত দেহ, শূন্য হইতে গোকুলে পতিত হইল। তাহার গলদেশে কৃষ্ণ, তিন্তিড়ী বৃক্ষে বাদুড় বৎ ঝুলিতেছেন দেখিয়া গোপীগণ কহিলেন।

কালাংড়া—আড়খেমটা

ওমা এ কে রাক্ষস, কোথা হ'তে ম'রে
পড়লো হেথায়
এই সেই, বিপদ এরি মায়ায়॥
আপনার পাপে এ খল মরেছে,
এই নীলমণিহরণ করেছে,
দেখ খোকা এরি গলা ধ'রে আছে,
হরি যারে রাখেন কে মারে তাহায়।
অবশ্যই কোন পুন্য-বল আছে,
তাই কচি ছেলে মরিয়াও বাঁচে,

নিরুপায় নিরীহের কাছে কাছে,
থাকেন ভগবান পরমসহায় ॥ ৪২

যশোদার বিশ্বরূপদর্শন।

যোগিয়া ভৈরব—একতালা

একদিন রাণী, বসি নিরিবিলি,
ক্রোড়ে বনমালী, নীরদবরণ।
মুখ মুছাইয়ে, কাজল পরায়ে,
পরাণ ভরিয়ে করিল চুম্বন ॥
সেই অবসরে হাসিয়া কানাই,
মুখ ব্যাদানিয়া তুলিলেন হাই,
বাসনা একবার মাকে দেখাই,
দিব্য-চক্ষে দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড কেমন।
মুখ মাঝে রাণী করে দরশন,
আকাশ, অন্তরীক্ষ, দিক্‌, জ্যোতির্গণ,
চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, জল, ঘন,
দ্বীপ, পর্ব্বত, স্রোতস্বতী, বন ॥
স্থাবর, জঙ্গম আদি প্রাণী সব,
গোকুলে যশোদার কোলেতে কেশব,
ঊর্দ্ধলোকে দেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ভব,
পিতৃ, দেব, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ।
বিশ্ব বিলোকনে যশোদা মোহিল,
থর থর থর হৃদয় কাঁপিল,
আর এ আশ্চর্য্য দেখিতে নারিল,
ভয়ে জড়সড় মুদিল নয়ন ॥ ৪৩

পঞ্চম অধ্যায়।

কৃষ্ণের নামকরণ।

নন্দের প্রতি গর্গাচার্য্যের উক্তি।

কালাংড়া—আড়া

এ নহে সামান্য ছেলে,
ছেলের গুণে তুমি হবে ধন্য মান্য ভূমণ্ডলে॥
নারায়ণ বিনা অন্য আর,
সমতুল্য নাহি ইহার,
স্বভাব প্রভাব আচার, রূপ গুণ কিম্বা বলে,
চারি যুগে দেহ ধরেন, ভিন্ন বর্ণ ধ'রে আসেন।
এ বার কৃষ্ণ বর্ণ হলেন,
ডেকো ইঁহায় কৃষ্ণ ব'লে ॥
লইলে কৃষ্ণের আশ্রয়, সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
যেমন হয় শুভোদয়, হরিপদে শরণ নিলে ॥
৪৪

যশোদার উক্ত ছেলেকে আদর করার ও ঘুম পাড়াবায় গাথা—

সংকীর্ত্তনীয় সুহই—একতালা

দোল দোল দোল দোল সকলি অসার ঘোল
সার টুকু ননী, এই নীলমণি,
জুড়ায় আমার কোল ॥
এ সব বেদের কাপ্‌, ওঠে পড়ে দুপ্‌ দাপ্‌
ভাঙ্গলে গড়ায়, নিভায় জ্বালায়,
গোপাল সবার বাপ ॥
বুঁড়কান্না সার, হয় তা যা হবার,
কেঁদোর ফন্দি, ফাঁপরে বন্দী,
কানুর হাত কি আর ॥
সব দোষ আপনার, সন্তোষ নাই যার
যেন্না পিত্তি নাই, ঘুরে ফিরে তাই,
কানু কি করিবে কার ॥
পড়েছি বিষম দায়, পাগল মাথার ঘায়,
মেলেনা সহায়, মন ভাল নয়,
কানুকো ডাকিছে আয় ॥
ঘোর অন্ধকার, ভেজান আছে দুয়ার,
খুলিতে পারনা, গোপালে ডাকনা,
কায বিফল ভাবনায় ॥
গোপাল অন্ধের সাথী, আঁধার ঘরের বাতি

গরিবের ধন, যশোদাজীবন,
গোকুলের দিন রাতি ॥ ৪৫

যশোদার উক্ত আরতির গাথা
ঝিঝিট—একতালা

বাজ মৃদঙ্গ সেই এই, নির্গুণ গুণধারা।
ব্রহ্মা হরিহর সগুণ-মুরতি, বাজরে ঝাঁঝরী॥
বলরে মুরলী শক্তি সনাতনী,
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মভূতি ব্রহ্মাণী,
বিধি-বিষ্ণু-শিব-জননী তারিণী,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-করী ॥
পঞ্চদীপ পঞ্চ-বিভূতি,
প্রকৃতি-কর্পূরে ব্রহ্মজ্যোতিঃ,
সন্ধ্যাসময়ে শুভ আরতি,
সকল আরোগ্য-কারী ॥
প্রতিকূল লোক প্রতিকূল গ্রহ,
উপদেব উপতাপ সমূহ,
দুঃখ শোক বিপদ বিগ্রহ,
ভ্রম-প্রমাদ-হারী॥ ৪৬

দামাল ছেলের হামা,

পুরবী—একতালা

সামাল সামাল গোরস-পসরা,
হামাদিয়ে যায় দামাল ছেলে।
লাড়ুয়া গোপালে পথ ছেড়ে দাও,
চাঁদের চন্দন চোখে দেখে লও,
আর কিছু চাও মুখপানে চাও,
হাসিতে হাসিয়া বিজলী খেলে ॥
রাম শ্যাম খেলে পেয়েছ দেখিতে
যাইতে নারিবে পসরা বেচিতে,
গৃহকায কত রয়েছে করিতে,
সে কাজে যাইতে মন না চলে। ৪৭

স্নেহময়ী মাতা।

সোহিনী—মধ্যমান

দামাল ছেলে হামা দিয়ে,
খেলিলে দেখিতে কেমন।
কোন্ সতী নাজানে, কিন্তু জানেনা
যশোদার মতন ॥
যেন দেখিতে দেখিতে,
যশোদার মন উল্লাসেতে,
হলো গলিতে গলিতে, স্তনপথে বরিষণ।
শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত নাই, পান করিলেন তাই,
এমন মা আর নাই, স্তন্য হয় যার মন॥ ৪৮

সোহিনী—মধ্যমান

মার কাছে ছেলের খেলা, কি সুদৃশ্য
নাই তুলনা।
কাছে স্বর্গ খুলে দিলেও তখন তার
মনে ধরেনা ॥
ইষ্ট দেবের দেখা পেলে, ভাব কি সুখ উথলে
হয়তো ছেলের খেলা ফেলে,
সে সুখে মার মন ধাবেনা।
যেন তার বিভক্ত পরাণ,
বেশির ভাগ বাহিরে সন্তান,
পেয়ে মন প্রাণে মূর্ত্তিমান,
ভাল বেসে খেদ মেটেনা ॥ ৪৯

ক্রমে রাম ও কৃষ্ণের গমন ধাবন কুর্দ্দন ও নৃত্যাদি করিবার সময় হইলে তাঁহারা নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া যশোদার আনন্দ,

বারোয়াঁ—ঠুংরি

ধেই ধেই নাচে মোর কানাই বলাই,
তোরা দেখ গো সবাই॥

হ'য়ে ত্রিভঙ্গ, দোলাইয়ে অঙ্গ,
কি রঙ্গে নাচে দুভাই।
কিবা নাচেগো মিলি ময়ুর বিজলী,
এমন নাচন দেখি নাই ॥
কি তালে তালে, দিতেছে তালি,
মুখে বলি তাই তাই।
দেখে এ নাচনি, জুড়ালো পরাণী,
পরাণের পরাণ এরাই ॥ ৫০

ক্রমে বাল্য-লীলার বিস্তার হইলে যশোদা রাম ও কৃষ্ণকে উপদেশ দিতেছেন।

পিলু—জং

মানা করি রাম কৃষ্ণ, ও সব খেলা খেলনা।
দৌড়াদৌড়ী, হুড়াহুড়ী, মারামারী করোনা॥
খেলতে এলে পরের ছেলে, তাদের গায়ে হাত তুলনা।
মেলে লাগে তোমা দিগে, তাদিগে কি লাগেনা ॥
ছোট ছোট বাছুরগুলোর, লেঙ্গুর ধরে ঝুলোনা।
চাঁট মেলে ষেটের বাছা, কি হবে তা ভাবনা ॥
খেল এই আঙ্গিনার মাঝে, ছুটে পথে যেও না।
চক্ষের আড়ে রাখতে নারি, কথা শুন ভুলনা ॥ ৫১

কল্পনার জল্পনা।

আলেয়া খাম্বাজ—একতালা।

যশোদে রোহিনি, কালধন মণি।
পেয়ে যে ভুলিলি, আপনা আপনি ॥
গৃহ কর্ম্ম ধর্ম্ম সংসার-ব্যাপার,
সব ছেড়ে সার করিলি কুমার,
তবু চিনিসনা এ কার অবতার,
আত্মায় আত্মীয়তা আশ্চর্য্য এমনি।
তাদের এ সাধনা ওদের অভিমত,
মন সন্ন্যাস ক'রে হোক ওতে রত,
চিত্তে পূর্ব্বচিত যা কিছু চিত্রিত,
মুছে কেবল থাকুক চিত্র চিন্তামণি ॥৫২

কৃষ্ণের বাল্য চাপল্য।

বাউলের সুর—একতালা।

কৃষ্ণের যত ছেলে খেলা নয় সাধারণ।
আপনি সে যে অসাধারণ ॥
কৃষ্ণ পুরুষ চূড়ান্ত, মানুষ চূড়ান্ত,
করেছেন চূড়ান্ত কাযে আগমন।
ক্রমে অনন্ত দৃষ্টান্ত, দিবেন চূড়ান্ত,
চাপল্যের চূড়ান্ত আদিপ্রদর্শন ॥
কভু অন্যের আলয়ে, গিয়ে লুকাইয়ে,
বৎস খুলি দেন না হ'তে দোহন।
কেহ ভর্ৎসে যদি তায়, হাসিয়া পলায়
কভু কারো ঘরে চোরায় মাখন ॥
কত খাবে চুরি ক'রে, বিলায় বানরে,
শেষে ভাঁড় গুলি করয় ভঞ্জন।
ঘরে নাহি কিছু যার, রাগ করি তার,
ছেলে কাঁদাইয়া করে পলায়ন ॥
যে সব থাকয় শিকায়, ছিদ্র করি তায়,
মুখ পাতি তাই করয় ভক্ষণ।
কারো অন্ধকার ঘরে যেতে নাহি ডরে
নিজ রূপের আলো সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ ॥
কারো পরিষ্কৃতঘরে, হাগিয়া সত্বরে,
পলায়, ধরাও পড়েনা কখন।
কৃষ্ণের এ সব কাহিনী, শুনে নন্দরাণী,
স্নেহ বশে নারে করিতে শাসন ॥৫৩

কোন কুপিতা গোপীকর্ত্তৃক যশোদার নিকট কৃষ্ণের দুষ্টামি কথন।

বাউলের সুর—একতালা।

কেন যশোমতি! তোর ছেলের
কোন কাযের খোঁজ রাখনা।
এ ছেলের দোষে মান রবেনা॥
কৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে পাড়ায়, বাস হলো দায়,
গরিব লোকের বেশি ভাবনা।
দেখলে ছোট ছেলে মেয়ে, তেড়ে ধরে গিয়ে,
না কাঁদায়ে কভু কারে ছাড়েনা॥
সে যে ধনির সন্তান, ভোগে বলবান,
কোন ছেলেই তার বলে পারেনা।
তোমার আদুরের ছেলে, তুমি না শাসিলে,
সে যে আর কারও মানা শোনেনা॥
কারও ঘরের ভিতরে, খায় চুরি ক'রে,
ক্ষীর সর চিনি মাখন ছানা।
তাই একা কত খাবে, অন্যকে খাওয়াবে,
খেয়ে ভাঁড় ভাঙ্গে কিছু রাখেনা॥
কেহ ভাল বাসে তারে, কেহ তোর ডরে,
অনেক সয়েছে আর সবেনা।
আগে রাখিলাম ব'লে, এবার তায় পেলে,
সাজা দিব যেন রাগ করোনা॥ ৫৪

একদিন কৃষ্ণের সহচর বালকগণ যশোদাকে কহিল—

কীর্ত্তনীয় মঙ্গল রাগ—দোঠ্‌কি

মাগো যশোদে! কানাই তোর।
মাটি খাইয়াছে, সবাই দেখেছে,
মুখ খুলে দেখ ওর॥
(যশোদা কৃষ্ণকে সক্রোধে কহিলেন,)
কেন দুষ্ট ছেলে, মাটি খেতে গেলে,
মাটি খাওয়া ভাল নয়।
কি মিষ্টি মাটিতে, ক্ষীর ননী হ'তে,
মাটি খেলে রোগ হয়॥
(কৃষ্ণ কহিলেন—)
ওরা মিথ্যাবাদী, লাগানের আদি,
খাওয়াইতে চাহে মুক।
মাটি খেয়ে থাকি, চিহ্ন পাবেনা কি,
হা করি দেখ মুখ॥ ৫৫

কৃষ্ণের মুখের মধ্যে যশোদার বিশ্ব দর্শন।

সুরট মল্লার—কাওয়ালী

মাটি খাইয়াছে কিনা জানিবার তরে।
দেখে নন্দরাণী, নীলমণির মুখের ভিতরে॥
মাটিময় ভূমণ্ডল, জলের পারাবার অতল,
আকাশে জ্যোতির্ম্মণ্ডল, বায়ু হুহু করে।
শব্দাদি সব বিষয়, মন, ইন্দ্রিয়চয়,
তন্মাত্র আর গুণত্রয়, সকলে বিহরে॥
কালের একাধিকারে, জীব কিল্ কিল্ করে
কর্ম্ম অন্বেষি সবারে, ফল বিতরে।
সংস্কার অনুসারে, দেহভেদ চরাচরে,
স্বভাবে ধায় উগারে, বিচিত্র বিস্তারে॥
৫৬

বিশ্ব-দর্শনে কৃষ্ণের প্রতি যশোদার ঈশ্বর ভাব উপস্থিত হইল কিন্তু কৃষ্ণ পুত্র তাঁহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইলেও কুণ্ঠিত হইয়া মনে মনে বলিলেন।

বাউলের সুর—একতালা

এ কি দেখিলাম এ সব,
এ কি আমার বুদ্ধির বিকার।

কি স্বপন কি মায়া দেবতার ॥
এ কি কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্য, হবে তা নহে আশ্চর্য্য,
মূর্ত্তি কীর্ত্তি আশ্চর্য্য ইহার।
ঈশ্বরের মহিমা অপার,
যা দেখিলাম কৃপাতে তাঁর,
এই যে জগৎ ব্যাপার, (অতি আশ্চর্য্যময়)
বিভূতি তাঁহার
কৃষ্ণে তিনিই তাঁরে প্রণাম আমার ॥
যশোদা গোপিকা আমি,
ব্রজেশ্বর আমার স্বামী,
প্রিয় কৃষ্ণ আমারই কুমার।
এই যত ভোগ্য বিভব, গোপ গোপী
গোধন সব,
ভাবি আমারই নিশ্চয়, (ভেবে সুখ হয়)
এ ভ্রম যাঁর মায়ায়,
তিনিই কৃপা ক'রে করুন নিস্তার॥ ৫৭

এ সময়ে যশোদার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত থাকা কৃষ্ণের অভিমত নয়, এই জন্য কৃষ্ণ বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলে, যশোদা ভক্তিভাব ভুলিয়া, স্নেহভাবে কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিলেন। তখন মর্ম্মজ্ঞা কল্পনা কৃষ্ণের উদ্দেশে কহিল,

বাউলের সুর—একতালা
কৃষ্ণ বল না বল, তোমার অভিপ্রায়
বুঝাগেছে।
যশোদার স্নেহে লোভ লেগেছে ॥
নতুবা জ্ঞান উপজিলে, নিজ মায়ায় ভুলাইলে,
ভাবলে বুঝি স্নেহ বা ফুরায়,
এক্ষা মনতো হবার কথা
তুমি সবার পিতা মাতা,
স্নেহ কর সবাকারে, (তুমি দয়াময়)
তোমায় স্নেহ করে,
স্নেহের স্বাদ দিতে আর কে আছে।
হয়তো অভিলাষ মনের,
ভক্তি আর বাৎসল্যভাবের,
মিলিতভোগ দিতে যশোদায়
সুধা মধু মিলাইয়ে খেয়ে নিগ
গোপের মেয়ে,
কবে পাবে এমন আর,
(আসবেনাতো আর,)
ভক্তেবে তোমার,
অখিল ভ'রে দিতে সাধ হ'য়েছে ॥ ৫৮

শ্রোতার প্রশ্ন।

সিন্ধু—আড়া
কেন বসুদেবদেবকীর ভাগ্য প্রসন্ন হলোনা।
কৃষ্ণে পুত্র পেয়েও বাল্যলীলা দেখিতে
পেলেনা ॥
কৃষ্ণের বাল্যলীলা গান,
শুনি পাপী পায় ত্রাণ,
জুড়ায় ভক্তজনের প্রাণ করিয়ে লীলা বর্ণনা।
মাতা পিতা রইলেন আটক,
কৃষ্ণ পায় গোপ গোপী বালক,
মোদকের মধুর মোদক, আস্বাদে কতজনা ॥
এক যাত্রায় পৃথক ফল,
কৃষ্ণের এ কেমন কৌশল,
কর্ম্ম করিল মঙ্গল, করি কর্ম্মী বিবেচনা।
খনির যদি ভাগ্যে টানে,
দেব অমর অমৃত পানে,
নন্দ যশোদার সনে, সাধনারি নাই তুলনা॥ ৫৯

বক্তার উত্তর।

বিভাস—একতালা

*দ্রোণ ধরা সতী, ব্রহ্মার অনুমতি
পালিতে ধরাতে আসি।
সেই সে দম্পতি, নন্দযশোমতি,
হইয়াছে ব্রজবাসী॥
ব্রহ্মার নিকটে মাগি লয় বর,
হরিতে সে ভক্তি থাকে নিরন্তর,
যে ভক্তিতে সদ্গতি পায় নর,
বিনাশে দুর্গতিরাশি।
ব্রহ্মার আজ্ঞার রাখিতে সম্মান,
রাম কৃষ্ণ হলেন ব্রজে অধিষ্ঠান,
দ্রোণ ধরা দোঁহার ভাগ্য বলবান,
হরি-ভক্তির অভিলাষী॥ ৬০

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কীর্ত্তনীয় ধানশ্রী—জং

একদিন রাণী, সাজিলা আপনি,
করিতে দধি মন্থন।
মন্থনের তালে, সুস্বর মিশালে,
করয় কৃষ্ণকীর্ত্তন॥
পুত্র-স্নেহ-ভরে, বহে দর দরে,
স্তনদ্বয়ে ক্ষীর-ধার।
এমন সময়ে, স্তন্যপানাশয়ে,
আসিলা প্রিয় কুমার॥
কুমারে দেখিয়া মন্থন রাখিয়া,
করাইতে স্তন্য পান।
যশোদা দেখিল, দুগ্ধ উথলিল,
প্রবল জ্বলে উনান।
কুমারে রুধিয়া, চলিলা ধাইয়া,
দুগ্ধপ্রতি করি স্নেহ।
সেই হেতু কৃষ্ণ, হইলেন রুষ্ট
কৃত্রিম-বালক সেহ॥
পদ আছাড়িয়া, ক্ষণেক কাঁদিয়া
দধিভাণ্ড ভগ্ন করি।
ঘরে প্রবেশিয়া, ননী হাতাড়িয়া,
খাইলা করিয়া চুরি॥ ৬১

কীর্ত্তনীয় যথা রাগ—কাওয়ালী

রাণী আসি পুনরায়, দধি মথিবারে যায়।
দেখে দধিভাণ্ড, পড়ি খণ্ড খণ্ড,
দধিস্রোত বহি যায়॥
বুঝিতে পারিলা সব, একায করে কেশব।
মুচকি হাসিলা, খুঁজিতে লাগিলা,
না ডাকিলা করি রব॥
দেখিলা পশিয়া ঘরে, চড়ি উদূখল পরে।
নবনী পাড়িয়া, দেয় বিলাইয়া,
ডাকিয়া যত বানরে॥
মৃদু পদসঞ্চারে, ধরিতে যায় কুমারে।
চোরের নয়ন, সতর্ক এমন,
দেখে কৃষ্ণ যশোদারে॥
পাচনী লইয়া হাতে, মারিতে আসে পশ্চাতে।
ভয় পেয়ে যেন, পলাইলা হেন,
রাণীও ধাইলা সাথে॥ ৬২

সিন্ধু—মধ্যমান

ধরা না দিলে কি কেহ ধরিতে পারে ঈশ্বরে।
এ আকার দেখান কেবল মনে নাগাল
দেবার তরে॥

---

* ইনি বসুদিগের প্রধান।

ধ'রতে চাওয়া সরূপ বঁধো,
স্বরূপ তো আছে অনলে,
খেলেন যশোদার কোলে,
আপনিই ইচ্ছা ক'রে।
যশোদারে ধরা দিয়ে,
কাঁদেন যেন আকুল হ'য়ে,
অশ্রু-জলে কাজল ধু'য়ে,
গড়া'য়ে পড়ে অধরে॥
সাপরাধী হেন ভীত,
যশোদা করে ভর্ৎসিত'
বাঁধিতে হয় উদ্যত,
মারিতে না পারি তারে॥ ৬৩

সোহিনীবাহার—আড়া

কি কর গো নন্দরাণি,
বাঁধিতে চাও চিন্তামণি,
কোথাও তো দেখিনাই স্নেহ নিষ্ঠুরতা করে।
নাহি যার বাহ্যান্তর, নাহি যার পূর্ব্বপর,
তাঁরে বাঁধা স্পর্দ্ধা তোর, বাঁধি ভক্তি-ডোরে॥
জগন্নাথের লীলায় ধন্য,
যশোদে তোর ধন্য পুণ্য,
তোর সাধনার এত মান্য,
বাঁধিবি শ্রীধরে॥ ৬৪

যশোদা উদূখলের সহিত কৃষ্ণকে বন্ধনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রজ্জুর অকুলানহইল।

ললিত—আড়া

এখনও করিগো মানা, বেঁধোনা রাণি ঈশ্বরে।
ঈশ্বরে সাপরাধ ভাবি, অপরাধ বাড়াবে পরে॥
কভু বুঝিতে নারিলে,
কত তো চেষ্টা করিলে।
উদূখলে ছোট ছেলে,
বাঁধিতে কুলায়না ডোরে।
জগৎ প'ড়ে যাঁর উদরে,
তাঁরে বাঁধিবার তরে,
জগৎ চিরে সুতা ক'রে,
বাঁধিতে কুলাতে নারে॥ ৬৫

গোপীদের বিস্ময় ও কৃষ্ণের বন্ধন।

কীর্ত্তনীয় তোড়ী—দোঠুকি

রাণী যশোমতী, মানিলা বিস্মৃতি,
করিতে নারি বন্ধন।
যত রজ্জু পায়, দাসীরা যোগায়,
তবু হয় অনাটন॥
ক্রমে প্রতিবাসী, রজ্জু রাশি রাশি,
আনিয়া করে যোগান।
সব মিলাইয়া, গ্রন্থি দিতে গিয়া,
দেখে কিছু অকুলান॥
করিয়া আয়াস, ঘন বহে শ্বাস,
যশোদা ব্যাকুলা হয়।
আশ্চর্য্য ঘটন, দেখি গোপীগণ,
অবাক হইয়া রয়॥
জননীর ক্লেশ, দেখি হৃষীকেশ,
বন্ধন লইলা শেষ।
বন্ধন হইল, গোল নিবর্ত্তিল,
নির্জ্জন হইল দেশ॥
কৃষ্ণের তখন, হইল স্মরণ,
যমলার্জ্জুন কথা।
বন্ধন সহিত, চলিলা ত্বরিত,
সেই বৃক্ষদ্বয় যেথা॥ ৬৬

কল্পনার সিদ্ধান্ত

মল্লার—আড়া

প্রভো আমিতো অজ্ঞান।
কেন যে কি কর বোঝে কোন্ জ্ঞানবান॥
কৃতরসের নিতে স্বাদ,
রসিকেও করে সাধ,
নিত্যানিত্য-ভেদ স্থির পায়না অনুমান॥
সশরীরির ভোগ্য নানা,
অশরীরির উচিত জানা,
দিতে হয় ফল যে কর্ম্মের পরিমাণ॥
যশোদার ভক্তি ডোরে,
বাঁধা রয়েছ ভিতরে,
এ বন্ধন কেমন জানতে চাহ ভগবান।
অথবা প্রাকৃত-দশায়,
মায়ার বন্ধন কেউ না এড়ায়,
কিম্বা প্রকৃতির মান সর্ব্বত্র সমান॥
ভালই হলো বাঁধা গেলে,
বন্ধন-যাতনা বুঝিলে,
জীবের ভব-বন্ধনজ্বালা দেখে কাঁদবে প্রাণ॥
কৃপা আরো বৃদ্ধি পাবে,
রঘুজে মনে পড়িবে,
অনুতাপী পাপী পাবে শীঘ্র পরিত্রাণ॥ ৬৭

ঝিঝিট খাম্বাজ—আড়া

কৃষ্ণ তোমার মহিমা কে জানে।
ছলে খেলার ছলেও দিলে জ্ঞান অজ্ঞানে॥
পুতনায় তুমি বধিলে,
কিন্তু বুঝালে কৌশলে,
ফল এই হিংসা করিলে, নিরীহ জনে।
বৎসাসুরে সংহার,
গোকুলে হলো প্রচার,
হরি যারে রাখে তার, ভয় কি প্রাণে॥
দৌরাত্ম্য চুরি কি ক্ষতি,
করিলে নাহি নিষ্কৃতি,
জগৎ শাস্তারও শাস্তি, জানা'লে ভুবনে।
আরম্ভ করিলে প্রচার,
বাধ্যতা মাতা পিতার,
উচিত এই প্রকার, থাকিয়া বন্ধনে॥
ভক্তেও দেখালে তুমি,
এমনি ভক্তি-বাধ্য আমি,
ভৃত্য, প্রভু, বন্ধু, স্বামী, জেনো ভক্তগণে॥
প্রভো তুমি কিবা নও,
আত্মারো যে আত্মা হও,
রঘুজেরে শরণ দাও, রাখ চরণে॥ ৬৮

যমলার্জ্জুন বৃত্তান্ত।

কীর্ত্তনীয় কামোদ—একতালা

কুবের-সন্তান, অতিরূপবান,
মণিগ্রীব নল কুবর।
যৌবনের সাথী, ধনমদে মাতি,
প্রগর্ব্বিত নিরন্তর॥
একদা উভয়ে, সুরা-মত্ত হয়ে,
নারীগণ সহ মিলি।
সরস কেলিয়া, উলঙ্গ হইয়া,
গঙ্গাজলে করে কেলি॥
ভাগ্য-উপরোধ, আসিয়া নারদ,
উপনীত সে সময়।
দেখি নারীগণ, পরিল বসন,
সশঙ্কিত শাপ-ভয়ে॥
দেখি মুনিবরে, দুই যক্ষবরে,

লজ্জা ভয় না জন্মিল।
নিয়তির প্রায়, উভয় ভ্রাতায়,
অহঙ্কার উত্তেজিল॥
বুঝিলা নারদ, এদের সম্পদ,
দৃষ্টি-হানি করিয়াছে।
মদের মত্ততা, নাশি মনুষ্যতা,
ক্ষিপ্ত করি তুলিয়াছে॥
এই দুই জনে, কঠিন-শাসনে,
করা চাই সংশোধন।
ইহা বিচারিতে, অভিশাপ দিতে,
চাহিল ঋষির মন॥ ৬৯

নারদের অভিপ্রায়।

তোড়ী ভৈরবী—একতালা

ধনমদ প্রমাদ করে সর্ব্বক্ষণ।
এ মদে হয় আত্মম্ভরি, দুরাত্মা, দুর্জ্জন॥
অন্য জীব হিংসা করি, করে আত্মম্ভরি,
শরীর পোষণ।
কিন্তু পোষে যেই দেহ, বুঝেছে কি কেহ,
দেহের প্রয়োজন॥
দেহ তারই বটে কিনা, তাহাই জানেনা,
অন্য দেহ কি গণন।
দেহ জন্মে যাহা হ'তে, মিশায় তাহাতে,
সে কি আত্মা, মন॥
তবে দেহের সুখ তরে, কেন পাপ ক'রে
ভ্রমন্তর দুর্জ্জন?
এই দেহ ঘুচাইব, তত্ত্ব বুঝাইব,
রাখি মাত্র মন॥

খট্—আড়া

ধন-মদে অন্ধ হ'লে, দারিদ্র্য ঔষধ তাহার
দরিদ্রতা দেখা'য়ে দেয়, তার হ'তে
শ্রেষ্ঠতা সবার॥
অঙ্গে কাঁটা ফুটেছে যার,
সে বোঝে বেদনা তাহার,
সে ভাবিবে কাঁটা ফোটার,
বেদনা নাহয় কাহার।
নিরন্ন-দেহ ক্ষীণ ক্ষুধায়,
ইন্দ্রিয় নীরস হ'য়ে যায়,
লোভ দুরাশা শান্তি পায়,
থাকেনা গর্ব্বের অধিকার॥ ৭১

গৌরী—আড়া

ধন সুহৃদ নহেরে তেমন, দারিদ্র্য যেমন।
ধনে অহঙ্কার আনে, মত্ত করে মন॥
ধনী আত্মসুখে মত্ত, বোঝেনা দুঃখির তত্ত্ব
আত্মম্ভরি জনে সত্ত্ব থাকে কি কখন?
দরিদ্রের কষ্ট যেন, পরমতপস্যা হেন,
তম দোষ তারে কেন, করিবে দুর্জ্জন।
সাধু যে সন্ন্যাসী হয়, মায়ায় ডরিয়া নয়,
উদাসীন মন লয় শ্রীহরি শরণ।
এ সকল শিক্ষা পায়, যদি সাধু-সঙ্গ হয়,
হউক এই যক্ষদ্বয়, তারই নিদর্শন॥ ৭২

এই বলিয়া নারদ যক্ষদ্বয়কে "স্থাবর হও" এই অভিশাপ দিলেন তাহারাই এই যমলার্জ্জুন।

কীর্ত্তনীয় মালব—একতালা

সে অর্জ্জুনদ্বয়, স্থূল অতিশয়,
অভ্রভেদী উচ্চতর।

দেবর্ষি-শাপজ, হ'য়েছে যমজ,
সামান্য তার অন্তর ॥
সে অন্তরে গলি, যায় বনমালী,
উদূখল না গলিল।
টানিতে টানিতে, মূলের সহিতে,
দুই বৃক্ষ উপাড়িল ॥
সহসা তখন, দিল দরশন
সুপুরুষ দুইজন।
যশোদা তনয়ে, প্রণমি উভয়ে,
করিল বহু স্তবন ॥ ৭৩

দেবর্ষির অভিশাপরূপ অনুগ্রহে যক্ষদ্বয়ের জ্ঞান ও বিবেক জন্মিয়াছিল। তাহারা ভক্তি-ভাবে কৃষ্ণকে স্তব ও প্রার্থনা করিল।

ঝিঁঝিট—আড়া

প্রভো শ্রীমধুসূদন।
দেবর্ষির কৃপায় পেলাম, শ্রীচরণ দর্শন ॥
আমাদের বাক্য যেন,
তব গুণ করে কীর্ত্তন,
করে এ দুই শ্রবণ, মহিমা শ্রবণ
ও চরণ চিন্তিবে মন,
কর করিবে পূজন,
তোমার মূর্ত্তি সাধুজন, দেখিবে নয়ন ॥ ৭৪

সুরট—একতালা

দুরিত-দলন দুর্গতি-হর। আমার এ দুর্গতি হর।
শরণাগত কাতর, করেছি তোমায় নির্ভর ॥
এমন জ্ঞান নাই, মুক্ত হতে পারি,
এমন ভক্তি নাই, তোমায় তুষ্ট করি,
তোমার তত্ত্বও জানিনা, শ্রীহরি,
আমি মূঢ় পামর।
কেবল তোমার নাম, গুণ, ক'রে শ্রবণ
করেছি তোমারে আত্ম সমর্পণ,
বিশ্বাসে ভরসা করি অনুক্ষণ,
তোমার দয়ার উপর ॥
জানতো সকলি, থাকি হৃদয়েতে,
অসাধ্য-সাধন হয়না আমা হ'তে,
তাতেই কি পতিত রব সংসারেতে,
বদ্ধ হ'য়ে নিরন্তর।
সংসারে বিরক্ত পাপাত্মাও ভয়ে,
শরণ নিলে ক্ষমা কর সদয় হ'য়ে,
পতিত পাবন খ্যাতি লোকালয়ে,
রঘুজে করুণা কর ॥ ৭৫

সুরট—একতালা

কাতরে করুণা কর জগন্নাথ! আর দুখ সহেনা
অশেষ যাতনায় আর ধৈর্য্য থাকেনা।
সংসারের ব্যাপার ভেবে মোহ পায়,
বাহ্যান্তরে বদ্ধ করেছে মায়ায়,
আছি যেন কার ক্রীতদাসপ্রায়,
হতাশের দশা ভাবনা।
বাল্যাদি অবস্থা আপনি এলো গেল,
করলাম করছি করবো কর্ম্ম অনর্গল,
মনের শ্রান্তি নাই দেহ শ্রান্ত হলো,
ম'লেও শান্তি হবেনা ॥
আপনার বলতে নাই দেহই নয় আমার,
বাহিরে লোকারণ্য ভিতরে আঁধার,
কেবল একমাত্র তুমিই আপনার,
তোমার তত্ত্বও মেলেনা।

অনন্ত কাল এই ভাবে থাকতে হবে,
ভেবে কেমন ব্যাকুল রঘুজ কি করে,
তুমি অন্তর্যামী জান, কেন তবে,
দুর্গতি ঘোচেনা॥ ৭৬

কৃষ্ণের অনুগ্রহ বাক্য।

সুরট—একতালা।

কুবের তনয়, কুবুদ্ধিরে জয়, করেছ ভাগ্য বলে।
সাধু সঙ্গ ফলে, অধঃপাত অনুকূলে॥
নারদের শাপ নহে, সেই বরে,
দুরিত দূরিত হলো একেবারে,
সাক্ষাৎ করিতে পাইলে আমারে,
সহসা কৃতার্থ হ'লে।
যাহারা আমারে করে দরশন,
তাদের থাকেনা সংসার-বন্ধন,
আমাতে প্রীতি হয়েছে এখন,
প্রীতিতে সুকৃতি ফলে॥ ৭৭

এই কথা বলিয়া ভগবান সেই যক্ষদ্বয়কে বিদায় করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যমলার্জ্জুন বৃক্ষ উৎপাটন ও তাহা হইতে দুই মহাপুরুষের নির্গমন বৃত্তান্ত প্রচার হইলে, ইহা কোন ভৌতিক উৎপাত এই ভাবিয়া গোপ গোপী সকলে স্থির করিলেন গোকুলে নিত্য নিত্য উৎপাত হইতেছে অতএব এই স্থান ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন নামক বনে বাস করিব।

সুরট—একতালা।

গোকুল রক্ষা করুন, অকূলকাণ্ডারী
গোকুল চাঁদ লয়ে, গোকুল ছেড়ে যাই।
গগণে প্রকাশ পূর্ণসুধাকর,
রাহুকেতু আদি লোভ করে তাই॥
কাছে ছেলে রেখেও সোয়াস্তি পাই না,
মায়া ক'রে হ'রে লইল পুতনা,
মাচার আড়ালে, শকটের তলে,
ভূতে ত্যক্ত করে যেখানেই শোয়াই।
আর তৃণাবর্ত্তের ভূতুড়ে কারখানা,
এমনি পেঁচোয় পেলে কিছুতেই ছাড়েনা,
যমলার্জ্জুনে, বেঁধেছিল ব'লে,
প্রেতনীর হাত হ'তে ছেলে পাই॥
গিয়ে বৃন্দাবন, কিম্বা অন্য বন,
বনদেবতার লইগে শরণ,
এখানে থাকিলে হাপুতির ধন,
বাঁচিবে বিশ্বাস নাই।
কায নাই ক্ষেত, বাড়ী, ঘর, ধন,
বেঁচে থাকুক মোর গোপাল গোধন,
ক্ষুধা তৃষ্ণা হরে শ্রীমুখ চুম্বন,
শ্রীমুখ দেখা বই কিছুই না চাই॥ ৭৮

গোপগোপীদের বৃন্দাবন গমন কালে যশোদার যাইতে চরম যাত্রার কথা কাঁহারও মনে হইলে, তিনি বলিলেন।

সিন্ধু—পোস্ত

আবার যেতে হবে কোথায় তা জানিনা।
মনের মত স্থান র'য়েছে কি জানি যেতে দেয় কি না॥
বসত কালের অধিকারে,
রেখেছে ক্রীতদাস ক'রে,

পাঠাইবে কোথায় ধ'রে,
এই ভয়েই ভেবে বাঁচিনা।
কাযের মানুষ যে তার অসুখ,
অকর্ম্মারই সংসারে সুখ,
কপালে কর্ম্মভোগের দুখ,
কতই যে বুঝতে পারিনা॥
রঘুজ তো যাত্রা ক'রে,
বসেছে ইষ্টদেব স্ম'রে,
মায়া মোহ তোমরা স'রে,
যাও এখন পেছু ডেকনা।
বড়ই ভয় হয়েছে মনের,
ভরসা কেবল ইষ্টদেবের,
তাঁর আশ্রয়ে আছি কালের
হাত হ'তে কি ত্রাণ পাবনা॥ ৭৯

যে দোষী শাসনকর্ত্তাকে তাহারই শঙ্কা, তাহারই বন্ধন ভয়, নির্দ্দোষের কোন ভয় হয়না, সে কাহাকেও ভয় করেনা, এই ভাবিয়া বলিলেন।

বাউলের সুর—একতালা
ওমন তুইতো আমায় ফিরে ঘুরে আনিস
হেথায়।
নইলে ত্রাণ পাবার নাই কি উপায়॥
ভগবানের দয়া এত, হইলে শরণাগত,
কুম্ভীপাকের পাপীও ত্রাণ পায়।
কেবল মাত্র নাম ক'রে শুনেছি তো পাপী তরে,
আমি অনুগত দীন, (ওরে মনরে)
নহি ভক্তি হীন,
তবু কেন বাধ্য আসা যাওয়ায়॥
তুমি দুরাশয় অতি, বাসনার নাহি বিরতি,
মহালোভী আসক্ত মায়ায়।
চেষ্টা নাইকো শান্তি পাবার,
কর্ম্মক্ষয় হবেনা তোমার,
হয়না জন্ম মৃত্যুজয়, (জ্ঞানহয়)
প্রভুর পদাশ্রয়,
নয়েও ছুটে বেড়াও যেথায় সেথায়॥
স্থির হও ধৈর্য্য ধর, মায়ারমোহ ত্যাগ কর
থেকনা আর সংসার-চিন্তায়।
মুক্তিদাতার শরণ ল'য়ে,
প'ড়ে থাক তাঁরই হ'য়ে,
অহঙ্কারে বিসর্জ্জিয়ে, (কথা রাখরে)
আপনারেও ভুলিয়ে,
থাক রঘুজের ঘুচাও এ দায়॥ ৮০

বাউলের সুর—খেমটা
মন তোমারে করি মানা।
আর কায বাড়াইওনা, বাড়াইওনা
আনাগোনা॥
তোমার যা ভোগের বিষয়,
ভোগ ক'রে সে সমুদয়,
কেন কর পুনরায়, ভুক্ত-ভোগ বাসনা।
যা নাই তোমার, অন্যের দেখে পরে,
পাবার বাসনা রেখনা ধ'রে,
রিপু ইন্দ্রিয়গণের, কোন কাযের
খোঁজ রেখনা॥
কর্ম্মফল চেওনা আর,
পুণ্য পাপ ভোগের ব্যাপার,
শৃঙ্খল লোহা সোণার, উভয়েই যাতনা।
আর স্মরণ রেখ মরণকালে,
যেন থেকনা মায়ার আড়ালে,
রঘুজের ইষ্ট দেবের, পদদ্বয়ের ধ্যান
ছেড়না॥ ৮১

মূলতান—আড়া

আর তুমি যেওনা মন, যখন তখন
যেথায় সেথায়।
জান অনায়াত্ত মৃত্যু, দুঃসাধ্য বিমুক্তির
উপায়॥
প্রস্তুত থাকা হবেনা, মৃত্যু তাতো বুঝিবেনা,
যাবার সময় ক্লাষ মিটবেনা,
কায না সেরে কে ত্রাণ পায়?
শুনেছ তো মৃত্যুসময়,
যার মন যেমন ভাবে রয়,
জন্মান্তরে সেই দশাই হয়,
তাই সতর্ক করি তোমায়॥
এখনকার কায হরি স্মরণ,
লওয়া তাঁর চরণে শরণ,
করা তাঁয় আত্ম-সমর্পণ,
রঘুজের উদ্ধারের আশায়॥ ৮২

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া

ও মন বৈরাগ্য বিনা, মুক্তি কেবা পায়।
যোগে, যাগে, তপে, জপে, সভক্তি-পূজায়॥
প্রকৃতির অধীনে থাকি,
ভোগ-বাসনা বাকি রাখি,
মহাযোগী হ'লেও সে কি, পরিত্রাণ পায়?
ভাল মন্দ বাঞ্ছা যা হয়,
চিত্তে তার চিত্র গুপ্ত রয়,
এরেই সেই চিত্রগুপ্ত কয়, যে কর্ম্ম ভোগায়॥
পাপ পুণ্য স্বর্গ আদিতে,
হবে বাসনা ত্যজিতে,
অনাসক্তি উপস্থিতে; বৈরাগ্যের উপায়।
এরূপে বৈরাগ্য ধর,
কর্ম্মভোগের সাঙ্গ কর,
রঘুজ তোমার মর, অমর কর তায়॥ ৮৩

এই সকল কথা শুনিয়া কোন ভগবদ্দাস
বলিলেন।

বিভাস—আড়া

সংসারে বিরক্ত হ'লে মুক্তিতে বাসনা।
ভক্তিহীনের মুক্তিই ভাল, নতুবা যাতনা॥
নহে ভক্তিহীন মন, প্রভু-সেবা-পরায়ণ,
ভক্তের যে কি আকিঞ্চন, নাহি তার ধারণা
ভক্তিবাধ্য ভগবান, ভক্তের হৃদয় তাঁর স্থান
প্রভু ভৃত্যের প্রাণের প্রাণ, কি ভাব ভাবনা
ভক্তের হৃদে প্রভু জাগে,
সে কেনবা মুক্তি মাগে,
রঘুজের কি ভাল লাগে, বিনা উপাসনা॥৮৪

বিভাস—আড়া

ভক্তিহীন সাধকে করে বিমুক্তি বাসনা।
জাগ্রতে কি সুখ নাই তাই, সুষুপ্তি কামনা
এ সংসার সাধনার স্থান,
যদি হ'তে ভক্তিমান,
পেয়ে অন্ন আয়ু প্রাণ, তৃপ্তি হতোনা
এ শরীর সাধনার সহায়,
গুণ-শ্রবণাদি করায়,
নইলে মুক্তি ভক্তির উপায়, কিছুই হয়না॥
খেদ মেটেনা মানস-পূজায়,
দাসত্ব করি বাসনায়,
প্রবর্ত্তনা মূর্ত্তি সেবায়, ভক্তির উত্তেজনা।
অদেহে যাঁ দেহ ধ'রে,
ভক্তে প্রভুর সেবা করে,
কি সদ্গতি এর উপরে, রঘুজ জানেনা॥ ৮৫

যোগিয়া—তিওট।

মুক্তি বন্ধ্যা তায় ভক্তের আশা পুরবেনা।
সুধার আস্বাদন সুধা হ'য়ে পাবেনা॥
প্রভু মোর প্রিয়জন, তাঁহারেই প্রয়োজন,
সে ধনে ধনী হব কামনা।
পেলে হৃদয়ে ধ'রে, দেখবো নয়ন ভ'রে,
মাধুর্য্য আস্বাদিব বাসনা॥
তাঁর প্রেমে মত্ত হব, আত্মদিয়ে পূজিব,
আর কত সাধ কথায় আসেনা।
রঘুজের কামনা এই, তোমার সে কামনা নাই,
নিষ্কাম সকাম হৃদয় বোঝেনা॥ ৮৬

অষ্টম অধ্যায়।

বৃন্দাবন।

কীর্ত্তনীয় ভৈরবী—লোফা।

আগে গোবর্দ্ধন, ঘেরিয়াছে বন,
অমন সঘন নয়।
হেন শোভাময়, যেন মনে হয়,
প্রকৃতির এ আলয়॥
যেন চারি ভিতে, সোদরা সহিতে,
শোভা করিতেছে কেলি।
যেমন পিতায়, বেড়িয়া খেলায়,
ভগিনী ভগিনী মিলি॥
ধপ্ ধপ্ করে, পুলিননিয়রে,
যমুনার অঙ্গ ঢালা।
আঁচল পাতিয়া, যেন মা শুইয়া,
দেখে মেয়েদের খেলা॥
ফল ফুল ধরি, বৃক্ষ-লতা-সারি,
সেজেছে আপন প্রায়।
পশুপক্ষী সব, করি কলরব,
যেন কেনে বেচে তায়॥
রাম কৃষ্ণ আসি, বৃন্দাবনবাসী,
হইবে আগে কি জানি,
বিধি বিচারিয়ে, বাজার বসায়ে,
রাখিয়াছে অনুমানি॥
বৃন্দাবন শোভা, অতি মনোলোভা,
সুখী কৃষ্ণ বলরাম।
সঙ্গিগণ সনে, পুলিনে কাননে,
ক্রীড়া করে অবিশ্রাম॥ ৮৭

প্রাভাতিক।

বিভাস—কাওয়ালী

ভাব জগদীশ্বর জগতজীবন,
জগজ্জনকজননী জগৎপাতা।
জগতের ভারহারী, জগৎউজ্জ্বলকারী,
জগদ্বিহারী, জগদ্ব্যাপী, সংহর্ত্তা॥
জগদ্গুরু মান্য, জগৎশরণ্য,
জগৎশাস্তা, জগজ্জন-পরিত্রাতা॥
জগদ্বন্ধুবর, জগৎপূজ্যবর,
জগৎসর্ব্বস্ব, জগৎপরমাত্মা॥
জগতের প্রিয়জন, জগদ্দুর্ল্লভ ধন,
জগতের প্রার্থনীয়, প্রাপ্য, পূর্ণাত্মা।
রঘুজ উল্লাসে, হরিগুণ ভাসে,
হরি এই জগতের জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা॥ ৮৮

বৈতালিক।

ললিত—আড়া

উঠ উঠ ব্রজরাজ! ভানু আসিছে,
উদয়াচলে
স্তুতি পাঠে কলরব উঠেছে বিহগদলে

অবিলম্বে প্রভাকর, স্ফুরিবে গগণোপর,
সনাথ হ'য়ে খেচর, উপেক্ষিবে ভূমণ্ডলে
অতুল্য মাহাত্ম্য যাঁর, সবেনা তাঁর প্রভার,
তুচ্ছ কথা যার তার, তাই আমরা ডাকি
সকলে ॥
বাসনা এই একান্ত, না উদিতে দিনকান্ত
দেখে হোক খেচরে ভ্রান্ত,
কে কান্ত ব্রজমণ্ডলে ॥ ৮৯

যশোদার উক্ত প্রাভাতিক।

ললিত—আড়া।

এখনও উঠনাই গোপাল,
সারা হলো মাখন তোলা।
বেলা হ'লে সুতার যাবে,
এস এস খাও এইবেলা ॥
উঠেছে সব পাড়ার ছেলে,
শুনতে পাওনাই কোলাহলে,
শ্রীদাম ডাকছে সাঙ্গাত ব'লে,
উঠ বাপ্ হলো সকালা।
পীতধড়া খুলে গেছে,
মাথার চূড়া এলায়েছে,
পরায়ে দিই এস কাছে,
সেজে কুজে কর খেলা ॥
বাছুর গুলো আসছে ধেয়ে,
আদর কর ওদের নিয়ে,
আমিও মাই মাই দিয়ে,
বাসিকায় বুয়েছে মেলা।

নন্দের নিকট যশোদা-কর্ত্তৃক আশ্চর্য্য কথন

যোগিয়া ভৈরব—একতালা।

এস এস দেখ দেখ ব্রজেশ্বর,
কত কি দেখেছ ভুবন-ভিতর,
নীলমণি হেন পরমসুন্দর,
ছেলে মেয়ে কারও হয়নি কখন।
নীলরতনে কেবল জ্যোতিঃ,
এ নীলরতনে অশেষ স্ফূরতি,
যাই মনে ক'রে চাই এর প্রতি,
তাই এই, এই দেখেছি এখন ॥
চতুর্ভুজ হরি করিনু স্মরণ,
চেয়ে দেখি কোলে তাঁরই মতন,
ভাবিলাম শিব ভূতভাবন,
দেখিলাম কোলে করিয়া শয়ন।
বড় ইচ্ছা, করি কালী দরশন,
পেলাম কোলভরা হৃদয়ের ধন,
গণেশ দিনেশ চতুরানন,
একে একে দেখে জুড়াল নয়ন ॥
আর যা দেখেছি নহে বুঝাবার,
মুখের ভিতরে বাকি নাহি আর,
এ হেন বিশ্বের অনন্তব্যাপার,
সকলি হতেছে বাজীর মতন।
ডরাইয়া মরি ভাবিয়া স্বপন,
ছেলে কাঁদে শুনি বুঝি সচেতন,
থাকিলে নিকটে দেখিতে কেমন,
আবার দেখিলে ডাকিব তখন ॥ ৯১

একদিন কৃষ্ণ একঅঞ্জলি ধান্য দিয়া ফল-বিক্রয়িণীর নিকটে ফল ক্রয়করিলেন; ফল

বিক্রয়িণী কৃষ্ণের করদ্বয় ফলে পূর্ণ করিয়া দিল, তাহার ভাণ্ডও রত্নে পূর্ণ হইল, ইহা দেখিয়া কমলা কহিল।

ঝিঝিট—আড়া

কে গো ভাগ্যবতি! তুমি, ফলের কড়ায় ফল বেচিলে?
চেয়ে দেখ ছোটছেলে, কি দিতে কি মূল্য দিলে॥

আমিও দোকান পেতেছি,
এই ক্রেতায় বেচবো ভেবেছি,
প্রচুর ফল লয়ে এসেছি
এরি হাতে দিব ঢেলে
যে মূল্য দিলে তোমারে,
ওতো তুচ্ছ দেয় সবারে।
আমারেও বারে বারে, কত কি দিতে চাহিলে॥
এবার আর কিছুই লবনা,
বিনা মূল্যেও বেচিবনা,
এ ছেলে বড়ই সেয়ানা,
মন বোঝে মানুষ দেখিলে।
মন বুঝে কাছে না এলে,
উদ্দেশে ফল দিক ফেলে,
রঘুজের হৃদে আসিলে,
চরণ লব মাথায় তুলে॥ ৯২

বয়স্যের উক্তিতে কৃষ্ণের বালকত্বের পরিচয়।

বাউলের সুর—একতালা

আজি আয় বনমালি! তোর সঙ্গে খেলি, ধাওয়াধাই।
হারি জীতে বিচার ক'রবে বলাই॥
নিতুই কত খেলা খেলি, শেষে চুলোচুলী,
মিথ্যাবাদী বল হেরে হারিনাই।
সে দিন সুবলসহিতে, হারিলে কুস্তিতে,
একাএকী নয় দেখেছে সবাই॥
আপনি চড়ি পরের কাঁধে, পায় ধর ছেঁদে,
অন্তের বেলা কেন স'রে পড় ভাই?
কেহ গাছে যদি চড়ে, ফেল গাছ নেড়ে,
তোমারে ফেলিতে আমরা ডরাই॥
সবাই জল কেলি করে, তুমি ডুবাও ধ'রে,
আপনি ডুবে পলাও খুজিয়ে না পাই
অন্যের ফল চেয়ে খাও, চাইলে আঁটি দাও,
বড় চতুরালি তোমার কানাই॥
ছোট ছেলেরা তরাসে, কাছে নাহি আসে,
চিমৃটিয়ে কাঁদাও মায়া দয়া নাই।
এখন দাদার সাক্ষাতে, আমাদের সাথে,
খেল দেখি, দেখি হারি কি হারাই॥৯৩

সান্ধ্য আরাত্রিক সময়ে ভক্তের গীত।

পুরবী—একতালা

বৃন্দাবন চন্দ্রে নীলনলিনী-রূপ,
ঝলমল করে।
বাড়ায়েছে আরও শোভা অলঙ্কার,
চিকুরের চূড়া পীতাম্বরে॥
হাসিমাখামুখ অতি নিরমল,
বালকের স্বভাব চঞ্চল,
হেলিতে দুলিতে, ঘুরিতে ফিরিতে,
নূপুর বাজে চরণোপরে।
খাইতে খাইতে ক্ষীর সর ননী,
খেলিছেন নীলমণি,
এই লীলাময় প্রভুর স্বরূপ,
রঘুজ-হৃদয়ে নিয়ত বিহরে॥ ৯৪

নবম-অধ্যায়।

ক্রমে রাখালী করিবার সময় হইলে রাম ও কৃষ্ণ ছোট ছোট গো-বৎস লইয়া চরাইতে আরম্ভ করিলেন। একদিন রাম ও কৃষ্ণের গোষ্ঠ যাত্রা দর্শনার্থিগণ বলিতে লাগিলেন ?

লুম ঝিঝিট—একতাল্লা

ওহে দিবাকর, যাও যে সত্বর,
কৃষ্ণের গোষ্ঠ-যাত্রা দেখবেনা কি আর।
ব্যস্ত কি কারণ, হ'লে প্রয়োজন,
বিলম্ব এমন, হয়না কাহার ॥
পরবশ যেই, কি অসুখী সেই,
অনুরোধ রাখা, ঘটেনা তাহার।
সময়ের বশ, গতি-অনলস,
পূর্ব্বাহ্ণ ফুরাতে বেগ অনিবার ॥ ৯৫

গোষ্ঠকীর্ত্তন, রাখালদের উক্তি, ধুয়া
যথারাগ—তিওট

যশোদে দে তোর কানাইরে বিদায়,
বেলা হয় যাই গোচারণে বনে।
রাখালগণে গোপালসনে,
চেয়ে কানুর মুখ পানে,
দাঁড়ায়ে ঐ দেখগো, আয়গো,
বিলম্ব করোনা সাজাও ব্রজের রতনে ॥

যশোদার উক্তি,

খাদ।

ওরে বাছা এই সব দুধের গোপালে,
গোষ্ঠে দিয়ে ভয়ে কাঁপে মন।
কানু বই তোরা যাবিনে,
রয়না কানু তোদের বিনে;
অতিই যেতে দিইরে বনে,
নিতুই সারাদিনের মতন ॥

রাখালদের উক্তি।

চড়া।

আজি যেন বাধা দিওনা,
তবে আমরা কেউ যাবনা,
ধেনুগণ কবল ক'রবেনা কানুবিহনে।

কলি-যথারাগ—দশকোশী

যদি করগো কানুরে মানা,
সে অসুখ প্রাণে সবেনা,
সুধু আমরা নইগো অসুখী এতে।
তোর কানাইরে দেখিবার আশে,
কত লোক দাঁড়ায় পাশে,
আশা ভঙ্গে দুঃখ পাবে মনেতে ॥
(অসুখ দিতে নাই দিতে নাই) ওগো কারে মনে)

যথারাগ—লোফা

মা তোর কানু বিনে রইতে নারি।
এ ধন তোর যেমন তেমন সবারি ॥
নইকে ননীরপুত্তলি, বনে যেতে কি বলি,
ওরে না দেখলে যে ঝুরে মরি ॥
গোপাল, গোপালেও যে ভালবাসে।
ওরা খেতে খেতেও দেখে প্রতিগ্রাসে ॥
আমরা ঘুমা'য়ে থাকি কি মুদি আঁখি,
দেখি কানাইয়ে বাজাচ্ছে বাঁশী ॥
(ভালবাসার জিনিষ ! এমন আর তো কিছুই নাই)

যথারাগ—দোঠুকি

তুইতো জানিসনে যশোদে!
তোর এই কানাই যে আমাদের কেমন ধন
তেমন দারুনবনে, কেবল কানুর গুণে

আমরা দুঃখ ভাবিনে,
ও মুখ দেখলেই দুঃখ হয় নিবারণ ॥
যখন দূরে থাকি, ক্ষুধায় আঁধার দেখি,
কানু ব'লে ডাকি,
ক্ষুধা রয়না, যেন সুধার পাই আস্বাদন ॥
(শুধু সঙ্গী নয় কানু পরাণের পরাণ)

যথারাগ—লোফা

তোর কি ভয় হয় দিতে গোচারণে ?
বনে সদাই ভয় তাই ভেবে মনে ?
কিসের ভয় কারে, যে অসুরে মারে,
তার তরে ভয় তোর অকারণে।
(ওগো ওগো রাণী, মিছে করিসনে ভয়)

যথারাগ—লোফা

মাগো ! কিঞ্চিৎ বুঝা'য়ে মনে।
কৃষ্ণে যেতে বল, যাই গোচারণে ॥
কানু বাজাক বেণু, ধেনুর মাঝে,
কেমন শোভা হয় দেখগো নয়নে ॥

যশোদার উক্তি।

আলেয়া—কাটাদশকোশী

কপাল ভাল নয়, তাই ভয় হয়, মনে।
(গোচারণে কে নাঁ যায়রে)
(বিপদ হতেই আমার হয়রে)
(কত বিপদ হলো গেলো)
(কখন কি হয় কেবা জানে)

যথারাগ—একতালা

বাপ বলাইরে তুই বড় ছেলে,
হাত ধ'রে নে গোপালে,
ভরসা কেবল আমার তোরে।
বোঝেনা কেউ কোনরূপে,
প্রাণ দিলাম তোর হাতে স'পে,
শূন্যপ্রাণ রহিলাম রে অন্তরে ॥
(দেখিস রাখিস রে যতনে তোর ভাই বটে)

দেশ বরাড়ী—ঝাপতাল

দূরবনে যেওনা বাপরে,
শিশু সবে ভয় পাবে।
নিকটে নিকটে থেকো,
সঙ্কটে সংবাদ দিবে ॥
ছায়া দেখে বসো,
তপন তাপে তপ্ত হইওনারে।
এই নে নবনী ধররে,
খেও ক্ষুধা সইওনারে ॥
(যা বলিলাম ভুলনারে)

রাখালদের ব্যস্ততা—চড়া,

বেরুলো ওই কানাই বলাই,
চলরে চলরে সবাই,
কে এলো কে আসেনাই ভাই,
ডেকে নে সনে ॥ ৯৬

যশোদার উক্তি প্রার্থনা।

বাগেশ্বরী—আড়া

বনদেবি ! মাগো ভরসা তোমার দয়াতে।
দেখোমা রেখো যতনে, শরণাগতে ॥
অবোধ বালক সবারে,
সমর্পিলাম মা তোমারে,
রক্ষা করো দয়া ক'রে, সঙ্কট হ'তে। ৯৭

রাখালগণ বনে উপস্থিত হইলে, কংস প্রেরিত এক অসুর রাম ও কৃষ্ণকে মারিবার ইচ্ছায় বৎসদের মধ্যে মায়াবৎস হইয়া প্রবেশ করিল। কৃষ্ণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া

বিনাশ করিলে দ্বিতীয় অসুর বৃহৎ বকরূপ ধারণকরিয়া আসিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কল্পনা কহিল—

সিন্ধু—জং

যেজন হিংসা-প্রিয় তার কি, প্রাণও প্রিয় নয়!
ভালবাসা যার সনে, প্রাণাধিক সে নিশ্চয়॥
কিম্বা সবাই যাঁরে ডরে,
প্রাণও তারে ভয় করে,
কিম্বা তার জগৎ অপ্রিয়,
প্রাণতো জগৎ ছাড়া নয়।
দেখলি কৃষ্ণের বীরপনা,
যুদ্ধে তায় কেহই পারেনা,
বৎসাসুর এলো আর মলো,
বকাসুর তোর নাই কি ভয়? ৯৮

বকাসুরকেও বিনাশ করিয়া সে দিন কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দশম অধ্যায়।

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—একতালা

আজি ভোরে উঠি শ্যামরায়
কি জানি কি খেলা খেলিবার আশ,
সঙ্গিগণে ডাকি করিলা প্রকাশ,
"বিপিনে যাইয়া হবে প্রাতরাশ,
সঙ্গে না লব দাদায়" ॥
আছিল যে কিছু খাবার যাহার,
সাজাইয়া লয় ছোট ছোট ভার,
কাঁধে ভার, হাতে পাচনি সবার,
শিঙ্গা বেণু কক্ষতলে।
কেহ দুটি কেহ গুটি গুটি যায়,
বাছুরের পাল দড় বড়ি ধায়,
যদুপতি হ'য়ে দলপতি তায়,
বাঁশী বাজাইয়া চলে॥
বনে প্রবেশিয়া খেলা যুড়িদিল,
বুড়াবুড়ী খেলা খানিক খেলিল,
কেহ গাছে চড়ি দুলিতে লাগিল,
কেহ ছুটাছুটী করে।
কেহ বাঁদরের লেজ ধরি টানে,
কেহ তারই মত হয় তারই সনে,
মরাল সহিতে চলে কোন্ জনে,
কেহ ভেক-ভেক ধরে॥
কেহ পারে কিনা দেখিল চলিয়া,
উড্ডীন পক্ষীর ছায়া মাড়াইয়া,
কেহবা আপন ছায়ায় লইয়া,
খেলিতে হইল রত।
কেহ প্রতিধ্বনি প্রতি ধমকায়,
কেহ কোকিলের স্বরে ভেংচায়,
কেহ শিঙ্গা কেহ বাঁশরী বাজায়,
কেহ গায় ভৃঙ্গ মত॥ ৯৯

কল্পনার কবিত্ব

ছায়নট—আড়া

হেরি হরির বাল্য বিহার।
মনে হয় শিক্ষিত যেন পূর্ব্বসংস্কার?
মাতা, পিতা, পিতামহ, গুরু, ইষ্ট, সবই স্নেহ
এই ভাবে অহরহ থাকা যায়না আর।
যখন বিরক্তি ধরে,
হয়তো আসি এমনি ক'রে,
অকপট ছেলের ভিতরে, খেলেন বার বার॥
মূর্ত্তিমান হ'য়ে এবার,
প্রয়োজন দেখা দেবার,

নতুবা সাক্ষী সবাকার, সঙ্গে এ প্রকার?
যাঁহার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়,
মায়া রূপই পরমধেয়,
তিনি যার স্পর্শনীয়
কি ভাগ্য তাহার॥ ১০০

কীর্ত্তনীয় মালব—একতালা।

কৃষ্ণসখাগণে, হরষিতমনে,
নাচিছে খেলিছে যেথা।
তাদের নিয়তি, তাদের সংহতি,
খেলিতে আইল সেথা॥
নিদারুণ ক্রূর, নাম অঘাসুর,
গ্রাসিতে রাখালদলে।
পর্ব্বত-আকৃতি, সর্পের মূরতি,
ধরি আসে সেই স্থলে॥
দেখি সর্পাকার, রাখাল সবার,
ভ্রান্তি উপজিল এই।
ধরি সর্পাকার, হলো অবতার,
এ বনদেবতা সেই॥
এ, কি আমা সবে, খাইয়া ফেলিবে?
আমরা তো মরিব না।
যে কেহ হিংসিবে, কৃষ্ণ বিনাশিবে,
মোদের নাহি ভাবনা॥
এই কথা কহি, কৃষ্ণ-মুখ চাহি,
হাসিয়া যত বালকে।
করতালি দিয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
প্রবেশে সর্পের মুখে॥ ১০১

কল্পনার অনুমান।

বসন্তবাহার—তেতালা।

কৃষ্ণ! বুঝাগেল ইচ্ছা নয় তোমার।
আপনি অন্যথা কর নিয়তি-ব্যাপার॥
দাঁড়ায়ে সব দেখিলে,
অসুর গ্রাসে গোপালে,
তবু তারে উপেক্ষিলে, কারণ কি তার?
ভবিতব্য যার যাহা,
সুফল হউক তাহা,
অথবা তোমার ইহা, পোষক ইচ্ছার॥
এদের শরীর সব,
নূতন করিয়া লব,
যাদের সহ-ভোজী হব, শুদ্ধি চাই সবার॥ ১০২

অঘাসুর বধ।

কানাংড়া—কাওয়ালী

ভাগ্যমৃত্যু উভয়েরই রাখিয়া সম্মান।
স্বজনে বাঁচায়ে কৃষ্ণ হরিলেন অসুরের প্রাণ।
অসুরে যে তেজ ছিল,
কৃষ্ণ চরণে মিশিল,
ফিরে এলো মৃতসঙ্গিগণের পরাণ;
আনন্দেতে দেববৃন্দ পূজে ভগবান।
শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতকর্ম্মা
দেখিয়া বিস্মিত ব্রহ্মা,
ইচ্ছিলা করিতে কৃষ্ণের গূঢ়তত্ত্বানু-
সন্ধান॥ ১০৩

কল্পনার বিশ্বাস।

আলেয়া—তেতালা

মন! দেখিলে কি অদ্ভুত হলো ঘটন।
অঘাসুরমোচন॥
ভগবানের সারূপ্য, অসাধুর নহেতো প্রাপ্য
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হয় অসাধ্য সাধন।
প্রহ্লাদাদিভক্তগণের হৃদয়ে
যে প্রভুর কল্পিতমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়ে,

প্রদান করেছে পরমাগতি,
অন্যভক্তেও তাতেই করে ভকতি,
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ,
হলেন যার দেহে প্রবিষ্ট,
সে কেননা মুক্ত হবে পবিত্র সেজন? ১০৪

একাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মার মোহ।

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—লোফা

অসুরের অসু বিনাশি অসুর-নাশন।
বিশ্রাম করিতে বইসে ল'য়ে সঙ্গিগণ॥
ধরা রেখেছিল পাতি তৃণ-আস্তরণ।
কলরবে স্তুতি করে যত পক্ষীগণ॥
নম্রশাখী নম্র হ'য়ে করিল প্রণাম।
বীজন করিল বায়ু বহি অবিরাম॥
কৃষ্ণে বেড়ি সভা করি বসে বালদল।
শোভিল কর্ণিকাবেড়া যেন নীলোৎপল॥
ভোজনে প্রবৃত্ত হয় সকলে উল্লাসে।
দেখিতে লাগিলা ব্রহ্মা থাকিয়া আকাশে॥
যে দ্রব্য যায় মিষ্ট লাগে খাইতে খাইতে।
সেই তাই কৃষ্ণের মুখে তুলি দেয় চাখিতে॥
কেশবের অধরামৃত যে খায় যখন।
সেই বলে হেন মিষ্ট খাই নাই কখন॥
ব্রহ্মার হইল ভ্রম দেখি এ ব্যাপার।
রাখালের উচ্ছিষ্টভোগী হরি কি আমার? ১০৫

কল্পনার জিজ্ঞাসা।

সিন্ধু—জৎ

এ কি রঙ্গ! হে ত্রিভঙ্গ ক'রছ আসি বৃন্দাবনে?
ছেড়ে গোলক, হ'য়ে বালক,
খেলতে সাধ হয়েছে মনে?
ধ্যানে পাইনা দেখছে লোকে,
সাড়া পাইনা নিচ্ছ ডেকে,
চরণ ধুলা দাওনা কাকে,
কাঁধে করছ সঙ্গীজনে?
আমরা পঞ্চামৃত-ভোজন,
উদ্দেশে করি নিবেদন,
এখন একি মধুসূদন,
পংক্তিভোজন রাখালসনে?
জগৎপালক বাছুর চরাও,
কেন চরাও কও বা না কও,
জানি তুমি লোককে শিখাও,
এতেও শিক্ষা দাও ভুবনে।
অজ্ঞে করে পশুর আচার,
তাই কৌশলে কর প্রচার,
অবোধ পশুর পালনের ভার,
লয়েছি আমি এক্ষণে॥ ১০

গোষ্ঠকীর্ত্তন—খাম্বাজ মধ্যমান—ধুয়া

রাখালসাজে, রাখালমাঝে,
বিপিনে বিরাজে গোলোকবিহারী
সত্য মিথ্যা সন্দেহেতে,
বিধি হ'য়ে ভ্রান্ত অন্তরেতে,
ক'রলেন আগমন;
পরীক্ষিতে ব্রজে যথায় বংশীধারী॥

খাদ

দেখে ঘিরিয়ে বসেছে রাখালগণে।
হাস্যবদন শ্যাম মধ্যস্থানে ॥
শীতল-ছায়া-তরু-বনে।
একত্রেতে মিলি সবাই নিযুক্ত ভোজনে ॥

চড়া

বিধাতা আপন গোপন ক'রে,
কৌতুকী হইয়ে অন্তরে,
নিরখয়ে, কৃষ্ণের প্রীতি, কিরূপ রাখালসনে।

কলি যথারাগ—লোফা

খেতে খেতে মিষ্টলাগে, যাহা রসনায়।
পরস্পর মুখে দিয়ে প্রেমানন্দ পায় ॥
দ্বিধা ভাব নাহি কারো, মনেতে জ্ঞানেতে।
কৃষ্ণে ভালবাসে সবাই হৃদয় সহিতে ॥

যথারাগ—দোঠুকি

করি সেই ভাব দরশন,
ব্রহ্মা কি ভাবিয়া ছলনা করিল।
থাকি অলক্ষ্যেতে, দূর হ'তে,
গোষ্ঠের বৎস সকল হরিল ॥

যথারাগ—দোঠুকি

খেতে খেতে আচম্বিতে,
গোধন না দেখিয়া সবে বলে কৃষ্ণ-প্রতি।
ঐ যাওরে গোপাল কোথায় গোপাল
কর অন্বেষণ দ্রুতগতি।
গোধন খুঁজিতে কৃষ্ণ চলিল,
রহিল সহচরগণ, বিধাতা তখন,
সবায় বিমোহিয়ে হরিল।

যথারাগ—ঠুংরি

কৃষ্ণ দ্রুতগতি গিয়ে, সারাবন খুজিয়ে
পাইলনা গোধনগণ।
যেথায় সহচর ছিল, তথায় উত্তরিল,
সেথা নাই বুঝিল কারণ ॥ ১০৭

পূরজ—তিওট

কি অদ্ভুত-লীলা করেন নন্দ-নন্দন।
অদ্ভুত কার্য্য কৃষ্ণের অদ্ভুত প্রয়োজন ॥
করিতে ইষ্টসাধন, সৃজিলেন মায়া এমন,
যে মায়ায় ভ্রান্ত হলো বিধাতার মন।
যেন ভবিতব্যের শাসন,
জানিনা করি পালন,
চক্রির চক্রেতে ব্রহ্মা হরে গোপাল গোধন ॥
কত গো গোপী গোপগণ, কৃষ্ণের স্নেহে মগন,
ব্রজে ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর মতন।
তাদের বাঞ্ছা পুরাবার তরে,
কৃষ্ণ এই অবসরে,
তাদের সন্তানগণের স্বরূপ করলেন ধারণ॥ ১০৮

মুলতান—আড়া

ব্রজে যেন ব্রহ্মজ্ঞানের পাঠশালা
খুলেছেন হরি।
শিখাচ্ছেন পরমতত্ত্ব কি কৌশলে আহা মরি॥
আনুগত্যে হয় কেমনে,
আত্মীয়তা আত্মার সনে,
ভক্ত্যাদি কেন হয় মনে,
ব্রজময় আদর্শ তারি।
আপনি গো গোপের ছেলে,
আপনি খেলায় আপনি খেলে,
আপনায় ল'য়ে গোষ্ঠে চলে,
এ জগৎ স্বরূপ তাঁরি ॥
কেন আত্মপর ভেদ নাই,
কৃষ্ণে ভালবাসে সবাই,
নকল জগৎ আসল কানাই,
আসল পেয়েই সুখ সবারি
গো গোপ গোপী কৃষ্ণে দেখি,

ধায় কোলের ছেলে রাখি,
আত্মার সাক্ষাৎকার না কি,
জীবাত্মার লোভ ভারি ?
ব্রহ্মার ভ্রান্তি উপজিল,
এতে এই প্রকাশ হলো,
অভিমান রহে কেবল,
মান্যের অপেক্ষা করি।
ব্রহ্মা দেখলেন সবই কৃষ্ণ,
পাইলেন জ্ঞান উৎকৃষ্ট,
বুঝলেন স্রষ্টা কেবা সৃষ্ট,
তিনি কি কি বা মুরারি॥ ১০৯

গোবৎস ও রাখালদিগকে কৃষ্ণস্বরূপ দেখিয়া সন্দেহপ্রযুক্ত কৃষ্ণের প্রতি বলরামের উক্তি।

ঝিঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান

বল বল শুনি, নীলমণি, কেন হয় এমন!
রাখালবৎসপ্রতি প্রীতি হতেছে,
হয় তোমায় যেমন ?
আমিতো জানিতাম তখন,
দেবাংশ এই রাখালগণ,
ঋষিঅংশ বৎস গোধন,
তাতো নয় দেখতেছি এখন ?
ভেদের আশ্রয় বস্তুগণে,
অভেদ হইল কেমনে,
বাহ্যান্তর প্রতিজীবনে,
তোমারেই করি দরশন ? ১১০

কৃষ্ণ ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক সবিশেষ বৃত্তান্ত বলরামকে বুঝাইয়া বলিলেন।

ব্রহ্মার মোহনাশ।

কীর্ত্তনীয় গান্ধার—রূপক

মর্ত্ত্য সম্বৎসর, হইল অন্তর,
ত্রুটি মাত্র ব্রাহ্মকালে।
আইলা বিধাতা, লইতে বারতা
কি করে ব্রজগোপালে॥
করি দরশন, গোপাল গোধন,
তেমনি তেমনি সব।
বাড়িল বিস্ময়, মনে মনে কয়,
একি একি অসম্ভব!!
গোপাল গোধন, করিয়া হরণ,
রাখিছিলা যেই খানে।
দেখিলা যাইয়া, মোহিত হইয়া,
তাহারা আছে সেখানে॥
ভাবে পিতামহ, "এ বড় সন্দেহ,
সেহ এহ সমতুল।
কেবা অপ্রকৃত, কেইবা প্রকৃত,
বুঝিতে লাগিছে ভুল॥"
মোহিতে মোহিনী, মোহিত আপনি,
সকামের পরিণাম।
তরলে পড়িয়া, কঠিন ডুবিয়া,
হারায় আপন নাম॥
আকাশের গায়, যে জল ছিটায়,
আপনি ভিজিয়া মরে।
পরাণ ধরিতে, ফিকির করিতে,
সার হয় কাঁটা ধরে॥
আজি পদ্মযোনি, আপনাআপনি,
পড়িলা আপনফাঁদে।
কুয়াসার আঁখি, অন্ধকারে রাখি,
আত্ম-হারা যেন কাঁদে॥
খদ্যোতের আলো, রজনীতে ভাল

দিবসে কিছুই নয়।
লঘুর লঘিমা, বড়র মহিমা,
দেখি জড়বড় হয়॥ ১১১

আশ্চর্য্য দর্শনে ব্রহ্মার মূর্চ্ছা।

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—লোফা

নহে সে গোবৎস রাখাল, সব নারায়ণ।
পাচনি, বাঁশরী, শৃঙ্গ, সেও জনার্দ্দন॥
ক্ষীর শর ননীআদি খাদ্য সমুদয়॥
ভোজনপাত্র শিক্য ভাণ্ড, তাও বিষ্ণুময়॥
বৈষ্ণবী-মহিমাশক্তিসহ, তত্ত্বগণ।
প্রত্যেকেরই পারিষদ, হয় দরশন॥
কালাদি হ'য়ে মূর্ত্তিমান, পূজিছে পৃথক।
চরাচর পৃথক পৃথক, সবারই পূজক॥
এ দৃশ্য দেখি বিধাতা, হইয়া অধর!
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, বাহনউপর॥ ১১২

ব্রহ্মার সচেতন-স্বপ্ন।

কীর্ত্তনীয় মল্লার—একতালা

আর সে দৃশ্য নাহি তথায়,
দেখিলা প্রাসাদ, সূরজ-কিরণ,
ছেপেছে নিজপ্রভায়॥
এ কার নিলয়? এ তো নহে ব্রজ,
কি আছে এর মাঝারে।
দেখিবার আশে, আসিয়া বিধাতা
উত্তরিলা পুরদ্বারে॥
সে দ্বারের দ্বারী, দশমুখ তার,
চতুর্ম্মুখে দেখি কয়।
কে তুমি কি কর, কোথায় বসতি
কহ কহ পরিচয়?

বিধাতা কহিলা, আমি সে বিধাতা,
শুনিয়া সে কহে হাসি।
চতুর্ম্মুখ ধাতা, তোমার জগৎ,
অতি ক্ষুদ্র হেন বাসি॥
আমি দশমুখ, ধাতার অধম,
ভাবিয়া সরমে মরি।
তোমারে দেখিয়া, সুখী হইলাম,
ঘুচিল সরম ভারি॥
দ্বিতীয় তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম,
ষষ্ঠ সপ্তম দ্বারে।
দেখিলা বিধাতা, ক্রমে বহুমুখ,
দ্বারী হাসে দেখি তাঁরে॥
ইহারাও ধাতা, ক্রমোচ্চ জগতে,
কি জানি জগৎ কত!
ইহাই ভাবিয়া, বিধির সঞ্চিত,
অভিমান হলো হত॥
দ্বার ফুরাইল, দেখিলা বিধাতা,
সেই গোষ্ঠে বংশীধারী।
পূর্ব্বের মতন, বৎস অন্বেষয়,
করে খাদ্য-গ্রাস ধরি॥ ১১৩

কল্পনা কর্ত্তৃক মর্ম্মোদ্ভেদ।

পরজ—ঝাঁপতাল

বুঝিলাম বুঝালে কৃষ্ণ পরাশক্তি কি
তোমার!
অব্যক্ত, সুব্যক্ত, অস্ব্যক্ত, অস্ফুট, আকার॥
অক্ষর শব্দের ভেদ,
রূঢ়ি যৌগিকের ভেদ,
যোগরূঢ়ি শক্তি, বাক্য ভেদের ন্যায়,
বিজ্ঞান তার।

রত্ন কাচ,কাঞ্চনাদিতে,
জ্যোতির স্ফূর্ত্তি হয় যেমতে,
ব্রহ্মাদিক্ষুদ্রজীবে, সেই প্রভেদে শক্তি সঞ্চার ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অভেদপরমেশ্বর,
এতেও প্রভেদে করে, প্রভুত্ব শক্তির ব্যাপার
কীট হ'তে ক্রমে ব্রহ্মে, উঠিতে যে শক্তি জন্মে,
সে শক্তির উপর না গেলে,
তোমার নাগাল পাওয়া ভার ॥ ১১৪

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মাকৃত স্তব।

ভীমপলশ্রী—একতালা

প্রভো সারাৎসার! কিকথা বলিয়ে,
করিব তোমার স্তবন।
কথা নাই যাতে পাই, তোমার বিশেষ বিশেষণ ॥
কারেও বাড়া'য়ে বর্ণিলে স্তব করাহয়,
তোমার বড় কিছুই নাই;
তুমি পরাৎপরতর, তোমার স্বরূপ নাহি আর তোমা বই;
তোমার তত্ত্বও জানিনা,জানিলে বলিতাম,
তুমি সেই নিরঞ্জন।
তোমার মহিমা এত যে, তার সীমা কেহ,
পায়না,পাওয়া না যায়;
পরমাণু গুণতে শক্য, কিন্তু নহি শক্য,
তব গুণ গণনায়;
তোমার স্বরূপ, তুমি বুঝালেও হয়না মনে ধারণ ॥ ১১৫

বাহার বাগেশ্বরী—একতালা

তোমার এই যে রূপ, এ কিরূপ নাই তুলন।
(হে প্রভো)
তবু হয় ধ্যান, দরশন, পরশন ॥
এ যে শুদ্ধসত্ত্বগুণ-সঙ্কলিত, নহে ভূত-নির্ম্মিত,
এর মহিমা কি পায় মন!
এ রূপ ধ্যানে ঘোচে এ ভববন্ধন,
ইহারই এমন গুণ,
এতে তুমি কি তা হয় কি ধারণ? ১১৬

ইমন ভূপালী—একতালা

ভাবিনা সংসারে বিমুক্তির তরে, তোমার কৃপায়।
হলেও দুর্জ্জেয় মহিমা তোমার,
তোমার রূপে গুণে প্রীতি আছে যার,
দুর্জ্জয় তোমারে জয় ক'রে সে যে পাইবে তোমায়।
সে তো বিফল তুষ নাহি পেষে,
ক্লেশ করেনা, জ্ঞান-অভিলাষে,
তোমার ভক্ত তোমায় নির্ভর ক'রে,
প'ড়ে তব পায় ॥ ১১৭

লুমঝিঁঝিট

তোমায় জানি না জানি,
তোমার মহিমা জানি।
তোমায় ভক্তি ক'রে লোকে হয়েছে জ্ঞানী
করি আত্ম-সমর্পণ, ল'য়ে তোমার শরণ.
পেয়ে আত্ম-দরশন,
তোমার মতন হয় গুনি।
যোগে জ্ঞান না হ'লে,তোমায় ভক্তি করিলে
জ্ঞান চক্ষু খোলে, হয় মুক্তি তখনি ॥ ১১৮

ভীমপলশ্রী—ঝং

অতিদুর্ল্লভ তুমি সুলভ নহ কাহার।
অনেক সাধনায় হে;
হ'লে নিরালম্বহৃদয়, করাও সাক্ষাৎকার॥
তথাপি তোমার কৃপার,
ভরসায় নির্ভর যাহার,
অবারিত কর্ম্মফল ভুগিয়াও অনিবার,
তারে মেলেই মেলে কোন কালে,
মুক্তির অধিকার॥ ১১৯

ক্ষমা প্রার্থনা।

বাগেশ্বরী—একতালা

প্রভো! ক্ষম অপরাধ।
করলাম স্বদোষে সঞ্চয়, বিরোধ-বিষাদ॥
আগুনের শিখা আগুনে পোড়া'তে,
পারেনা নাভেবে মরি সরমেতে,
জন্ম রজোগুণে, কর্ত্তৃত্বাভিমানে,
গর্ব্বেতে সাধিল বাদ।
যেন প্রতিকূল গ্রহ, দারুণ সন্দেহ,
সহসা হইল উদয়;
ভাবলাম ঐশিকপ্রভাব,
তোমার আবির্ভাব,
স্বয়ং ঈশ্বর বুঝি তুমি নয়;
নাজানালে প্রভু, চেনা যায় কি কভু,
দেখেছি কি স্বরূপ অরূপে বিভু;
সন্দেহ অসত্য, মিলাইল তথ্য,
সার্থক করি বিবাদ॥ ১২০

তোড়ী ভৈরবী—একতালা

একি নহে অদ্ভুত?
রাখালসনে ব্রজে বৎস চরাবেন কেশব!!
যাঁর রোমকূপে অণুর স্বরূপে,
খেলায় জগৎসব।
তিনি এ জগতে, খেলিছেন এমতে,
হয় কি অনুভব?
যাঁর জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ, ভানু দীপ্তঅঙ্গ,
যাঁর এত বিভব।
তিনি কংসভয়ে ভীত, ব্রজে লুকায়িত,
বুঝবো কি মাধব? ১২১

খট—ঝং

হরি তুমি আপনার মায়ায়,
আপনারে ঢেকে রেখেছ!
সহজে চেনা দেবেনা, তাই এ অচলভাব
ধরেছ?
সেদিন দেখালে যশোদায়,
উদরে জগৎ সমুদায়,
সেখানেও দেখেছে তোমায়,
বাহিরেও তাই দেখাইতেছ।
আপনউদরে আপনি,
দৃশ্য দর্পণ দুই আপনি,
এইতো দেখাইলে এখনি,
আপনিই সকল হয়েছ॥
কি কাণ্ডে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড,
এও ভাণ্ডতে গড়তে একদণ্ড,
মায়া বই এ কিসের কাণ্ড?
স্বপ্ন সাক্ষাৎ এক ক'রেছ॥ ১২২

কালাংড়া—আড়া

হরিহে! তুমি পুরাতন।
দেখাও যেন নিত্য নূতন,
কেনহে দুর্জ্ঞেয় এমন?

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ,
তাহাতে নাই কোন রূপ
ত্রিগুণে ত্রিমূর্ত্তি ধরি কর সৃষ্টি স্থিতি হরণ।
অসতে প্রকাশ কর, সংহারি আপনি ধর,
তথাপিচ সৎ তুমি অসতের নাহি নিদর্শন॥
আত্মাতেই তোমার আভাস,
আবার এই হতেছ প্রকাশ,
অথচ দুষ্প্রাপ্য দুরারাধ্য,
অত্যাশ্চর্য্য কেমন!
যাঁর হৃদয়ে উদিত হও,
এ জগৎ তায় মিথ্যা দেখাও,
অন্যে হয় ভাবিয়া আকুল,
কি জানি সে কিরূপ ঘটন॥
জগৎ ব্যাপার নিত্য হয়,
কাহারই জন্য নয়,
কিন্তু এ জগতে দেখি,
সবারই সমান প্রয়োজন।
অফুরন জগৎকর্ম্ম, তবু তুমি নিষ্কর্ম্ম,
তোমার তত্ত্বের তথ্য ভেবে, সারা হয় দুর্ব্বল
এ মন॥ ১২৩

এই অবসরে কল্পনার এক কথা।

মল্লার—আড়া

প্রভো! দোষ কি তাহার?
বিমুগ্ধ করেছ যারে মায়াহি তোমার॥
মায়ার খেলনা প্রায়, স্বাধীনতা নাহি তায়,
কি দুখ অধীনতায়, সে জানে হয় যার।
সংসার চালাবার তরে, রেখেছ কৌশল ক'রে,
পতঙ্গ যে পুড়ে মরে, এ কেমন বিচার?
এ সংসারে কি প্রয়োজন?
অথবা থাকুক প্রয়োজন,
ছেলে কাঁদায় মা, নাই শাসন,
ঔদাস্য পিতার।
কাণ্ড ভেবে এই বুঝা যায়,
আপনি বদ্ধ আপনমায়ায়,
যেমন করে গুটিপোকায়, বন্ধন আপনার॥
গুটিপোকাও পলাইয়ে যায়,
জীবাত্মাও ক্রমে ত্রাণ পায়,
চুম্বকের আকরে লোহায়,
টেনে লয় আবার।
রঘুজ কি বদ্ধ এমন, চলেনা চুম্বকাকর্ষণ,
পঙ্গুর হ'লে কূপে পতন,
তোলা এতই ভার? ১২৪

ব্রহ্মার অভিলাষ।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়া

কৃষ্ণ! তুমি প্রিয়দরশন।
দেখে আর ছাড়িয়া যেতে, চাহেনা নয়ন॥
বাসনা কেবল এখন, হৃদে ধরি দুটীচরণ,
সদেহে সাযুজ্যসুখ, করি আস্বাদন।
পরশে পরমভোগ, এ ভাগ্যে নাহি সুযোগ,
হতেছে সেই আকিঞ্চনে, লোলুপ এ মন॥ ১২৫

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান

কৃষ্ণ! তোমার করুণা, কি জানি কেমন।
অখিল ভ'রে সুখ দিতে কেবা জানে এমন॥
ব্রজের গোপী, গাভীকুলে,
বড় ভালবাসে ব'লে,
তাদের স্তন্য পানকরিতে,
হইয়ে তাঁদের নন্দন।
এই লীলা করবে ব'লে, রাখাল বৎস সরাইলে
মোহিয়া আমায় করিলে, গুপ্তনিযোজ্য
কারণ॥

তৃপ্ত করিতে তোমারে, যজ্ঞগণ নাহি পারে,
স্তন্য দিয়ে তৃপ্ত করে, ব্রজে যশোদা এখন।
আনন্দস্বরূপ আসি, আনন্দ দিতেছ হাসি
কি ভাগ্যবান ব্রজবাসী, যারা তোমার
প্রিয়জন॥ ১২৬

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান

জানি.কে বা নাজানে ঈর্ষা ভাল নয়।
কিন্তু ব্রজবাসির ভাগ্য, দেখে কার না ঈর্ষা
হয়?

করেছ জগতের স্বামী,
তবু যার প্রত্যাশী আমি,
যার জন্য ভক্তেও সকামী,
তারই উৎসব ব্রজময়।
অতিদুর্লভ তোমার চরণ,
তুমিই ব্রজের সর্ব্বস্বধন,
যেন এদের ইহজীবন,
তোমারই দেহ নিশ্চয়।
ইহকালে আত্ম দিলে,
আর কি দিবে পরকালে,
কি ফল রেখেছ তুলে,
তুমিই জান দয়াময়! ১২৭

লুম্ খাম্বাজ—মধ্যমান

আমার মনের কথা সকলি খুলে তোমায় কই।
বাপের কাছে লোভী ব'লে নিন্দার ডরে ভীত
নই॥

তোমার যে কত বিভব,
জানিতে পারিনাই সব,
তা ব'লে বঞ্চিত হব, এ বঞ্চনা সহে কই?
আমি তোমার প্রথম ছেলে,
আমারে কভু না দিলে,
ব্রজের মাথায় চরণ দিলে,
সদাই এই দুঃখেতে রই॥
পুতনাদি শত্রু ছিল, ব্রজে আসাতে তরিল
রাখালগণে সঙ্গী হলো, আমি কি নৈরাশ্য সই।
এই বর দাও কৃপা ক'রে,
এই জন্মেই কি জন্মান্তরে,
যেন হে দুদিনের তরে,
ব্রজের কোন কিছু হই॥ ১২৮

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—লোফা

সবারই সব তুমি, তুমিই সেই সবের ভাণ্ডার
জানি অপেক্ষা করনা, কারও প্রার্থনার॥
বিতরণের ভার আছে, তোমার করুণার।
করুণা কি না দেয়, যেন আপনি পাই পাবার।
সময়ে যেমন জন্মে, স্তন্য মাতার।
তেমতি সাধকের মনে, ভক্ত্যাদির সঞ্চার।
নইলে কি পেয়েছি তোমার, প্রেমের
অধিকার?
প্রেম পেয়েছি প্রিয় পাব, ক্রমতো আশার॥
সে ক্রম আসিবে কবে, খুলবে হৃদের দ্বার।
প্রাণের প্রিয় প্রাণের সনে, হবে একাকার॥
তোমার তরে মন আমার, ব্যাকুল এ প্রকার;
চুম্বকে চাহিয়া যেমন, দশা হয় লোহার॥
প্রেমিকের আসঙ্গলিপ্সা, কেমন ব্যাপার।
নদীর ভাব সাগর জানেনা, তুমি প্রেম
অপার॥
যদিও ভরসা আছে, তোমার করুণার।
তথাপি রঘুজের মনের, আগ্রহ দুর্ব্বার॥
শিশু যেমন বুঝতে পেরেও, কি স্নেহ মাতার
আগ্রহে অনুরোধ করে, তাঁরেই
বারম্বার॥ ১২৯

অনন্তর ব্রহ্মা প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মায়ামুগ্ধ হৃত বৎস ও রাখালদিগকে আনাইয়া পূর্ব্ববৎ ভোজনসমাজসমীপে যেন এই এখনি বৎসসকল ফিরাইয়া আনিতেছেন এইভাবে উপস্থিত হইলেন।

মায়ার প্রভাব বর্ণন।

মল্লার—একতালা

মায়ার প্রভাব ভেবে দেখ মন।
এ মায়াবন্ধন এড়াব কেমনে।
সম্বৎসর গত কিন্তু অবগত,
হইতে দিলেনা মুগ্ধ রাখালগণে॥
যেমন জল, বেগ হয় যদি রোধ,
কিঁ হলো কিছুই নাহি তার বোধ,
পথ খুলে গেল আবার চলিল,
তেমনি ভাব এখানে।
স্বপন দেখিতে সুষুপ্তি আইল,
সুষুপ্তি ঘুচিতে স্বপন ফিরিল,
পরবশ মন কিছু বুঝিলনা,
যেন দিবারাত্রি কাটায় অন্ধজনে।
মায়ারই মোহেতে ঘুমায় জগৎ,
নতুবা কেনবা সহিব আপৎ
জাগিব যখন হইবে তখন,
গতানুশোচনা মনে।
পরের অধিকারে কাঁপরে পড়েছি,
আপনার দেশ ভুলিয়া রয়েছি,
আত্মবিস্মৃত আপনাবঞ্চিত,
মর্ম্মে মরেও আছি স্বচ্ছন্দজীবনে॥
অবোধ শিশু খেলে আপনাআপনি,
গৃহ কাষ সারিয়া জননী,
আসি কোলে নিল, ছেলে কি বুঝিল,
ছিলনা মা এখানে?
তেমনি সম্বৎসর গোঁয়ালো গোপাল,
সঙ্গিগণে ভাবে যেন ক্ষণকাল,
হাতে গ্রাস ধরি আসে বংশীধারী,
তাহারা অপেক্ষা করিছে সেখানে॥১৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গোষ্ঠ কীর্ত্তন ঝিঁঝিট, তিওট—ধুয়া

যশোদা-নন্দন গোচারণে, যায়রে,
আয়রে রাখালগণ।
শ্রীদাম্ আয়রে, সুদাম আয়রে, ঐ ঐ যায়রে
শ্যামলী ধবলী ধেনু সবে ধায়রে,
একবার দাঁড়ারে ভাই ওভাই কানাই,
ব'লে ধায় সঙ্গীজন॥

খাদ

হাসি মুখে, সুখিমনের সুখে,
রোহিণী কয় ওগো যশোদে!
দেখি দেখি আ'জ,
কানাই বলাই সেজেছে সাজ,
জুড়ায় আঁখি আহা ম'রেযাই গো,
কত শোভা করে মুখচাঁদে॥

চড়া

যশোদা কয় রোহিণি! কাল ধল দুটীমণি
নিতুই যায় এমনি, দেখে সুখ হয় গো।
আজি কেন কেঁদে উঠছে মন?

কথা রাগ—লোফা

কা'ল দেখেছি স্বপনে হেন,
কালিদহে কৃষ্ণ যেন,
ডুবেছে কাঁদিছে ব্রজবাসী।

সেই হ'তে কাঁদে মন,
বোঝেনা এযে স্বপন,
হয়েছে যেমন গো উদাসী ॥
(ভয়ে বাঁচিনে বাঁচিনে) কুস্বপন দেখে)
যথারাগ—ধরা
আহিরি কেন বিধি করিল গো।
(দিই গোচারণে এমন ধনে গো)
(এ হেন ননীর পুতুল গো)
যথারাগ—কাটাদশকোশী
আর কারও মা এ কি পারে ?
(বল'দেখিগো আমা বই)
(পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে)
(গোঠে দিতে দুধের ছেলে)
যথারাগ—বড়দশকোশী
কত পুজে কাত্যায়নী,
পেয়েছি এই নীলমণি গো।
জানতো সকলি দিদি রোহিণি ॥
য ধন পেয়েছি আমি, হয়েছি নিষ্কামী গো।
কিন্তু যদি বাঁচান অন্তর্যামী ॥
যমন যতনের ধন, কৈ তেমন যতন গো।
দুঃখের কপাল তাই যায় গহন ॥
যথারাগ—লোফা
আমার এই ভয় হয় মনে।
যদি ফিরে না পাই সেই ধনে গো ॥
আমার আর নাই আর হবেনা গো,
তবে কি হবে ভেবে মরি প্রাণে গো ॥
যথারাগ—একতালা
শুনি সঙ্গিনীগণ, বলে কি কারণ,
অমঙ্গল কর ভাবনা ?
বিধি নহেতো কুজন, দরিদ্রেরে ধন,
দিয়ে কভু কেড়ে লবেনা ॥
সেতো জানে মনেমনে, এই বৃন্দাবনে,
সবে কৃষ্ণ-গত-প্রাণা।
বিধি অবিধি করিত, তখনি লইত,
যবে এসেছিল পূতনা ॥
যথারাগ—দোঠুকি—কিম্বা কাওয়ালী
এখন চল চল চঞ্চল, সে চঞ্চল চঞ্চল,
চল বলি যদি চলি আসে।
চলিবে আঁচল ধরি, মা চল আঁচলভরি,
খেতে দেগো চাহিবে উল্লাসে ॥
তখন পাবেনাগো অবসর,
ক্ষীরে সর, ক্ষীর সর,
স্বতন্তর করগো সত্বর।
থাকে যদি ভাণ্ড ননী, তুলিয়ে রাখ এখনি
বিনা ননী চাহেনা সে সর ॥ ১৩১

রামকৃষ্ণ-সমাগমে গহন।

যোগিয়া ভৈরব—একতালা
বৃন্দাবন যেন সচেতন,
সচেতন তাও নহে সাধারণ।
কৃষ্ণ বলরাম ভেটিবারে যেন,
একত্রিত কতশত সাধুজন ॥
ফুল ফল দল ধরি শাখা-করে,
দাঁড়ায়েছে যত শাখী শাখি ধ'রে,
শাদ্বল প'ড়ে পথের উপরে,
চরণ চন্দন-ধূলার কারণ।
সরোবরে জল অতিনির্মল,
যেন সাধুদের হৃদয়সকল,
পাইয়া হরির চরণকমল,
প্রতিবিম্ব লবে ক'রেছে মনন ॥
অশরীরী কেহ চামর ঢুলায়,
আপনি সুরভি মেশে সেই বায়,

কলস্বরে পাখী হরিগুণ গায,
প্রেমে নাচে ছুটি' ছুটি পশুগণ।
কত তরুশাখা নুইয়া প'ড়েছে,
যেন তারা সবে প্রণামকরিছে,
যেই পাপে তারা স্থাবর হ'য়েছে,
সেই পাপ-তাপ করিতে মোচন॥ ১৩২

কৃষ্ণের ছেলেখেলা।

কীর্ত্তনীয় সামগুর্জ্জরী—আড়া

আজি দেখ নব-হরিলীলা
দেশ-কাল-বশে, তেমন বয়সে,
মানায় যেমন খেলা॥
বামঅনুগত, ভ্রমরের মত,
কভু গুনগুন করে।
পড়া-পাখী-সনে, মধুর-জল্পনে,
কভু রত তারই স্বরে॥
কুহুকুহু কুরি, কোকিলানুসারী,
হইয়া কখন ধায়।
কখন আহ্লাদে, কলহংস-নাদে,
আপন নাদ মিলায়॥
ময়ূরসহিতে, নাচিতে নাচিতে,
কখন হাসিতে থাকে।
কভু দেখি পাখি, তারই ডাক ডাকি,
খেদারিয়া যায় তাকে॥
কখন কাহারে, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
ফিরায় পাঠা'য়ে কার্যে।
কভু বা কাহায়, ডাকিয়া ফিরায়,
পুনঃ পুনঃ মিছা ব্যাজে॥
কভু ব্যাঘ্র-ভয়ে, যেন ভীত হ'য়ে,
থর থর থর কাঁপে।
কভু ব্যাঘ্র পেয়ে, নিকটে যাইয়ে,
তাড়াইয়ে দেয় দাঁপে॥
কভু বলরামে, শোয়া'য়ে আবামে,
করে পদসম্বাহন।
কভু দোঁহে মিলি, হ'য়ে গলাগলী,
নাচে গায় প্রীতমন॥ ১৩৩

ধেনুক রাক্ষস বধ।

কীর্ত্তনীয় মালব—একতালা

কহে হেনকালে, রাখালসকলে,
কৃষ্ণবলরাম প্রতি।
এই তালবন, কর দরশন,
ওর ফল মিষ্ট অতি॥
কিন্তু অই বন, করযে রক্ষণ,
ধেনুক নামে রাক্ষস।
ও বনে যাইতে, ও ফল খাইতে,
হয়না কারো সাহস॥
এই কথা শুনি, চলিলা তখনি,
কেশবরাম সদলে।
পশি সেই বনে, বলাই সঘনে,
বৃক্ষে নাড়া দেয় বলে॥
সংবাদ পাইয়া, গর্দ্দভ সাজিয়া,
ধেনুক ধাইয়া আসে।
বলরামপ্রতি, প্রকাশে শকতি,
মারিবার অভিলাষে॥ ১৩৪

অলক্ষ্যে কল্পনার উক্তি।

লুম খাম্বাজ—একতালা

যাও যাওরে ফিরে, ও ধেনুক!
হেথায় এসোনা।
বলী বলরাম, বিবাদ করোনা॥

গর্দ্দভ হও, স্বরূপে বা রও, অসুর সাধু নও,
পরিত্রাণ পাবেনা।
(এই বলিতে বলিতে বলরাম ধেনুককে বধ করিলেন তখন)
এই কি হলো, প্রাণতো গেল,
কেন মানা শুনলেনা॥ ১৩৫

অনন্তর রাম কৃষ্ণ, বৎস ও রাখালগণকে একত্রিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন; এ দিগে যশোদার উদ্বেগ।

প্রত্যাগমন বা ফেরতগোষ্ঠকীর্ত্তন।

ভৈরবী—তিওট

যেন মণিহারা-ফণী, তেমনি নন্দরাণী,
কেঁদে কেঁদে বলে।
কৈ গো কৈ রোহিণি, এলো নিলমণি,
দিনমণি অই অস্তাচলে, যায় চ'লে॥

খাদ

এমন সময় বাজলো বাঁশী, রাণী দেখে আসি,
কানু ধেনু ল'য়ে, আসছে সম্মুখে।
আনন্দে বিভোরা হ'য়ে ডাকে বাহুপ্রসারিয়ে
আয় কোলে মা মা ব'লে মুখে॥

চূড়া

বৎস যেমন ব্যস্ত হ'য়ে,
আসে গাভীর মুখ চেয়ে,
গোপাল তেমনি এসে ধেয়ে,
বসলো মার কোলে।

যথারাগ—একতালা

গোপালে লইয়ে কোলে, রাণী বলে কুতূহলে,
বলাইয়ের মা বল দেখি শুনি।
প্রবাসে দিয়ে বালকে,
কেমনে থাকেগো লোকে,
আমি হ'লে, মরিগো তখনি॥
এইতো গোপালধনে, পাঠাইয়ে গোচারণে,
ছিলামনাগো, আমিতো আমাতে।
এখনি না এলে ছেলে,
যেতাম জলে বা অনলে,
বিষ খেতাম, যেতাম বা বনেতে॥
(তবু যেতোনা, সে দুঃখ, মরিলেও প্রাণে)

যথারাগ—লোফা

রাণী অঞ্চলে মুছায় আননে।
বলে কানু আর যা'সনে কাননে॥
দারুণ অরুণতাপ, অঙ্গে লেগেছে বাপ,
তপ্ত-ধূলাব্যাপ্ত আহা নীলকাঞ্চনে।
শুখায়েছে বদন, ও বাপ নীলরতন,
কায কি তোর রে এমন, দুঃখের গোচারণে॥

যথারাগ—দোঠুকি

কুশাঙ্কুর ফুটেছে কিরে পায়?
(আহা ম'রেযাই বাছারে)
(ও তোর বালাই ল'য়ে) (এ কি সয়রে প্রাণে)

যথারাগ—একতালা

কত পুণ্য-ফলে, পেয়েছি কোলে,
মুখচাওয়া ছেলে কানু তোমায়।
প্রতিক্ষণেক্ষণে, ভয় হয় মনে,
যে বিপদ মোর পায়পায়॥
তুইতো অবোধ ছেলে, ভুলিস খেলা পেলে
মার কত বেদন তাতো জাননা,
তাতেই ভাবনারে দায়।

চূড়া

স্নেহে পূর্ণ নন্দরাণী, করিয়ে মঙ্গলধ্বনি,
কানুর মুখে ক্ষীর ননী, সুখে দেয় তুলে॥১৩৬

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কালিয়দমন।

কীর্ত্তনীয় ধানশ্রী—জৎ.

কালিয়দমন তরে, কৃষ্ণ অভিলাষ করে,
না কহিয়া রামে সেই কথা।
সঙ্গে ল'য়ে সঙ্গিগণে, চলিলেন গোচারণে
কালিয়নিবাস হ্রদ যেথা॥
নিদাঘের তাপে তপ্ত, গো গোপ অতিতৃষার্ত্ত
হ্রদে বারি সবে করে পান।
কালিয়-বিষে দূষিত, সে জল পানে ত্বরিত,
বিনা কৃষ্ণ সবে হত-প্রাণ॥
কৃষ্ণের কৃপাতে সবে, জীবিত হইলে তবে
কৃষ্ণ উঠি তীরতরু-পরে।
হ্রদে পড়ে লম্ফদিয়া, কালিয়সর্প ধাইয়া,
জড়াইল কৃষ্ণ-কলেবরে॥
দেখি, সবে পেয়ে ভয়, ব্যাকুল হইয়া কয়,
হায় একি হলো পরমাদ!
একি কর্ম্ম কৈল কানু, কালে সমর্পিল তনু,
বিতরিয়া পরাণ-প্রসাদ!!
বাচাইল মো সবারে, মরিতে দেখিতে তারে
মরিলে মরিব তাতো জানে।
এই বলি সবে মিলি, করে আকুলি ব্যাকুলি,
নিরুপায়ে বৃথা পায় প্রাণে॥
কৃষ্ণই পরাণধন, ইষ্ট প্রিয় প্রয়োজন,
গোপগণেরও মন জানে তাই।
দেখে কৃষ্ণে দংশে সাপে,
দাপায় সবে সে তাপে,
সহেনা প্রাণের আই ঢাই॥ ১৩৭

রাখালদের খেদ।

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—একতালা।

কি করিলি ভাই, পরাণ-কানাই,
কালিদহে ঝাঁপ দিলি?
কেন জেনে শুনে, কাল-ফণিসনে,
বিবাদ করিতে গেলি?
যার বিষ ছুঁলে, মরাণ করিলে,
পরাণ করে ব্যাকুলি।
সে করে দংশন, হবে কি এখন,
হায় হায় কি করিলি॥
একে ডুবি জলে, নিঃশ্বাস না চলে,
সেই কষ্টে সারা হলি।
করিলাম মানা, কথা শুনিলেনা,
বিষোরে প্রাণ হারালি॥ ১৩৮

কল্পনার উল্লাস।

খাম্বাজ—কাওয়ালী

ওরে কালিয় তুই, কি পুণ্য করেছিলি ব
নাহি ভক্তিবল,
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করিস, হ'য়ে জাতি খল
করিস দংশন, কিম্বা করিস চুম্ব
কেতুর মতন, সুধাআস্বাদন,
ভাগ্যে পেয়ে কৃষ্ণচাঁদের পূর্ণমণ্ডল।
বিষ-বরিষণ, কিম্বা সুধা-নিবেদ
উভয় তুলন, শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ,
হিংসা ক'রেও পেলি তুই, পরমমঙ্গল॥ :

নাগস্তবর।

ভীমপলশ্রী—একতালা

ক্ষীণশরীরে ল'য়ে নাগপাশ।
কৃষ্ণ হইয়া সুস্থির, বাড়ায়
দেখি নাগে লাগে ত্রাস॥

বাঁধিতে সে কায়, আর না কুলায়,
হয় ফণিবল হ্রাস।
তখন পলাইতে চায়, তাহার মাথায়,
কৃষ্ণ করে পদন্যাস॥
নাচে নটবর, হইয়া কাতর,
বিষধর ছাড়ে শ্বাস।
দেখি কাতরতা, তাহার বনিতা,
আসিয়া কৃষ্ণের পাশ॥
করযোড় করি, কহিল মুরারি,
করোনা নাগে বিনাশ।
কীট-পরাজয়, তবযোগ্য নয়,
এ তব ভৃত্যেরো গ্রাস॥ ১৪০

নাগিনী-উক্ত স্তব।

পরজ বাহার—আড়া

তুমি বিষ্ণু-অবতার, ফণী কি জানে।
জানিলে কি বাদ করে, তোমার সনে?
পেয়েছে উচিত শাস্তি, এখন পাইলে মুক্তি
বুঝিয়াছে শক্তি, ভক্তি করিবে এক্ষণে।
শত্রু পুত্রে দৃষ্টি সম, দেখিয়া শিখুক দুর্দম,
পাপ পাইয়াছে শম, তব-পরশনে॥
তোমার ক্রোধ করুণা, উভয়ই করি প্রার্থনা,
ইতরবিশেষ করনা, ফল বিতরণে। ১৪১

সুরট খাম্বাজ—আড়া

প্রভোহে! তোমার মহিমা,
এ কেমন বুঝিতে নারি।
পাপীরে দণ্ডিতে, দিলে চরণ,
তার মাথার উপরি॥
তোমার এই চরণদুখানী,
পাবার উপায় নাই এই জানি,
সাধু, সিদ্ধ, ব্রাহ্ম, জ্ঞানী,
যাচে মুক্তি তুচ্ছ করি।
এ সর্পের কি পুণ্য ছিল, কখন কি ভক্ত ছিল
শ্রীচরণ শিরে ধরিল, কি কৃপা করিলে হরি! ১৪২

সুরট খাম্বাজ—আড়া

শুনেছি হে প্রভো! তোমার,
কিছুতেই নাই, প্রয়োজন।
যা কিছু কর সকলি, জগতেরই হিতসাধন॥
এ জগৎ কালের রাজত্ব,
কালের খেলনা জীবত্ব,
অশান্ত, দুর্দ্দান্ত, শান্ত,
প্রিয়াপ্রিয় নয় কোন জ
তথাপিচ যখন তখন,
করিতে হয় যখন যেমন,
অশান্তে দুর্দ্দান্তে শাসন,
সাধুগণের প্রতিপালন॥
সর্ব্বসাক্ষীভূত তুমি, সকলের অন্তর্যামী,
সংস্কার-অনুগামী, হ'য়ে কর তত্ত্বাম্বেষণ।
কালও তোমারই শক্তি,
করে হরণ পালন সৃষ্টি,
বিশ্বের স্বরূপ, হেও পতি,
তুমিই সব কারণের কারণ॥ ১৪৩

সুরট খাম্বাজ—আড়া

অতর্ক্য-মহিমা তোমার, কেবল অনুমান করি,
আত্মীয় বলিয়া আমরা আত্মজ্ঞানের
অধিকারী॥
অন্তঃকরণসমূহে, তোমারে ঢাকিয়া রহে,
মনোবৃত্তির সাধ্য নহে, তোমার স্বরূপ ধরি
তুমি ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক,

অন্তঃকরণের প্রকাশক,
কার্য্য করণের উত্তেজক,
তাই অনুমেয় সবারি ॥ ১৪৪

সুরট খাম্বাজ—আড়া

আত্মীয় তথাপি আত্মায়,
জানিতে দেয়না অভিমান।
প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্তাদি,
তোমারই স্বরূপ ভগবান!
তুমি সকলের আদি, চক্ষুরাদির চক্ষুরাদি,
কূটস্থ, সূক্ষ্ম, অবাধী, অজ্ঞের না হয় অনুমান॥

১৪৫

কালিয়ের বিনয়।

ভৈরবী—আড়া

ক্ষম অপরাধ প্রভো! জগৎশাসনকর্ত্তা তুমি।
খলতা স্বভাবদোষ, নহিহে শত্রুতা-কামী॥
তোমারই স্বজিত সর্প, তমোগুণে প্রাপ্ত-দর্প,
দুস্ত্যজ স্বভাব-সম্পর্ক,
কেমনে সৎ হব আমি!
তাতে মায়াতে মোহিত,
আত্মাভিমানে পূরিত,
তোমার কৃপা-বিড়ম্বিত,
কিসে দোষী বল স্বামি!!
দয়া, দণ্ড, যাই কর, উভয়ইতো হিত কর,
আর কি কব ঈশ্বর, সকই জান অন্তর্যামি!

১৪৬

কালিয়কে ক্ষমাকরিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তুমি বৃন্দাবনহইতে নির্ব্বাসিত হও। কালিয় অবিলম্বে আজ্ঞাপালন করিল। এদিগে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়গ্রস্তহওয়া সংবাদ প্রচার হইলে ব্রজবাসিগণ যে যে অবস্থায় ছিল সে সেই অবস্থায় কালিয়হ্রদসমীপে দৌড়িয়া আসিল। এই সংবাদ পাইয়া যশোদার ব্যাকুলতা।

কীর্ত্তনীয় মালবশ্রী—একতালা

ওগো কি বোল বলিলি, কোথায় শুনিলি,
কানাই ডুবেছে জলে?
তাও অন্যজলে নয়, কালিয়-নিলয়,
যে সুধু ভরা গরলে॥
কেহ আছে কি সেখানে, ধ'রে তুলে আনে
কলে কি কৌশলে বলে?
ডেকে আন যে যেখানে, মন্ত্র তন্ত্র জানে,
তোরা ত্বরা যাগো চ'লে॥
বলাই আয় আয় দেখি, দেখিতে পাবকি,
আর সে নীলকমলে।
রাণী এইকথা ক'য়ে, এলোথেলো হ'য়ে,
চলে আর কৃষ্ণ বলে॥ ১৪৭

কীর্ত্তনীয় মালবশ্রী—একতালা

মন চিন্তায় আকুল, পরাণ ব্যাকুল,
থর থর কাঁপে পা।
চক্ষে দেখিছে আঁধার, ভূঁয়ে বার বার,
ভাঙ্গিয়া পড়িছে গা॥
মাথার বেণী খুলে যায়, বসন লুটায়,
ধায় যেন পাগলিনী।
বহে দুটীচক্ষে ধারা, যেমনি কাতরা,
হারা'য়ে মণি ফণিনী॥
ক্রমে উঠিতে পড়িতে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
আসিয়া হ্রদের পাশ।
রাণী পড়ে আছাড়িয়া, যেন ফেলাইয়া,
দিল প্রবল হুতাস॥ ১৪৮

হ্রদ হইতে কৃষ্ণের উত্থান।

কীর্ত্তনীয় ধানশ্রী—একতালা।

যেন চেষ্টাহীন শব, ব্রজবাসি সব,
পড়িয়া বিনা বলাই।
যথার্থই বটে, এ সকলঘটে,
পরাণধন কানাই॥
রাণী কহে পুনরায়, প্রলাপের প্রায়,
বেঁচে আছে কানু মোর।
কে যেন কহিছে, তাই আছ বেঁচে,
কানু যে পরাণ তোর॥
লোকের আত্মজ তনয়, এ ছেলে তা নয়,
আত্মাই ধরিয়া কায়।
বাহিরে আসিয়া, বেড়ায় খেলিয়া,
মা ব'লে ডাকে আমায়॥
সত্য এইকথা স্থির, তেমন শরীর,
তেমন রূপ-নিধান।
আর নাহি হয়, হইবারই নয়,
কি আছে এমন আন॥
রাণী এ কথা বলিতে, উঠে জলহ'তে,
হাসিমুখে নীলমণি।
সবে আনন্দিত, রঘুজসহিত,
করে হরিহরিধ্বনি॥ ১৪৯

দাবানলপ্রকাশ।

কীর্ত্তনীয় মাথুর রাগ—একতালা।

হ্রদহ'তে কৃষ্ণ উঠিলেন তীরে,
সহসা পুলক পূরিল শরীরে,
যেন গিয়ে প্রাণ পুনঃ এলো ফিরে,
সচেষ্ট হইল শব।
আনন্দ-সলিল বহিল নয়নে,
বাল বৃদ্ধ যুবা প্রতিজনে জনে,
কৃষ্ণে কোলেকরি জুড়ায় জীবনে,
মুখে জয়জয়রব॥
গো-গোবৎস নাচিতে লাগিল,
শুখাইয়া তরু পুনঃ মুঞ্জরিল,
পশু-পক্ষীগণ ধ্বনিয়া উঠিল,
চেতনা পায় বাতাস।
দুখে সুখে দিবা হলো অবসান,
এবে ক্ষুধাতৃষ্ণা হয় অনুমান,
সেই বনে সবে করি অন্নপান,
করিল রজনী বাস॥
শ্রান্ত ক্লান্ত যবে নিদ্রিত হইল,
এমন সময়ে দাবাগ্নি উঠিল,
চারিদিগে ঘিরি দহিতে আসিল
ঘুম ভাঙ্গে সেসময়।
পেয়ে অগ্নিতাপ ব্রজবাসিগণ,
উপায় নাপায় করে পলায়ন,
কৃষ্ণবলরামে লইয়া শরণ,
ব্যাকুল হইয়া কয়॥ ১৫০

ভীমপলশ্রী—জং

হে ব্রজবন্ধো কৃষ্ণ নন্দনন্দন!
কর বিপন্ন-শরণাগতে কৃপা-বিতরণ॥
তুমি আত্মীয়, স্বজন, প্রভু,
প্রিয়, পূজ্য, দেব, বিভু,
তুমিও আমাদের পর ভাবনা কভু,
যেন ও পদহ'তে বিচ্যুত হইনা কখন।
যদি দাবাগ্নিতে দগ্ধ হই,
মরি তায় দুঃখিত নই,
অভয় চরণ ছেড়ে মরিতেপারি কই;
নইলে জানিনা কি মুক্তি দিবে হইলে মরণ॥
১৫১

শ্রীকৃষ্ণ সেই দাবানল পান করিয়া আশ্রিত দিগকে রক্ষাকরিলে কল্পনা কহিল।

সুরট খাম্বাজ—জৎ

কৃষ্ণ ? ধন্য ধন্য মহিমা তোমার।
অনুগতে অনুগ্রহ এত আর কার ?
পৃথিবীর রক্ষাহেতু,
বিষ খেলেন বৃষকেতু,
সৃষ্টি-রক্ষাকরা সেতো কর্ত্তব্য তাঁহার।
এ দাবানল নহে তেমন,
প্রলয়ের অনল যেমন,
কেবল ভক্ত-রক্ষাজন্য দাবানল আহার॥

—— ১৫২

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কৃষ্ণাধিষ্ঠিত-বৃন্দাবনে প্রাকৃতিক বস্তুসমস্তেও কৃষ্ণভক্তির পরিচয় পাইয়া কল্পনা অভক্তের উদ্দেশে কহিল।

যোগিয়া—তিওট

আমর কি পামর তুমি কৃষ্ণ ভজনা।
কেন তোর কৃষ্ণে ভক্তি হলোনা॥
কৃষ্ণ কি চিনিবি পাছে,
বুদ্ধি জ্ঞান মন আছে,
সৎসঙ্গ পেলেই হবে চেতনা।
আয় দেখ্ এই বৃন্দাবনে,
সবই সাধু এখানে,
বৃক্ষাদির কৃষ্ণভক্তি দেখনা॥
নম্র-শাখিসকলে, কৃষ্ণ নিকটে এলে,
চরণের ধূলা করে প্রার্থনা॥
পেতে হবেনা কষ্ট আপনি লবেন কৃষ্ণ,
ফল পুষ্পে কৃষ্ণসেবার বাসনা।
এ ব্রজের রজঃ যত, কেহ নয় তাদের মত,
নিয়ত কৃষ্ণপদ ছাড়েনা॥
সামীপ্যে অভিলাষী, ঋতুরাজ ব্রজবাসী,
একদণ্ড বৃন্দাবন ত্যজেনা।
গ্রীষ্ম থাকি অন্তরে, নিয়ত চেষ্টা করে,
কৃষ্ণাঙ্গে তাপ যেন লাগেনা॥
শরতের বিভব যত, কৃষ্ণ সেবায় অর্পিত,
এদের সাধনা দেখে শেখনা।
এসো রঘুজের সনে, মাগ কৃষ্ণচরণে,
ভক্তি দাও প্রভো কর করুণা॥ ১৫৩

প্রলম্ব-বধ।

কীর্ত্তনীয় চৌড়ী—কাওয়ালী

স্বভাব সাদরে পুজে, রাম আর রামানুজে,
অবুনারে চিনিতে দুর্জ্জন।
অবিরত হিংসা করে যেই হিংসে সেই মরে,
তাহাও দেখিছে অনুক্ষণ॥
অসুরে নাহিক দয়া, অসুরে করেনা মায়া,
ব্যবসায় জনম মরণ।
নিয়ত খাছনি করি, নিয়তি পাঠায় ধরি,
শমনের দ্বারে প্রয়োজন॥
প্রলম্বের পালা আজি, আসিয়া রাখাল সাজি
মিলে গেল রাখালের দলে।
ক্রমে মরণ-খেলা, হ'য়েছে তাহার বেলা,
প'ড়েগেল কালের কৌশলে॥
আজিকার খেলা গোষ্ঠে, দুইদল রাম-কৃষ্ণে,
প্রলম্ব কৃষ্ণের দলে রয়।
এই পণ করে যাবে, বাহন হইতে হবে,
যে দলের হবে পরাজয়॥
কৃষ্ণপক্ষে হারি হয়, রামপক্ষে বহি লয়,
কৃষ্ণ করে শ্রীদামে বহন।

বলরামে কাঁধাইয়া, প্রলম্ব চলে ধাইয়া,
দূরে গিয়া মারিবে মনন ॥
বুঝি তার অভিপ্রায়, বলাই সক্রোধে তায়,
অবিলম্বে করিলা বিনাশ।
কল্পনা দেখিতেছিল, বলরামে প্রশংসিল,
প্রলম্বে করিল উপহাস ॥ ১৫৪

কালাংড়া—আড়খেমটা
ভাগ্যে না থাকিলে।
ভোগ হয়না সুখ ভগবান দিলে ॥
শুনেছি এক দুর্ভাগারে,
শিব দিলেন ধন যতন করে,
দুর্ভাগ্য বঞ্চিল তারে, প্রলম্ব সেই দুখকপালে ॥
কৃষ্ণ তারে দিলেন শরণ,
করিলেন অনন্তের বাহন,
দুর্ভাগার দুর্ব্বুদ্ধি এমন,
আপনার দোষে প্রাণ হারালে ॥ ১৫৫

দাবাগ্নি হইতে মোচন

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—একতালা
কভু প্রভুদ্বয়, আসক্ত খেলায়,
বেষ্টিত সহচরে।
বৎসসমুদায়, চরিয়া বেড়ায়,
স্বাধীনভাবে অন্তরে ॥
গোরুর প্রয়াস, নব নব ঘাস,
প্রতিগ্রাসে স্বাদ লয়।
নূতন চাহিয়া, ক্রমে দূরে গিয়া,
গহ্বরে প্রবিষ্ট হয় ॥
নিকটে প্রবল, জলে দাবানল,
দেখিয়া সুভয় মনে।
নিবিড় দেখিয়া, রহে প্রবেশিয়া,
গোপাল ঈষিকা-বনে ॥
নাদেখি গোপাল, যতেক রাখাল,
অন্বেষয় হেথা সেথা।
অনেক তপাসি, উত্তরিল আসি,
গোপাল রয়েছে যেথা ॥
গোপাল পাইল, কিন্তু বিরোধিল,
দাবানল অবরোধি।
পলাইতে চায়, পথ নাহি পায়,
ভয়ের নাহি অবধি ॥
বিপদ-বারণ, যশোদানন্দন,
কহিলা ভয় না ভাব।
মুদিয়া নয়ন, রহ সর্ব্বজন,
আগুন আমি নিভাব ॥
সহচরগণ, মুদিলে নয়ন,
যোগীশ্বর তৎক্ষণে।
নিভা'য়ে অনল, গোগোপ সকল,
আনিলা ভাণ্ডীরবনে ॥
চাহিয়া নয়ন, দেখে গোপগণ,
দাবানল নির্ব্বাপিত।
আরো চমৎকার, সেথা নাহি আর,
ভাণ্ডীর বনে আনীত ॥ ১৫৬

অনন্তর সকলে আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া স্বজনদের নিকটে প্রকাশ করিল।

সিন্ধু—আড়া
কৃষ্ণে আর মানুষ ভেবনা, ভেবো তাঁয়
দেবতা ব'লে।
দেবতারও ছেলে কিম্বা যুবা বৃদ্ধ
ঠিক না মেলে ॥
আশ্চর্য্য সকলকার্য্যই তার,
শুন কি কাণ্ড আজিকার,
কৃষ্ণ বাঁচাইল নইলে, পুড়ে মরতাম
দাবানলে।

বেড়াআগুন মাঝে সবাই,
বলিল আঁখি মুদ ভাই,
'আঁখি যেই মুদেছি, আগুন নিভাইল
কি কৌশলে ॥
ছিলাম তখন মুঞ্জবনে,
জানিনা আন্‌লে কেমনে;
ভাণ্ডীর বনে আসিয়াছি
দেখিলাম নয়ন মিলে। ১৫৭

ষোড়শ অধ্যায়।

ঐশ্বর্য্য ও ভাক্তসম্মিলনে।

মূলতান—একতালা

ছাপা রহিলা, রহিবার নয়, ঈশ্বরের প্রভাব।
যেমন আগুন প্রকাশ হইলে, ছাপাতে
পারেনা, নিজ স্বভাব ॥
নিগুর্ণ-বারতা প্রকাশ না পায়,
সগুণ-তত্ত্ব গুণে ব'লে দেয়,
সাকার আপনাআপনি জানায়,
তাতে কিসের অসম্ভাব।
অতুলরূপে স্বরূপ চিনায়ে দিতেছে,
গুণগণ ছুটি ঘোষণা করিছে,
দয়াদাক্ষিণ্যাদি ছড়া'য়ে পড়িছে,
বাকি কি বা অনুভাব ॥
দেখিয়া নাস্তিক শিহরি উঠিছে,
আস্তিকে কেবলি, স্ফুরতি হ'তেছে,
ভক্তের ভক্তি প্রীতি স্নেহ উথলিছে,
আপনি পেয়ে বিভাব।
কৃষ্ণগুণ গানে, কৃষ্ণ দরশনে,
কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ, কৃষ্ণ-নাম জপনে
যেন প্রাপ্ত হলো ব্রজবাসিগণে,
মধু-লোভি-ভৃঙ্গ ভাবণা ১৫৮

ঈশ্বরসহিত মনের সম্বন্ধ বিষয়ে।

মল্লার—আড়া

কি জানি কব কেমনে।
কি সম্বন্ধ মন আর ঈশ্বরসনে ॥
আপনারে আপনি জানেনা,
তাই ঈশ্বর-তত্ত্ব বোঝেনা,
জানিলেও জানান যায়না, অন্যজনে।
জানিলে সে মন আর, রহেনা বশ আপনার
একান্তে আসক্ত হয়, হরিচরণে ॥
আছে হেন অধিকার, কিন্তু এই অধিকার,
অভিন্ন নহে, সে ভিন্ন, ভিন্নসাধনে।
সাযুজ্যাদি মুক্তিলাভ, দাসত্বাদি ভক্তিভাব,
স্বর্গ-আদি প্রাপ্তিভেদ, সেই কারণে ॥
তুমি যাঁয় কর ভক্তি, তিনিই গোপীর উপপতি
ভাব কি সম্বন্ধ বদ্ধ গোপীদের মনে।
গোপীদের প্রীতি, আসক্তি,
পেয়েছিল কি শকতি,
কৃষ্ণও তাই পাইতে বাঞ্ছা, করেন যতনে ॥

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ*

দূর হইতে কৃষ্ণ দর্শনে।

ভৈরবী—আড়খেমটা

আমরি এ কি রূপ, কৃষ্ণ কি রূপবান।
রূপ দেখেছি, কিন্তু দেখিনাই
এর উপমান ॥
স্বাদের সার সুধাকর,
জগতের সার প্রভাকর,
থাকে সৌন্দর্য্য-সাগর,
তারই সার এ মূর্ত্তিমান।
যদি এ রূপ না দেখিতাম,

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে রাধিকার নাম উল্লেখ নাই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

প্রেমসুখ আর কিসে পেতাম,
অন্ধের কাছে কি করিতাম,
নয়ন ধরার অভিমান? ১৬০

খাম্বাজ—কাওয়ালী

এই কি সুখ সাধারণ?
কেবল পেয়েছি মাত্র কৃষ্ণদরশন॥
নয়ন নাচে উল্লাসে, প্রীতি-রসে মন ভাসে,
প্রতিক্ষণে অভিলাষে, দেখি প্রলোভন।
আনন্দে হ'ল্যাম অধর, রোমাঞ্চিত কলেবর,
না জানি কি অতঃপর, সুখের সংঘটন॥ ১৬১

অভিসারোদ্যতমনের প্রতি।

সিন্ধুখাম্বাজ—আড়া

মনরে কি পাগল হলি,
কোথায় যা'স ভুলিয়ে আপন?
লজ্জা কুল-মান ছেড়ে কি লোভে
হ'লি অচেতন॥
দৃশ্য বস্তু নয়ন দেখায়,
তুষ্ট হবি তার অভিপ্রায়,
ইচ্ছা হয় আর তোর জ্বালায়,
দেখব না রই মুদে নয়ন। ১৬২

সঙ্গিনীর প্রতি।

সিন্ধুখাম্বাজ—আড়খেমটা

সখি কি রূপ দেখালি আমায়।
যেমন গঠন, তেমনি বরণ, মানুষে এমন,
দেখিনাই কোথায়॥
চাঁদ দেখে যেন সাগর উথলে,
প্রেমসাগর উঠিল উথ'লে,
মন ভেসেগেল, মান ভেসেগেল,
পাগল করিলি দেখা'য়ে উহায়।
আমিই দেখেছি, ওতো দেখেনাই,
দেখেনাই তবু এ কিলো বালাই,
খুলেছে হৃদয়, হ'য়েছে উদয়,
রূপের ভেলকি লাগে কি সবায়? ১৬৩

খাম্বাজ—পোস্ত

পেয়ে শ্যামনাগরে, আর তো ঘরে,
মন টেকেনা। (সই)
সেই কদম তলায়, কৃষ্ণের কাছে
ক'রছে আনাগোনা॥ (সই)
কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণের যে কিছু ভাবনা।
ভেবে ফুরায়না ভাবনা,
ভেবে সুখের আশ মেটেনা॥ (সই)। ১৬৪

পুনর্ব্বার দর্শনান্তে।

গোপীকীর্ত্তন।

ঝিঁঝিট—তিওট

আমরি কি রূপমাধুরী, ঐ দেখ সহচরি,
কেলিকদম্বতলে, বাজায় বাঁশরী।
কিবা নবঘন-শ্যাম, রূপে জগৎ-অভিরাম,
গোকুলবিহারী।
ত্রিভঙ্গ নলিন-নয়ন বংশীধারী।
খাদ
ও রূপসাগরে ডুবলো নয়ন মন,
উঠিতে নারে।
বাধা দেয় লাজ তাই আছি অন্তরে॥
অড়া
প্রথমদেখায় হ'লাম ধনি,
ও রূপের পক্ষপাতিনী,
শ্যাম হবে যার হৃদয়মণি, ধন্য সে নারী॥

যথারাগ—দোঠুকি

কেন দেখলাম কালাচাঁদে,
পড়লাম প্রেমফাঁদে,
যদি ওর মন না হয় এমন। (ভেবে মরি)
তবে কি হবে সখোনি, কিন্তু জানি জানি,
রতন কার করে যতন॥ (জানি জানি)
ঐ যে রাধা বলে বাঁশী, রাধায় দেখে হাসি,
হয় কি হেন অন্য মন। (কভু কি গো)
এখন আশা আশার সুসার,
অভিমত অভিসার,
কবেবা হবে ঘটন॥ (ওগো সখি)

যথারাগ—একতালা

এ ভালে তো ভাল নাই,
কি হবে ভাবনা তাই,
এতে পদে পদে প্রতিকূল।
ডরিনেতো প্রতিকূলে,
চাহিনে গোকুলে কুলে,
শ্যাম যদি হয় অনুকূল॥
(সুখ সাগরে, অকূলে মন পাবে কূল)

যথারাগ—ঝাঁপতাল

ওগো সখি সংপ্রতি কি গতি হইবে বল।
মিলন সহজ নয়, বিলম্ব প্রাণে না সয়,
বলিগে মনের কথা চল চল॥
প্রিয়জনে প্রয়োজন, নাহি জানে কোনজন
প্রয়োজন নাহি আর লোকলাজে।
প্রেমের শরীর যার, কোন ভয়ে ভয় তার,
সে কি ডরে এমন সকল কাযে?
(এখন এইতো উপায় দেখি, ওগো সখি)

শেষ চুড়া

নয়ন মনের ভাগ্য ভাল,
অমিয়রূপে সন্তুষ্টিহলো,
দুর্ভাগ্য প্রাণের কেবল, ল'য়ে শরীরী॥ ১৬৫

মনের সহিত যুক্তি।

সিন্ধু—মধ্যমান

মনরে সাহসে দাও সাঁতার,
পার হব মানস-পারাবার।
ভরসা দিতেছে আশা, অবশ্যই হবে সুসার
প্রাণপণে কর'ব যতন,
বিনা যত্নে কে পায় রতন,
যত্নেও যদি না পাই সে ধন,
অনুতাপ হবেনা আর।
সন্দেহ কুটিল অতিশয়,
তার কথায় মন গিয়োনা ভয়,
সে কি করে মরণে ভয়,
প্রেমের শরীর যার? ১৬৬

ভরসা।

সিন্ধু—মধ্যমান

অবোধ মন বুঝনা কেন, দুদিন থাক ধৈর্য্য ধ'রে
মিলন কি কঠিন যাদের ভালবাসা পরস্পরে।
নয়নে রূপ দেখায়েছে,
হৃদয়ে এসে বসেছে,
স্বপনে সদাই মিলিছে,
সে কি আর রবে অন্তরে?
শতেক ধাধায় সাধুক বিবাদ,
কৃষ্ণ পুরাবেন প্রেমসাধ,
কলঙ্কে ভাবেনা বিষাদ,
রাধা কৃষ্ণপ্রেমের তরে॥ ১৬৭

অভিলাষ।

সুরট খাম্বাজ—আড়া

কৃষ্ণ আমার প্রাণের অধিক,
মনের মনোমত ধন।

তাঁরে পেয়ে কি কর'তে হয়
কেবলই তা জানে মন ॥
আস্তে আস্তে হৃদে ল'য়ে,
অন্যচেষ্টা-শূন্য হ'য়ে,
আলস নিমেষ দূরে থু'য়ে,
সদাই করি দরশন।
সে সুখে যদি গ'লে যাই,
ননীর মতন তাঁরেই মাখাই,
কিম্বা যদি তাঁরেই গলাই,
তাঁ'রই মাঝে হই মগন ॥ ১৬৮

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

শ্রীকৃষ্ণ একদিন সুবলকে জিজ্ঞাসিলেন সখে! রাধিকার সৌন্দর্য্য কেমন? সুবল বলিলেন।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান

তার যে কিরূপ রূপ নাই তার তুলনা।
কতবার দেখেছি দেখেও মনে হয় না ধারণা॥
সেমূর্ত্তির গঠন যেমন,
রক্ত-মাংসে হয় কি তেমন?
লাবণ্যের সার হ'তে যেন,
নির্ম্মিত সেই ললনা।
যার ভাল তার সবই ভাল,
হাসলে ঘুচায় মনেরি কাল,
কথা কয় তাও সুধামাখা,
গতি গজেন্দ্র গমনা। ১৬৯

একদা রাধিকা জলাশয়হইতে স্নানকরিয়া আসিতেছেন এবং কৃষ্ণ পথসমীপবনে কদম্ব বৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে কৃষ্ণ বলিলেন।

সিন্ধু—মধ্যমান

কে তুমি রূপসি! হেথায়, রূপরাশি ছড়ায়েছ।
হেন পুণ্য কে করেছে, কারে কৃতার্থ করেছ?
জলাশয়হ'তে এলে, নলিনীই থাকে জলে,
তেমনি কেউবা হবে ছলে,
মানবিনী সেজেছ।
অথবা কি সৌদামিনী,
স্থির হ'লেই দেখায় এমনি,
অথবা লাবণ্যের খনি, শূন্য ক'রে এসেছ॥১৭০

রাধিকা জিজ্ঞাসিলেন

বেহাগ—আড়া

কেহে পুরুষরতন!
নিরিবিলি ব'সে আছ আলো করি বন?
যে রূপ সৌন্দর্য্য তোমার,
এ জগতে নাই এমন আর,
কোন জগৎ ক'রে অন্ধকার,
হেথায় আগমন? ১৭১

এই বলিয়া শ্রীরাধিকা প্রস্থান করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন।

সিন্ধু—মধ্যমান

রূপবতী রাই যেমন, দেখি নাই আর তেমন
দেখেছি রয়েছে মনে,
বর্ণিতে নারি সে কেমন॥
কল্পনার যত শকতি,
ভেবে রূপসী মূরতি,
ভাবতাম আগে, হয়না কভু এমন;
কল্পনাও মেনেছে হারি,
হেরে রাই রূপসীর বদন॥ ১৭২

এই সাময়িক সখীসংবাদ।

চৌতেন

তিওট—পরে ধামার

দাঁড়া'য়ে কদমতলে, বংশী বাজায়, বংশীধর।
দেখে সেই মোহন ভাব, মুগ্ধা শ্রীরাধা,
অনুরাগ বিঞ্চিল অন্তর॥
এখন হৃদয় শ্যাম অনুরাগী,
প্রাণ শ্যামের লাগি;
আনন্দে হলো অধীর,
পলক না রইল আঁখির;
প্রেমে শরীর, যেন হয় স্বতন্তর;
খুলে মনের ভাব সেইক্ষণে,
কৃষ্ণের পানে, চেয়ে একমনে,
মনের সুখে কয় শ্যামমোহিনী মনে মনে॥

ধুয়া

দেখে শ্যামের রূপ,
এমন কার মন ভোলেনা আছে এ ভুবনে?
হোক রমণী যে যেমন, আছে যার মননয়ন,
ব'লবে সেই জন,
এরূপ আমার মনের মতন,
না হয় আমি পক্ষপাতিনী এইক্ষণে॥

খাদ

এমন কি আছে আর অভিরাম,
ভুলায় এ ধনে?
অতিঅপরূপ রূপ কত সাজে,
ত্রিভুবনের মাঝে;
প্রকৃতির চিত্র যত, অমানুষ মানুষ কত,
চিত্রগত, যাদের হয়না তুলন।
এরূপ দেখেছি অনিবার, কিন্তু আমার
শ্যামের রূপ যেপ্রকার,
এমন কেউতো নয়, মন কেড়ে লয় দরশনে॥

কলি

আড়খেমটা

এমন কালবরণ, অঙ্গের গঠন,
আর এমন নাই বলিতে তেমন।
দ্বিদল-কমল দুটীনয়ন,
আহা রূপসাগরে ভাসছে কেমন,
বাড়ায় শোভা পীতবসন॥
নীলরতনের পুতুলে, সোনায় খচিলে,
তাতেও শোভা হয়না এমন॥

শেষ চৌতেন

বিধাতার বিশেষকীর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী এ রূপে।
মনে ধরেনা রূপ, ধন্য বিধাতায়,
কল্পনা করলে কিরূপে॥
বুঝি সুধার সাগর ম'থেছিল,
তাতেই পেয়েছিল;
নইলে এ নিধি কোথায় পেলে,
এও কি অন্যত্র খুজলে মেলে;
হায় কি ব'লে এধন ছেড়ে রইল?
বুঝি ছিল এই ভাগ্যে লিখন,
আমার এধন তাতেই পাই দরশন,
বিনা আপনার ধন, মনকি ভোলে,
অন্যের ধনে? ১৭৩

সরমের প্রতিকূলতা।

সখীসংবাদ—চৌতেন

তিওট পরে ধামার

ব্রজের রতনের, কেমন আকর্ষণ, বুঝা দায়।
কেবল রূপ-মাধুরী, আর বাঁশির গানে,
মজালে রাধা-প্রেমদায়॥
অনুরাগের বেগে বিনোদিনী
হলেন উন্মাদিনী,

লক্ষ্যের অপেক্ষায় থেকে,
শুধুই আর চক্ষে দেখে, দূরে রেখে,
মনের হয়না সন্তোষ;
হতে বাঞ্ছা শ্যামঅঙ্গের আধা,
চ'ললেন রাধা, লাজে দিলে বাধা,
দেখে কুলক্ষণ, ডেকে বলে আপনার মনে॥

ধুয়া

প্রিয়জনের কাছে,
যাবার সময় যে বাধা মানে, ধিক সে জনে।
আজি সরমে ক'রলে এমন,
কালি লোকে করবে বারণ, এ সব বিড়ম্বন,
প্রেমের পথে কণ্টক যেমন,
বাধা মানলে কি বঁধু মেলে, বধূগণে?

খাদ

সরমের অভিপ্রায় সাধারণ, জ্ঞান হয়না মনে।
যদি বঁধুর মন আমার মতন, নাহয় দরশন,
সে দুখ প্রাণে নাসবে, অভিমান হবেই হবে
তাই কি ভেবে, লাজে ক'রলে বারণ।
কেন মিথ্যা সেই শঙ্কা করি,
যাঁর বাঁশরী, জপে রাই নাম ধরি,
রাধার প্রেমে সে অনুরাগী নয় কেমনে?

কলিঙ্গড়া—আড়খেমটা

এ দুখ সয় কি প্রাণে, ওই ওখানে,
দাঁড়িয়ে রাধামোহন রাই এখানে?
সন্ধ্যাকালে চক্রবাকী,
যাহা হৃদয়ের ধন দূরে রাখি,
দুঃখের জলে ভাসায় দুইআঁখি,
আমার হলো সেই দশা, দারুণপিপাসা,
দুয়ারে সাগর মরি পরাণে॥

শেষ চিতেন

আজিকার মিলনে বাধা,
বিধির কৌশল সুনিশ্চয়
এখন মিলন হলে, সুখের আবেগে,
গ'লে যাই পাছে তার এই ভয়॥
কিন্তু বিধাতা তা ভাবলেন না,
এমন সবার হয় না;
আমি যার প্রেম মাগি,
সেও আমার প্রেমের লাগি, প্রায় বিবেগী,
করে উপাসনা॥
এমন নাগরের সঙ্গে কেমন, সুখের মিলন,
মনে হয়না ধারণ,
মন উচাটন, বিলম্ব কি সয় এক্ষণে? ১৭৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনুরাগপ্রসঙ্গে কল্পনার বক্তৃতা।

সিন্ধু—আড়া

ভালবাসার খেদ মেটেনা,
ভালবেসে যারে তারে।
বাঞ্ছিতের অনুকল্পনায়, বাসনা পুরাতে নারে॥
চক্ষুরাদির তৃপ্তি-সাধন,
প্রকৃতিই করে অনুক্ষণ,
মনের খেদ মেটে এমন,
কি ধন জগৎ দিতে পারে?
সকলেরই তৃপ্তি যাতে,
সে গুণ নাই যাতে তাতে,
আছে সেই পরমাত্মাতে,
শিখ ভালবাসতে তাঁরে॥
রঘুজের প্রেমে আকৃষ্ট,
সেই পরমাত্মা কৃষ্ণ,
অবতার দিতে অভীষ্ট,
ধিন্ন-প্রেমী সবাকারে॥ ১৭৫

কীর্ত্তনীয় গোওকিরী—ঠুংরি

এই বটে সেই গুণধর।
জগন্মোহন নাম খ্যাত যাঁর চরাচর॥
যাঁর গুণে গুণীপনা, করে নিত্য তিনজনা,
গড়ে ভাঙ্গে সাজায় সুন্দর।
হ'য়ে যাঁর পদচ্যুত, মায়া মোহে অভিভূত,
জন্মি মরি ভুবন ভিতর॥
জীব হ'য়ে জ্ঞানহারা, যাঁর তত্ত্বে হয় সারা,
অশান্তিতে সদাই কাতর॥ ১৭৬

কীর্ত্তনীয় গোওকিরী—ঠুংরি

সেই বটে এই বংশীধর।
পরম পুরুষ তাই রূপ পরমসুন্দর॥
সর্ব্বশক্তি একত্রিত, সকলগুণ-ভূষিত,
তাই সুগঠিত কলেবর।
সর্ব্বাংশেই অতুলন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
এমন কি আছে দেখ নর?
নর নারী-মনোহর, নারী দেখে ভোলে নর,
এ নর উভয় মনোহর।
মনোবাঞ্ছা কতশত, চতুর্ব্বর্গ ছাড়া কত,
তা পুরা'তে কল্পতরুবর॥
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, স্বরূপ পায়না কেহ,
দেখুক জানুক চরাচর!
এই জন্য অবতরি, প্রকট করিলা হরি,
কৃষ্ণরূপে গোলোকঈশ্বর॥ ১৭৭

কীর্ত্তনীয় গোওকিরী—ঠুংরি

সেই হরি এই ব্রজেশ্বর।
গোলোকবিহারী যিনি প্রভু পরাৎপর॥
তাই মন প্রেমভরে, আপন উজাড় ক'রে,
ধেয়ে যায় কৃষ্ণের উপর।
পেয়ে হারা মা সন্ততি,
বিচ্ছেদান্তে প্রিয়া পতি,
আনন্দেতে যেমন অধর॥
জানিতে পারয় শীঘ্র, একমাত্র উজ্জিহ্ব, *
ছাপা মধু বাধার অন্তর।
মোহ-মুক্ত যার আত্মা, সেই চিনে পরমাত্মা,
আলো ঢোকে কাচের ভিতর॥
পরতত্ত্ব জানানাই, গোলোকেও যায়নাই,
কে চিনায়ে ভেদি হৃদিস্তর?
প্রেম ভক্তি থাকে যায়, কেহ কি তারে শিখায়?
গূঢ় তত্ত্ব মূঢ়ের গোচর॥ ১৭৮

কীর্ত্তনীয় গোওকিরী—ঠুংরি

হরি হেরি ভুবনভিতর।
ভক্তের অনুরোধে কিনা করেন ঈশ্বর?
যোগে যাতে মনোযোগে,
যোগী কত সুখ ভোগে,
ভুলে যায় বাহ্য অভ্যন্তর।
সপ্তলোকে যাঁর ব্যাপ্তি,
ভক্ত-হৃদে তাঁর স্ফূর্ত্তি,
সূর্য্যকান্তে যেন দিবাকর॥
সালোক্য সামীপ্য পেয়ে,
কি জীবন্মুক্ত হয়ে,
সে ভক্তেও চাহে নিরন্তর।
তৃপ্তিশেষ নহে দেখি, হৃদে তুলে লয়ে রাখি,
ডুবে থাকি রূপের ভিতর॥
প্রভু ভোগ্য ভোক্তা ভক্ত, উভয়ে উভয়াসক্ত
পরমার্থ রহস্য সুন্দর।
ভক্ত-বাঞ্ছা পুরাইতে, অবতীর্ণ অবনীতে,
প্রেমময় রূপে বংশীধর॥
অনেকে দেখেছে কৃষ্ণ, সবাই কি প্রেমাকৃষ্ট?

* যাঁহারা দূর হইতে মিষ্ট ঘ্রাণ পায়-পিপীলিকাদি

কৃষ্ণ-প্রেম পায় ভাগ্যধর।
বিশেষতঃ গোপিকার, কত প্রেম সীমা তার,
অভীষ্ট কৃষ্ণেরই অগোচর ॥ ১৭৯

কীৰ্ত্তনীয় পটমঞ্জরী—একতালা
দিয়া মন দরশনী, যারা দেখে নীলমণি,
তারাই পায় পরমপ্রসাদ।
ফুল ফোটে বাগিচায়, ভৃঙ্গ তাতে মধু পায়,
অন্তে পায় কেবল আহ্লাদ ॥
যদি জলে ডোবাযায়, জল লাগে সবগায়,
ছুঁলে খেলে হয়না তেমন।
জ্ঞান, ভক্তি, দাস্য, প্রেমে, অধিকার হয় ক্রমে,
গোপীদের চরমসাধন ॥
আরও কত ভক্ত ছিল, কৃষ্ণরূপ দেখেছিল,
কে ক'রেছে গোপী-প্রেম স্বাদ।
হৃদ্-বৃন্দাবনে হরি, নিত্য দরশন করি,
রঘুজের পূরেনা সে সাধ ॥ ১৮০

রাধিকার উৎকণ্ঠা।

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী
কিছুতেই সুখ নাই, এ অসুখ,
তবেই হয় বারণ।
যদি বিধি করে বিধি মনের মতন ॥
যখন যার প্রয়োজন, যদি না হয় সংঘটন,
যেম সেই প্রয়োজন, না হয় কখন ॥
বাসনা কত কি হয়, কে জানে যা হবার নয়,
এমন স্থলে মনেই নাহয় এমন মনন ॥ ১৮১

সিন্ধু—আড়া
হায়রে বিধি ভালের লেখা,
কেন করেছ গোপন॥
ভেবে ভেবে হলাম সারা, অনর্থ এ বিড়ম্বন।
মন যেন পড়েছে কারে, ভ্রমিতেছে অন্ধকারে,
ভেবে ভেবে এ প্রকারে,
পাগল হয় যার অধীর মন।
পেয়ে আশার উত্তেজনা, যথেচ্ছা ভ্রমে বাসনা
স্বর্গরাজ্যেও দেয় হানা,
পাতালে পড়ে কখন ॥
অভিলাষ নহে সম্মিত, আশা বিরতি-রহিত,
ভবিতব্য পরিমিত,
অনিশ্চিত তার মিলন।

কল্পনার আক্ষেপ।

সিন্ধু—আড়া
প্রেমরস পর রস, পরবশ করেছেন বিধি।
সেও পর পরস্পরের, পরস্পর মিলনাবধি ॥
সে মিলন নহে নয়নে, সঙ্গে নয় নয় পরশনে
সে রস দিবার মিল, মনে মনে মিলে যদি।
দুর্লভ মানুষ সমান-মন,
ভাগ্যে থাকে মেলে কখন,
এ ভাগ্য সুলভ নহে,
যেন সবাই পায়না নিধি ॥ ১৮৩

সখী চিত্রলেখা বলিলেন রাধে! ভাগ্য না জানতে পেরে অধীর মন ভেবে ভেবে পাগল হয়, তা সত্য; তুমিই তো পাগল হ'য়ে প'ড়লে। রাধিকা বলিলেন

গোপী-কীৰ্ত্তন—খাম্বাজ মধ্যমান
আমি সাধে কি গো শ্যাম লাগি পাগলিনী?
দেখেছতো কেমন, চিকণ কালবরণ,
সুললিত গঠন, একবার দেখলে নয়ন,
ভুলেযায় আপনি ॥

খাদ

মদনমোহন, দুটী নয়ন,
যার পানে চায়গো যখন।
উদাস ক'রে হৃদয়-রঞ্জন,
কেড়ে লয় প্রাণ মন ॥

চড়া

সুধুই রূপে এমন, তা নয় তা নয় রসের ভবন,
দেখে লেগেছে মন, ভুলাযায় কি ধনি ?

যথারাগ—একতাল।

এইতো রূপের সাগর, তাহে সে নবীন নাগর,
শিরেতে বঙ্কিম চূড়া ধরি।
নেচে নেচে যায় যখন, চরণে থুয়ে চরণ,
বিধুমুখ হাসি হাসি করি ॥
(কে না ভোলে তায় ? দেখিনা এমন নারী)

যথারাগ—দোঠুকি

বলতো সযোনি দেখে নীলমণি,
স্ববশ রয়কি আপন ?
তাহে বাজা'য়ে মুরলী, রাধা রাধা বলি,
করে সুধা-বরিষণ ॥
(সখি ওগো সখি) এতে ধৈর্য্য ধরা যায় কি গো)
সোহাগে গলিয়া, হৃদয় ঢলিয়া,
করে শ্যাম-অনুধ্বনি।
এতে সরম করিলে, মরমে মরি যে,
পারিনা করি বারণ ॥ (কি করি)

শেষ চড়া

এখন প্রাণ সই. মন ফিরা'তে আর পারি কই,
প্রাণের কালাচাঁদ বই, ব্যাকুলপরাণি ? ১৮৪

রাধাকে অধৈর্য্যা দেখিয়া সখীগণ সত্বর রাধা কৃষ্ণের মিলন করিয়া যুগলরূপ দর্শনে বলিলেন।

গোপী-কীর্ত্তন—বেহাগ তিওট

দেখ দেখি সখি, একি অপরূপ রূপ,
রাধা শ্যাম যুগল মিলনে।
চন্দ্র নীলআকাশের কোলে,
কমলিনী কালো-জলে,
ভাবতাম পরমশোভা,
না দেখে এ রূপ নয়নে,

খাদ

শ্যামতরু গৌর লতা, শোভিবে জানি বিধাতা
মিলালে দোঁহায়।
সুধার আধার বিধু, কুসুমে নিবসে মধু,
তেমনি শ্যাম রাধায় ॥

চড়া.

সর্ব্বাংশে সুন্দর মিলন,
এমন মিলন হয় কি নূতন ?
হয়তো প্রতিজন্মেই এমন,
মিলে থাকে দুজনে ॥

বেহাগ—একতালা

সখি ! সে সন্দেহ মিটিল।
ভাগ্যে আজ নিকুঞ্জে রাধায় রাধারমণ
মিলিল ॥
রতিকাম সকলের মোহন,
তারা মুগ্ধ হয় কি এমন ?
বুঝি নাই, ভাবিতাম, এখন ভাবনা গেল।
(ওগো ওগো সখি)

যথারাগ—দোঠুকি

ওলো আয় আয় আলি, সাজাই বনমালী,
বনফুল তুলি সকলে।
দেখি এ নীলরতন, দেখায় কেমন,
কাঞ্চনে খচিত করিলে ॥
কমল- নয়নে, কমল-ভূষণে,
কি শোভা হয় তা হেরিব।

লয়ে কোকনদে, দিয়ে করপদে,
কে ভাল তুলনা করিব ॥

যথারাগ—কাওয়ালী

বল দেখি সখি সবে, দোঁহে মিলি এত শোভে
দোঁহা মাঝে কে ভাল সুন্দর ?
নারী-চক্ষে পুরুষ ভাল, কেহ কবে কালা ভাল,
তাহে কালা নারী-মনোহর ॥
আমাদের রাই তাই, কেহ কবে ভাল রাই,
মোর চক্ষে উন কেহ নয়।
আধাআধী একরূপ, মিলিলেই অপরূপ,
উন হুন হেন না মিলয় ॥

যথারাগ—ঝাঁপতাল

সখি! আজি কুঞ্জ যেন সে কুঞ্জ নয়।
মুঞ্জরিল পুষ্পপুঞ্জ বল্লী, অলি গুঞ্জে তায় ॥
অতিসৌরভে বায়ু সুরভিত।
কুহরে কোকিলকুল, কৌমুদী করিছে
আমোদিত ॥
দেখ উথলিছে ঐ যমুনা,
কুরঙ্গ খেলিছে, বিহঙ্গ নাচিছে,
হাসিছে চন্দ্র-ললনা ॥

শেষ চড়া

নাচিছে মন আনন্দে,
বাজাও বীণা ওগো বৃন্দে,
রঘুজের গীত রাধাগোবিন্দে, শুনাইব যতনে ॥ ১৮৫

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

বর্ষাবর্ণন।

ভৈরবী—তিওট

দেখ কি চমৎকার, বরষার অধিকার,
কত কি দুঃখের প্রদর্শনী যেমন।
আকাশে ঘনঘটা, চমকে বিদ্যুৎছটা,
অস্পষ্ট সগুণ-ব্রহ্মভাব-নিদর্শন ॥
সঘোষ-আকাশে লীন, শক্রচাপ গুণহীন,
সগুণপ্রপঞ্চে যেন নির্গুণ-আভাস।
অহঙ্কার-ঢাকা যেন, আত্মা অপ্রকাশ হেন,
যার তেজে দৃশ্য মেঘ তাই অপ্রকাশ ॥
রজকের দান প্রায়, লইয়ে ফিরা'য়ে দেয়,
সূর্য্য শুষিয়া জল উগারি দিল।
দয়ালুর দেখি শিখি, বারিদে এখন দেখি,
তাপিতের উপকারে জীবন ত্যজিল ॥
কলিতে ধর্ম্মির দুখ, অধর্ম্মির বাড়ে সুখ,
বর্ষায় গ্রহে নিগ্রহ খদ্যোত উজ্জ্বল।
বিষয়-রসে রসিক, মানসহ'তে অধিক,
তটিনীর হৃষ্ট তনু হইল প্রবল ॥
বৈষ্ণবঅতিথি দেখি, হরিদাসগৃহী সুখী,
মেঘ দেখি শিখী সুখী হইল তেমন।
সংসারে পাপের ভয়, পাপী তায় সুখী হয়,
সপঙ্ক-পুকুর চক্রবাকের ভবন ॥
পাষণ্ডের তর্ক যেন, বেদ-মার্গ নাশে হেন,
কত বাঁধ ভগ্ন হলো বর্ষার জলে।
ভূমি উর্ব্বরা হয়, কৃষক আনন্দ পায়,
দুখ হয় মাতৃক্রোড়ে দৈব বলে ॥ ১৮৬

শরৎ বর্ণন।

সুরট খাম্বাজ—আড়া

নীল-আকাশে চাঁদের শোভা,
শরৎকালেই দেখায় ভাল।
যেমন মোহ-মুক্ত-চিত্তে, ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ
করে আলো ॥
বেষ্টিত হরিতদলে, শ্যামাভ নির্ম্মলজলে,
বিম্বিত-চন্দ্রমণ্ডলে, ধরা গগন সাজিল।
প্রফুল্লকুসুম কত, তারাই যেন তারার মত
চকোর ভ্রমর যত, খেচরে ভ্রান্তি করিল ॥

বিভাবরী একা নয়, দিবাও কিবা সেজে রয়,
গর্ভাধানের হর্ষোদয়,'প্রকৃতি' সেজে বসিল।
পঙ্কিল শুকা'য়ে এলো, আবিল সব ঘুচিল,
বরষার এলো মেলো, পথ ঘাট সোজা হইল॥
সমশীতউষ্ণস্পর্শ, বাতাসে বিলায় হর্ষ,
বসন্তহ'তে উৎকর্ষ, শরতে আনন্দ দিল।
নির্ঝরে ঝর্ঝর ধ্বনি, ভ্রমরের গুনগুনী,
ঝিঁঝির রব ঝিঙ্কিনী, মিলিয়া মনো মোহিল॥

১৮৭

ঝুলন যাত্রা।

শারদীয়-শোভাসম্পন্নবনে গোচারণ করিতে করিতে রাম ও কৃষ্ণ রাখালদের সহিত কাজোরী গাইতে গাইতে নানা প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, রাখালগণ বলিতেছেন।

কাজোরী সুর—খেমটা

এসো কানু তোমায় দোলাই।
কদমগাছের ডালে ঝোলা দোলা টাঙ্গাই;
বাজাও বাঁশী সঙ্গে কাজোরী গাই॥
সে আমোদ দেখে নাচবে গোরু বাছুর,
দেখতে আসবে মৃগ খঞ্জন ময়ূর,
ঝুলনের ঝাঁকিতে সুখী সবাই।
কুসুমে রচিয়ে ভুষণ পরাই,
কুসুমে খচিয়ে দোলা সাজাই,
কুসুমগুচ্ছের চামর ক'রে ঢোলাই॥ ১৮৮

রাম ও কৃষ্ণকে দোলায় চড়াইয়া দোলাইতে দোলাইতে রাখালগণ কাজোরী গাইতে লাগিলেন, কৃষ্ণও সেই সঙ্গে বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। বাঁশী শুনিয়া ব্রজনা কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কহিল।

সুরট মল্লার—আড়া

এ বাঁশী বাজাইওনা আর।
বাঁশী নয় এ যোগমায়া * জগৎ ভুলাবার।
এলোমেলো যোড়াতাড়া,
ধ'রে রাখা ভাঙ্গা গড়া,
এ প্রপঞ্চে আধিপত্য একাই যাহার।
অঘটন ঘটাইতে, বাকি কি আছে ব্রজেতে
আপন অধিকারে কর যথেচ্ছা আচার।
রূপ-গুণ-মহিমায়, বিমুগ্ধ করি সবায়,
আরো কি ইচ্ছায় চাহ সাহায্য মায়ার।
আত্মা মন সঁপি তোরে, খালি দেহে ঘর করে
দেহের মায়াও বুঝি রাখিবেনা কার?
সামান্য বাঁশির স্বরে, সামান্য সামান্য নরে
ঘরের বাহির করে প্রাণ আছে যার।
শুনিয়া তোমার বাঁশী, পাষণ্ডেও হয় উদাসী
উদাস হবে যে কৃষ্ণ সকলসংসার?

১৮৯

বংশিরধ্বনি শুনিতে শুনিতে গোপীদের অনুরাগোচ্ছেদ!

পরস্পর সম্বোধনে।

সরফরদা—কাওয়ালী

আহা কি সুস্বরে বাঁশী, বাজায় আমার বংশীধারী।
শুনে কি সুখ হতেছে বুঝাইতে নারি॥
অনেকেই তো বাঁশী বাজায়,
প্রকৃতি কত স্বর শুনায়,
কে এমন প্রাণ জুড়ায়,
বিনা আমার মুরারি?
সুখকর কত কি আছে,
সব তুচ্ছ আমার কাছে,

* টীকাকার বলিয়াছেন।

আমার মন এই যাচে,
শুনি শ্যামের বাঁশরী॥ ১৯০

বারোয়াঁ—ঠুংরি

শ্যামের বাঁশী ধন্যপুণ্যবান।
আর কেবা তার সমান ?
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মের নাহি এত মান॥
তাদের রাখেন হাতে ধ'রে,
বাঁশীকে ধরেন অধরে,
অধর-সুধা পান করে, বাঁশী ভাগ্যবান॥
আমার কি সৌভাগ্য এমন,
পাব সে সুধার আস্বাদন ?
যদি কৃষ্ণের কৃপায় কখন,
সে পদে পাই স্থান॥ ১৯১

এই সময়ে কোকিল কুহু কুহু ও ভ্রমর গুন গুন করিয়া বাঁশী শুনার ব্যাঘাত করিতে লাগিল এই জন্য তাহাদিগকে কহিলেন,

কাজোরী সুর—খেমটা

বুঝি শ্যামের বাঁশী শুননাই ?
অহঙ্কার মনেস্কর এত তাই,
ভেবেছ এমন আর কার স্বর নাই ?
কেবল কোকিলা তোর কুহু-কণ্ঠ-স্বর,
সুধুই গুনগুন গুনগুন করিস ভ্রমর,
শ্যামের মুরলীর কাছে কি তোদের বড়াই।
বনের পশু বাঁশির স্বরে মুগ্ধ হয়,
কানু বেণু বাজাইয়ে ধেনু ফিরায়,
ধরার তপন বাঁশী শুনে মৃদু সদাই॥
শুনে বাঁশির স্বর যমুনা উজানে বয়,
বাঁশির স্বরে হরে গোপীর গুপ্ত হৃদয়,
তোদের হৃদয় আছে কিন্তু সে হৃদয় নাই।

পরস্পর সম্বোধনে।

খাম্বাজ—মধ্যমান

সুধুই কি শ্যাম বাঁশী বাজায় ভাল।
যে ভাল তার সবই ভাল॥
কথা কয় তাও সুধামাখা
রূপে করে কত আলো॥
ময়ূরপাখা গুঞ্জারমালায়,
মাথায় চূড়া কেমন মানায়,
কপালে অলকা দেওয়ায়,
মুখ করে ঢল ঢল।
সহাস্য-অধরসনে, চঞ্চল দুটী নয়নে,
সে শোভা দেখি শ্রবণে
আপনি দোলে কুণ্ডল॥
বৈজয়ন্তী-মালা গলে, শিঙ্গা বাঁশী করতলে,
ধড়া পরা পীতাঞ্চলে, তাতে বর্ণ নীলকমল।
রাজা কি দেবকুমারে, সাজও রত্ন-অলঙ্কারে,
এমন মানায়না কারে,
বটে কিনা বল বল॥ ১৯৩

খাম্বাজ—মধ্যমান

সুধুই কি শ্যাম রূপে মনোহর।
সকলগুণের ধাম, সর্ব্বশক্তির একেশ্বর॥
নারী ভোলার ভাব যত,
ছেলে ভোলার লীলা তত,
বীরত্ব মাহাত্ম্য এত,
যুবাবৃদ্ধের পূজ্যবর।
পশুপক্ষ্যাদি তার বাধ্য,
অসাধ্য তার সুসাধ্য,
আরাধ্যেরও সে আরাধ্য
অথচ বালক সুন্দর॥ ১৯৪

বক্তার উক্তি।

মল্লার—তেতালা

প্রীতির প্রতিপ্রীতি দিতে, প্রীতিময় ঈশ্বর ?
আপনি হ'য়ে বাঁশী বাঁশির স্বর ;
আপনি বাজা'য়ে শুনান, বরদাতাই বর ॥
হৃদয়ের হৃদ্য হয়ে, পশে সহৃদয়-হৃদয়ে;
গোপীদের সর্ব্বাঙ্গ সুখে ভরিল,
তাই সবে এলোথেলো হইল ;
হেথা যশোদার স্নেহ উথলি,
স্তন্য হয়ে পড়ে গলি,
পুলকে পুরিয়া নন্দ হতেছে বিভোর।
মুখে স্তন বৎস না পিয়ে
কাঁদিছে বাঁশী শুনিয়ে,
দাঁড়া'য়ে অসাড়ে গাভী দুধ ঝরে,
আন পশু কাণ পাতি বাঁশিস্বস্বরে ;
নীরবে শুনিছে পাখী, শিহরি উঠিছে শাখী,
স্থির হ'য়ে নদী শুনে বেগ যার অধর ॥
ধীর হ'য়ে বায়ু রয়, পাছে শুনতে বাধা হয়,
ঝঞ্ঝা ঝিঁঝিঁ নিবিবিলি করিল,
তাপ তপন আজি ত্যজিল,
ঘন ঘন হ'য়ে আকাশেতে,
ছত্র হয় কৃষ্ণের শিরেতে,
কঠিন মাটি রজ হলো, ব্রজের ভিতর। ১৯৫

বিংশ অধ্যায়।

কৃষ্ণানুরাগিণী কতকগুলি কুমারী গান করিতে করিতে যমুনাতীরে আগমন করিলেন।

কালাংড়া—ঢিমাতেতালা

সখিগণ! মিছে আমরা বৃন্দাবনে রই।
কৃষ্ণ-পেয়ে সবাই সুখী আমরা কিসুখ পেলাম সই ?
যে চরণ পাবার তরে,
লোকে যোগ তপস্যা করে,
আশা করে যদি কভু পাই;
সে চরণ সাক্ষাতে পেয়েও.
পাবার মতন পেলাম কই ?
কৃষ্ণের সেবা কেহ করে, কেহ সহবাস করে
কেহ সঙ্গে খেলে সর্ব্বদাই;
গোষ্ঠের লীলা বৎসেও দেখে,
তা দেখারও যোগ্য নই ॥
নাম মাত্র জগদ্বন্ধু, নাম মাত্র কৃপাসিন্ধু,
পক্ষপাতী কৃপণ এমন নাই;
নারী যে পিঞ্জরের পাখী, তা কি জানেন কানাই ?
সমান দেখা লুকিয়ে ধ্যানে,
তবে সাকার কি কারণে ?
কাল্লামেঘ চাতকের দশা এই ;
অকিঞ্চনের কত দুঃখ কে বোঝে অবুঝ বই। ১৯৬

কুমারীসকলে যমুনাতীরে কাত্যায়নীর পূজা করিয়া প্রার্থনা করিলেন।

বিহঙ্গড়া—জৎ

মাগো কাত্যায়িনি! করুণা করগো,
তোমার কুমারী-কিঙ্করী-প্রতি।
কৃষ্ণপ্রিয়া কর এই, ওপদে বিনতি ॥
কৃষ্ণ অখিলের পতি, অনাথের গতি,
দিবে কি পতিপ্রার্থিনীর হইতে পতি ?
হই অযোগ্যা পাপিনী, তুমিতো পতিতপাবনী
পেতেপারি নীলমণি, পবিত্র কর মা এ মতি। ১৯৭

কুমারীসকলে বিবস্ত্রা হইয়া বস্ত্রগুলি তীরে রাখিয়া জলক্রীড়া করিতে করিতে গাইতে লাগিলেন।

ভৈরবী—তিওট

সে কি না জানে?
যে যা করে সবই সেই বিধাতার বিধানে॥
কৃষ্ণে ভালবাসা, পতি করি আশা,
ভালে আছে লেখা, নতুবা হতোনা মনে।
ঘটকালি ক'রে, মিলাবে সে পরে,
এ বিধি নিশ্চয়, বুঝিয়াছে মনে প্রাণে॥
আমাদের বাসনা, কৃষ্ণও কি জানেনা,
সে কি না জেনে কারও, মন টানে? ১৯৮

বস্ত্রহরণ।

এমন সময়ে কয়েকটী বয়স্যসহিত শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিলেন ও কুমারীদের বস্ত্রগুলি হরণকরিয়া হাসিতে হাসিতে নিকটবর্ত্তি কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া কল্পনার অনুমান।

কীর্ত্তনীয়—ভৈরবী একতালা

কীটাণু হইতে, ক্রমশঃ উন্নত,
শরীরী সুবারি প্রভু।
পরমপুরুষ, করমের ফল,
কারে কি না দেন কভু।?
তবু দুরাকাঙ্ক্ষ, দাও দাও করে,
মেটেনা বাসনা তার।
ধরাকে ছাড়েনা, দেখিতে পাইয়া,
করিতেছে আবদার॥
এমনিই করে, অধিকারী যারা,
পাইতে হরিচরণ।
ছটফটে ধরে, ঠেকা'য়ে রাখিতে,
পারেনা মধুসূদন॥
দাতা আসিবার, আগে হ'তে যত,
যাচকের সমারোহ।
যুবতী প্রৌঢ়া, আসঙ্গ চাহিয়া,
মাতিয়াছে অহরহ॥
হাদে দেখ যত, কুমারীরা চায়,
পতি হও রমা-ধব।
ভকতের সাধে, সাধ মিটাইতে,
কল্পতরু কেশব॥
অদেয় তো নাই, তথাপি দিবার,
কৌশল কৃষ্ণের কত।
কেন যে কি করে, বুঝিতে দেয়না,
ভোজের বাজীর মত॥
ব্রজ-রঙ্গভূমে, প্রেমপ্রদর্শন,
গোপী নটী নিজে নট,
বসন হরণ এই অভিনয়,
ছেলেমী নয় নিপট॥ ১৯৯

কৃষ্ণের প্রতি কুমারীদের উক্তি।

সিন্ধুখাম্বাজ—আড়খেমটা

ছি ছি একি তোমার কায বংশীধারি!
সাজেনা দাসীদের সঙ্গে তামাসা চাতুরী॥
আর জলে রইতে নারী,
দেখ শীতে কেঁপে মরি,
বসন রাখ বিনয় করি, কথা রাখ হরি!
অবলা সরলা নারী, লজ্জারই ভরসা করি,
সে লজ্জা বসনে বারি, তাই নিলে হরি? ২০০

বস্ত্রহরণপ্রসঙ্গে কল্পনার সদভিপ্রায়।

কীর্ত্তনীয় তোড়ী—একতালা

বসন হরণ, রাখালী-তামাসা,
রাখালবাখালে কয়।
কেমনে বলিব, তাই বটে জানি,
কৃষ্ণ সে রাখাল নয়॥

এ রহস্য মাঝে, যে রহস্য আছে,
সাধকের হিতকর।
এমনি করিয়া, করম শিখায়,
অভিনয়ে নটবর ॥
বৈরাগ্য হইবে, সন্ন্যাস করিবে,
তবেতো পাইবে হরি।
দিগম্বরে চাও, সংসার সম্বরি,
হতে হবে দিগম্বরী ॥
বসন হরিয়া, উলাঙ্গী সকলে,
বুঝাইলা বংশীধর।
বসন হরিয়া, দেহের মতন,
আত্মায় উলঙ্গ কর ॥
সংসারে যা কিছু, মনের বন্ধন,
সে সব তার বসন।
এমনি প্রকারে, উলঙ্গ করিয়া,
সে সব কর হরণ ॥
আরো বুঝাইলা, যারে চাহি আমি,
উলঙ্গ করিয়া লই।
সংসারসহিত, ভাগাভাগী-প্রেমে,
প্রেমিক আমিতো নই ॥
সকল সঁপিতে, বাসে কি সরম,
ঢাকা রবে গোপিকার ?
তাই কৃপা করি, আপনি মুরারি,
ঘুচায় বন্ধন তার ॥ ২০১

চট্‌কাভাঙ্গা।

সিন্ধু—আড়া

বিবিধ-বন্ধনে বাঁধা মন।
কেটে দাও সে-বন্ধন;
তবেতো হইবে কৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণ ॥
সংসারের বন্ধন যত, একে একে কর কত.

ভেবে দেখ কৃষ্ণপ্রেমে গোপীদের, ছিল বন্ধন
যাদের কৃষ্ণগত জীবন,
কৃষ্ণপ্রেমে দেহ ধারণ,
তাদের মনোবন্ধন, কৃষ্ণ, ঘুচান
করি বস্ত্র হরণ ॥ ২০২

অনুকূল-চাতুরী।

কীর্ত্তনীয় দুঃখী বরাড়ী—একতালা

কহিলা মুরারি, এস এস সবে,
বসন কর গ্রহণ।
তোমরাসকলে, কৃশা হইয়াছ,
করিয়া ব্রতাচরণ ॥
লীলায় মিলা'তে, করমের ফল,
প্রবীণতা নাহি সাজে।
কে জানে কে তারা, লোকে জানে খেলা,
ছেলেমী ভাল এ কাযে ॥
উলাঙ্গী হইয়া, আসিতে বলাতে,
মনে হয় উপহাস।
কিন্তু উপদেশ, আত্মা সাক্ষাৎকারে,
যে যায় প'রে কি বাস ?
লোকান্তরে যায়, দেহ ফেলাইয়া,
সাযুজ্যে পরি বসন।
চুম্বকে চাহিলে, পারেনা চুম্বিতে,
লোহা ল'য়ে আবরণ ॥ ২০৩

জটিল-কৌশল।

কীর্ত্তনীয় মালব—দোঠুকি

গোপনশরীর, করে আচ্ছাদিয়া;
আসিলে কুমারীগণ।
কৌশলে উলঙ্গ, করিলা কেশব,
তাহার আছে কারণ ॥

আত্ম সমর্পিতে, আসিয়া যে টুকু,
গোপনে রাখিয়া দিবে।
তার অনুরোধে, আবার সংসারে,
ফিরিয়া আসিতে হবে॥
অন্যেরে এরূপে, বুঝান যায়কি?
সরম মরম-চোর।
কৌশল ব্যতীত, এরা কি বুঝিত?
এ কথার ফের ঘোর॥ ২০৪

কুমারীদের অভিলষিত বর।

কৃষ্ণের উক্তি।

কালাংড়া—তেতালা

গোপীগণ! আজ তোমাদের ব্রত সমাপন।
গৌরী-আরাধনের ফল,
পেলে করো আস্বাদন॥
পাইলে এ ফল-স্বাদ, পূর্ণ হবে সকলসাধ,
রবেনা দুখ বিষাদ, কোন আকিঞ্চন;
মন হইবে ভাজাবীজের মতন;
অনন্তকালের ভোগ্য, পাবে শান্তি-নিকেতন।
২০৫

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থানকরিলেন, কুমারীগণও স্ব স্ব গৃহে গমনকরিলেন

একবিংশ অধ্যায়।

বন ভ্রমণে কবিতে [illegible]তে রাম ও রাখালগণের নিকটে কৃষ্ণ-কর্তৃক বৃক্ষাদির প্রশংসাবাদ।

বাঁউলের সুর—খেমটা

সুতভাব এ সব আকৃতি।
ওষধি, তৃণ, গুল্ম, লতা, তরু, বনস্পতি॥
এদের সার্থকজন্ম, নিঃস্বার্থ জীবনকর্ম,
যেন দ্বিতীয় ধর্ম্ম, অচল-মূরতি।

এরা মূল, অস্থি, সত্ত্ব, বল্কল,
পত্র, পুষ্প, গন্ধ, পল্লব, ফল,
ছায়া আশ্রয়ে কেবল, পরের উপকারে ব্রতী
(এমন কেবা)
জীবদের ভোগের তরে, ভোগ্যস্বরূপ ধ'রে,
যেমন ভুবনভিতরে, আপনি প্রকৃতি।
তেমনি দেখি এ উদ্ভিদের ব্যাভার,
যেন এরাই বা দয়ার অবতার,
কিম্বা পরমসাধুতার, বাঞ্ছিত, গতি এ মতি॥
(অতুলিত)
যত সবস্বার্থপরে, চারি ফল পাবার তরে,
নিয়ত চেষ্টা করে, নাহিক বিরতি।
জীবন, মুক্ত হলেই ফুরিয়ে গেল,
কিন্তু জগতের কি কাযে এলো,
দিন কতক এলো গেল,
হেটো ব্যাপারী যেমতি॥ (ভবের হাটে) ২০৬

যাজ্ঞিকব্রাহ্মণদের ভ্রান্তি।

অনন্তর যমুনা-তীরে উপস্থিত হইলে রাখাল গণ ক্ষুধাতুর হইয়া রাম ও কৃষ্ণকে ভোজন প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন ওই নিকট বর্ত্তি-আঙ্গিরসনামক-গ্রামে যাইয়া তথায় দেবযজ্ঞে ব্রতি-ব্রাহ্মণদের নিকটহইতে আমাদের নাম করিয়া অন্ন প্রার্থনা করিয়া আন, রাখালগণ তথায় উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন।

খট্ ভৈরব—একতালা

কর নিবেদনে অবধান।
ক্ষুধায় কাতর, কৃষ্ণ হলধর,
যদি শ্রদ্ধা হয়, কর অন্নদান॥
ক্ষুধাতুরে অন্নদানে মহাফল,

যাচকের সন্তোষে গৃহস্থের মঙ্গল,
বিশেষ, ফলাকাঙ্ক্ষী, থাকয়ে অপেক্ষি,
যদি যোগ্যপাত্র হয় যাচমান।
আমরা নই ভিক্ষারী, গোপ ব্রজবাসী,
রাম-কৃষ্ণই তোমার অন্নের অভিলাষী,
তাঁদের আজ্ঞাপালন, করি অনুক্ষণ,
অবজ্ঞা কর তায় নাহি অভিমান॥ ২০৭

ভগবান অন্ন চাহিয়াছেন শুনিয়াও ব্রাহ্মণগণ অন্নদান দূরে থাকুক কোন উত্তর দিলেন নয়। ইহা দেখিয়া কল্পনা বিবেচনা করিল।

সিন্ধু—মধ্যমান

ফলাকাঙ্ক্ষির ফলে প্রয়োজন,
হয়তো জানেনা বৃক্ষ কেমন।
জানিলেও তায় কি প্রয়োজন,
বণিক চায় কি উপবন?
চতুর্বর্গফলের বৃক্ষ, কৃষ্ণ কাছে নাহি লক্ষ্য,
উপেক্ষা করিল, ইষ্ট-প্রত্যক্ষে অজ্ঞের মতন।
এরা এখন পায় কেশবে,
কতই কি ফল চাহিবে,
তাতিই এদের উচিত নয়,
অকালে কৃষ্ণমিলন॥ ২০৮

রাখালগণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের নিকটে নিরাশ হইয়া সেই কথা কৃষ্ণকে কহিলে কৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

কেহ যৈন বিমুখ না হয়। (রাখালগণ হে)
বিমুখ ক'রেছে ব'লে, বিমুখ করা উচিত নয়॥
যেবা কর্ম্মে অনুরাগী,
করতে নাই তারে বিবেগী,
যে ইচ্ছুক স্বর্গের লাগি,
আর কিসে তার সুখোদয়? ২০৯

কল্পনার বিচার।

সিন্ধু—মধ্যমান

বাসনার দাস কর্ম্মীজন,
ক'রতে পায়না মুক্তির আকিঞ্চন।
আসক্তে বিরক্ত করা, কৃষ্ণেরও নহে মনন॥
তবে যে হ'য়ে বিরক্ত, হয় কৃষ্ণের পদানত,
তারে কৃষ্ণ করেন মুক্ত,
এই গুণে পাপি মোচন। ২১০

অনুকূল-দেবতার অনুগ্রহ।

কৃষ্ণ বলিলেন, তোমরা দ্বিজপত্নীদের নিকটে যাও তাঁহারা আমাকে ভালবাসেন। রাখালগণ সত্বর ব্রাহ্মণীদের নিকটে যাইয়া রাম কৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিয়াছেন, এই কথা বলিবামাত্র ব্রাহ্মণীগণ আনন্দিত হইয়া বলিলেন।

ভৈরবী—মধ্যমান।

রে রাখাল! কি কথা শুনালি বল আবার।
এসেছেন অন্ন যাচিতে, কৃষ্ণ বিষ্ণু-অবতার!!
অন্ন চাওয়া ছল ক'রে,
দয়ায় আনিয়াছে তাঁরে,
দেখাইতে মো সবারে, এতই মাহাত্ম্য দয়ার।
জানি ভক্তাধীন তিনি,
কিন্তু কি ভকতি জানি,
দেখিতে চাই গুণ শুনি, এইমাত্র পুণ্য-সঞ্চার॥
কে কে যাবি আয়লো! তোরা,
আশার তৃষ্ণার প্রাণ-ভরা,
মন লাগায়ে ত্বরা,
শ্যামরূপে খেলতে সাঁতার। ২১১

এই কথা বলিতে বলিতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি লইয়া বিপ্রপত্নীগণ কৃষ্ণসমীপে গমন করিতে লাগিলেন; পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের নিবারণ গ্রাহ্য করিলেন না। এই সম্বন্ধে কল্পনার সিদ্ধান্ত।

কালাংড়া—আদ্ধথেমটা।

তখন কি আর কারো বাধায় তাদের মন
বাধ্য হয়।
যেমন প্রাণ মানা শোনেনা
লোকান্তরে যাবার সময়॥
বিবেকির আত্ম-দর্শনে,
সরিতের সাগর-গমনে,
লৌহের চুম্বক-আকর্ষণে,
পেছুটান কোন কিছুই নয়। ২১২

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-দর্শন পাইবার উপযুক্ত সময় পাইয়া কল্পনার উৎসাহ।

খম্বাজ—একতালা।

চল বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ-দরশনে,
দরশন পাবার হয়েছে সময়।
মন চ'লে গেছে, দেহ প'ড়ে আছে,
পরাণ কাঁদিছে, বিলম্ব না সয়॥
যখন গিয়েছিলাম, তীর্থপর্য্যটনে,
তখন বৃদ্ধ ছিলাম, মায়ার বন্ধনে,
সংসারবাসনা সবই, ছিল মনে,
তখন যা দেখেছি দেখাই সে নয়।
করলাম সংসার হ'তে বিদায় গ্রহণ,
ক্রমে ঘুচায়েছি মায়ার বন্ধন,
বাকি কর্ম্ম কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ,
প্রার্থনীয় কেবল কৃষ্ণপদাশ্রয়॥
রঘুজের এখন বৃন্দাবনবাস,
হইবে রহিবে দেহ হ'লেও নাশ,
নিত্যানন্দধামে গোবিন্দের বিলাস,
নিত্যই দেখিবে নাহি সংশয়। ২১৩

তন্মধ্যে একটী কামিনীকে তাঁহার স্বামী ধরিয়া রাখিলেন। তিনি সশরীরে যাইতে পারিলেননা কিন্তু যথাশ্রুত কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিয়া তাহাতে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক স্বামি-প্রদত্ত দেহ স্বামিকে দিয়া প্রস্থান করিলেন।

ইমন—আড়া।

দেহ গেহ মাত্র কর্ম্মভোগের,
আর তো কিছুই নয়।
তখন তায় আর কি প্রয়োজন,
হ'লে কর্ম্মক্ষয়॥
প্রাপ্য নিত্য স্থানেতে যার,
পেয়েছে মন অধিকার,
দেহপ্রতি মায়া কি তার, ছাড়িলেই হয়।
জীবাত্মা রয় ভ্রান্ত যখন,
বদ্ধ গুটিপোকার মতন,
আত্মজ্ঞ হইলে তখন, আর কি বদ্ধ রয়?
জীবন্-মুক্তের জীবত্ব,
রক্ষা ত্যাগ দুই আয়ত্ত,
কৃষ্ণলাভে কৃষ্ণ-গত-জীবনে কি ভয়? ২১৪

কৃষ্ণদর্শনে দ্বিজপত্নীদের উক্তি।

গারা ভৈরবী—আড়া।

শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ ঐ দেখ, যমুনার কূলে।
সখার অঙ্গে অঙ্গ রাখি, দাঁড়ায়ে বামভাবে হেলে॥
শিরে শিখি-পুচ্ছের চূড়া,
তাহে গুঞ্জার মালা বেড়া,
পরিধান পীতধড়া, উৎপল শ্রুতিযুগলে।

অলকা দুই গণ্ডস্থলে,
বনমালা দোলে গলে,
বেশ রচিত প্রবালে, নট যেন নাট্যস্থলে॥
লীলা-কমল দক্ষ করে,
ঘুরাইছেন হাস্য ক'রে,
নয়ন মন দুই ধ'রে, দেখে এরূপ কে না ভোলে? ২১৫

মতান্তরে দৃশ্য ভেদ।

বাহার বাগেশ্বরী—কাওয়ালী

নবীন-নীরদ-বর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম-কায়।
অচঞ্চলা সৌদামিনী পীতবসন তায়॥
কিবা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গী করিয়ে,
দাঁড়া'য়ে বামে হেলিয়ে, যেন লাবণ্য গড়া'য়ে,
পড়ে পাছে ধ'রে রয়।
শ্যামের হাসি কি শোভা প্রকাশে,
যেন চাঁদ নীলআকাশে,
কিম্বা চাঁদের সুধা খসে,
সুখ দিতে মো সবায়॥
হাতে ধ'রেছেন নীলকমলে,
ওতো কমল নয় কলে,
আমাদের মানস-দলে, কমল হেন দেখা যায়।
হেদে দেখ দেখ সখি এ কি,
প্রাণ ত্যজি সেই সখী, *
কৃষ্ণের বাহু স্কন্ধে রাখি,
দাঁড়া'য়ে অর্দ্ধাঙ্গ প্রায়!! ২১৬

দর্শন সুখ।

কালাংড়া—আড়খেমটা

অধনের ধন, সাধনের ধন।
পেয়ে যে কি তৃপ্তি, জানে পাইয়াছে যেই জন॥
শুনে যার গুণ-গাথা,
সে গাথায় মন ছিল গাঁথা,
দেখে সে গুণের পুরুষ, সে কি ধৈর্য্য ধরে এখন?
নয়নপথে বাহিরিয়ে,
কৃষ্ণের রূপ আলিঙ্গিয়ে,
অন্তরের তাপ ঘুচাইল,
জ্ঞানির অহঙ্কারের মতন॥ ২১৭

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অভ্যর্থনা।

ছায়নট—আড়খেমটা

এসো ভাগ্যবতি! কল সুমঙ্গল শুনি।
আজ্ঞাকর কি করিব, কি অভিলাষিণী?
কেবল কি দেখিতে আসা,
করনা ফল প্রত্যাশা,
আত্মায় কেবল ভালবাসা,
বিবেকির তা জানি।
আত্মাসম্পর্কীয় ব'লে, প্রিয় আত্মীয়সকলে,
তাইতে আগ্রহ হলে, মমানুরাগিণী॥ ২১৮

সোপদেশপ্রিয় সম্ভাষণ

সিন্ধু—পোস্তা

তোমরা এত ভালবেসেছ আমারে!
আমারে দেখিতে এলে সকলবাধা তুচ্ছ ক'রে
সংসারে বিবেকী যারা, আমারই প্রিয়জন,
আমারে যে প্রীতি করে, আমার প্রীতি তারে

---

* যিনি স্বামিকৃত দেহত্যাগ করিয়াছেন।

আমারে অর্পিলে মন, আমারই হ'লে এখন,
শরীর দিবার নয় পালগে উহারে ॥
মম-সম্পর্কীয় হ'লে, আত্মীয় ভেব সকলে,
স্বকীয় কি পরকীয়, অভেদ-আকারে।
এখন স্ব স্ব গৃহে যাও, পতি-অনুগতা হও,
কেহ হইবেনা রুষ্ট, ভয় নাই কারে ॥ ২১৯

দ্বিজপত্নীগণের খেদ।

খাম্বাজ—একতালা

গৃহে যেতে বল, কেন কৃষ্ণ বল,
এমন নিঠুর বাণী ?
শরণ লইলে, সরাইয়ে দাও,
এইতো নূতন শুনি ॥
মনে মনে তোমার লইলে শরণ,
তুলে লও খুলে ভবের বন্ধন,
সাক্ষাৎ পাইয়া ধরেছি চরণ,
ত্যজ কি মোরা পাপিনী ?
পতিতপাবন দয়ার সাগর,
এ কথা সত্য কেন মিথ্যা কর,
কেহতো কহেনা সাগর-ভিতর,
মিশিছে বাঞ্ছা-তটিনী ?
সংসারের মায়া কাটা ঘোরদায়,
তোমা দরশন তোমার কৃপায়,
উভয়-সুযোগ করি পুনরায়,
[illegible] চাহি আপনি ?
পিতা মাতা ভ্রাতা পতি আদি সবে,
তুচ্ছ ক'রে আসা, কে বা ডেকে লবে,
ও চরণে আত্মা, দেহে কিবা হবে,
কি না জান চিন্তামণি ॥ ২২০

তত্ত্বোপদেশদ্বারা কৃষ্ণ-উক্ত সান্ত্বনা।

আলেয়া খাম্বাজ—একতালা

কেন দুখ ভাব, আমার স্বভাব,
জাননা, এই যা দেখ লীলাময়।
এই অঙ্গ-সঙ্গ ক দিনের তরে ?
অঙ্গহীন-আত্মা বাহিরে ভিতরে,
পরস্পর মিলি এক হও পরে,
চিরস্থায়ী সুখ পাইবে নিশ্চয় ॥
রূপতো দেখিলে, শুনিয়াছ গুণ,
স্মরণ কীর্ত্তন কর অনুক্ষণ;
সেই সুখে নিত্য থাকিয়া মগন,
সুখময় আমায় পাইবে বিলয়। ২২১

পত্নীগণ প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগ ভাবিয়া যাজ্ঞিকগণের আক্ষেপ।

সাহানা—আড়া

ধিক আমা সবে।
বৃথা অভিমান করি, জ্ঞান-গৌরবে ॥
জ্ঞানে যাঁর তত্ত্ব করি, পায় তাঁর অজ্ঞা নারী,
জেনেও তাঁরে চিনতে নারি, ভক্তির অভাবে।
জ্ঞানী হ'তে প্রিয়জন, ভক্তের বিশ্বস্ত মন,
পুরুষকারে প্রিয়জন, কার বাধ্য কবে ?
দুর্জ্ঞেয় দুষ্প্রাপ্য ব'লে, কৃপাকরি ভূমণ্ডলে,
প্রকাশ লীলার ছলে, বুঝি অনুভবে।
ভক্তি হেন চক্ষু নাই, জ্ঞানে কি সে রূপ পাই?
দেখায় হরি তারাই, যারা রত মাধবে ॥ ২২২

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ।

মেঘ জলবর্ষণ করে, জলপান করি, এবং জল সিক্ত হইয়া ভূমি যে শস্য প্রসব করে তাহাই

জীবনোপায়, অতএব মেঘস্বামী ইন্দ্রের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় ব্রজবাসিগণ প্রতিবৎসর ইন্দ্রযজ্ঞ করিয়া থাকেন। সেই যজ্ঞের উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ নন্দাদি গুরুজনকে কহিলেন।

সিন্ধু—পোস্ত

সবাই কর্ম্ম কর কর্ম্ম কি চেননা?
করমই পরমেশ্বর ফলে অনুমান করোনা?
কর্ম্মবশে জনম মরণ, সুখ দুঃখ আদি ঘটন,
কর্ম্ম অনুসারে কর্ম্মী,ফল পায় যেমন সাধনা।
ফলদাতা রহে কেহ, কর্ম্মিরইতো বশ সেহ,
কর্ম্ম নাকরিলে সে তো, কারেও ফল দিতে পারেনা॥
ইহ জন্মের ভোগ্য সত্ব,
পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মায়ত্ত,
কর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়ে, বৃথা অন্যের উপাসনা।
(তবে ইন্দ্রের আরাধনা কেন কর?)
কৃতজ্ঞতায় বাধ্য হও,
কর্ম্মের পূজায় রত রও,
অসতীর মত, পরপতি ভজনা করোনা॥ ২২৩

আরও শুন।

গারা ভৈরবী—জৎ

জাননা জগতের ব্যাপার,
কিসে সৃষ্টি স্থিতি লয়।
সত্বরজতম হ'তে, নির্ব্বাহ হয় সমুদয়॥
ঘন বরষে উদক, রজ তাহার প্রেরক,
জলহ'তে শস্য, শস্যহ'তে জীব জীবিত রয়।
ভেবে দেখ কেবা কর্ত্তা,
স্বভাব হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা,
বরং তারাই পূজ্য, যাঁদের দ্বারা, আমাদের জীবিকা হয়॥
পশু পালি বনে থাকি,
গোবর্দ্ধনের ভরসা রাখি,
এরাই অনুকূল-দেবতা, এদের,
পূজ হবে শুভোদয়॥ ২২৪

কৃষ্ণের এই যুক্তি চাতুরীতে গোপগণ উত্তেজিতহইয়া ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত করিয়া গো গোবর্দ্ধন ও ব্রাহ্মণদের অর্চ্চনা করিলেন, মহামহোৎসব হইতে লাগিল। স্ত্রী ও পুরুষে ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া গোধনসকলকে অগ্রসর করিয়া বক্ষ্যমাণ গীত গাইতে গাইতে গোবর্দ্ধন গিরি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

আত্মজ্ঞের উদ্বেগ।

ঝিঁঝিট—আড়া

ভাল ছিল অজ্ঞতায়।
ব্যাকুল হতেছি ভাবি আপন দশায়॥
এ জগৎ কালের রাজত্ব,
দেহ কর্ম্মভোগের ক্ষেত্র,
জন্ম মৃত্যু কর্ম্মায়ত্ত, আমি বন্দী তায়
চিরকাল কি এমনি যাবে,
এতে শান্তি কে পায় কবে,
সরমে মরি তাই ভেবে, কচ্ছি কি বৃথায়॥
অবিদ্যার কুহকেতে,
ঘুরছি মোহআঁধারেতে,
আরতো পারিনা ঘুরিতে, কূপমণ্ডূক প্রায়।
কবে এ দায় এড়াইব,
স্বাধীন সন্ন্যাসী হব,
রঘুজেরে উদ্ধারিব, সঁপিব আত্মায়॥ ২২৫

কি লজ্জার কথা !

ঝিঝিট—আড়া

তেবে লজ্জায় মরি মন !
কখনই কি ঘুচিবেনা জনম আর মরণ?
আশিলক্ষ জন্ম ভ্র'মে,
মানুষজন্ম ক্রমে ক্রমে,
মানুষের অমানুষ-দোষেও হয় অধঃপতন।
মানুষ ক্রমে দেবত্ব পায়,
দেবত্বের পর শিবত্ব হয়,
সাধন-বলে এই প্রকারে জনম হয় বারণ ॥
নতুবা প্রলয়ের পরে,
এই জীবত্বই এই সংসারে,
অনন্ত কাল পুনঃ পুনঃ করিবে ভ্রমণ।
এ সব তত্ত্ব জেনে শুনে,
নিশ্চেষ্ট থাক কেমনে,
সংসারের অশেষছঃখেও হয় নাকি চেতন ?
অন্তরে বিবেক ধর,
অনাসক্তি ত্যাগ কর,
নিরালম্ব না হলে নাই বন্ধন-মোচন।
এতে যদি অশক্ত হও,
রঘুজে সঙ্গে ক'রে লও,
জগন্নাথের পদে কর আত্ম-সমর্পণ ॥ ২২৬

মনকে শিক্ষাদান।

সুরট মল্লার—আড়া

মনরে তুমি আর কিছুই ভেবোনা।
সুখছঃখের হেতু কেবল, তোমার ভাবনা ॥
জগৎ অপার নিত্য হয়,
তোমার আমার জন্ম নয়,
ফাঁদে পড়ে পাখী লোভে, ফাঁদে ফেলেনা ॥
নিরাকার তোমায় কি ক'রে,
কে রাখিতে পারে ধ'রে ?
যা ক'রতে হয় কর কারও, বাধ্য থেকনা ॥
দেহ-ধর্ম্ম জনম মরণ,
অবস্থাদির পরিবর্ত্তন,
আপনিই হয়, সে কার পুরায় প্রার্থনা ?
শরীর যদ্দিন থাকে থাকুক,
তাতে যা হয় সবই হউক,
পরের ঘরে থাকার মত, থেকেই দেখনা ॥
তোমার বন্ধন তোমারই দোষ,
তোমার মুক্তি তোমারই বশ,
স্বাধীন যে তার অধীনতা, পরমযাতনা।
ছাড় মায়ার অধীনতা,
শুন মন রঘুজের কথা,
মায়া-মুক্তি হ'তে আর কি,মুক্তি সাধনা ? ২২৭

আক্ষেপ।

ইমন্ ভুপালী—আড়খেমটা

মন অবুঝ মায়ার ফেরে, সময় হ'রে
সারা হ'লাম।
নইলে এদ্দিন ভবের আঁধার,
ছাড়িয়ে যাবার স্থান যে পেতাম ॥
একে আঁধার সন্ধ্যাবেলা,
তায় এ পথে আপদ মেলা,
তাড়াতাড়ী ছেলে খেলার, কর্ম্ম নয়
হায় কি করিলাম।
সময় থাকিতে চেত হলনা,
অলসের অনুশোচনা,
গুরুর কৃপায় পথও চেনা, আস্তে আস্তে
গেলেই যেতাম ॥
এখন ভাবলে হবে কি আর,
চেষ্টা ক'রতে হবেই যাবার,

খানিক গেলেও অনেক সুসার, পুনর্যাত্রায়
পাব আরাম।
নিঃসঙ্গ হও ত্যজ মায়ায়,
রঘুজও যাবে ডাক তায়;
ধ্যান কর ইষ্টদেবতায়, তিনিই শিব,
তিনিই মোক্ষধাম॥ ২২৮

সংসার-তত্ত্বসম্বন্ধে।

বাউলের সুর—একতালা।

ও-মন! ভাবনা কিসের?
এ সংসার নয় তোমার আমার!
কি বা কার নও তুমিই তোমার॥
(অন্যের কথায় কার্য কিহে)
(তবে কার ভাবনা ভাবহে)
যথ অন্যে তোমার ভার, এ সংসারের ভার,
তোমার উপর এ ভ্রম রেখোনা আর॥
এ সব প্রকৃতির কারখানা, অচল থাকেনা,
তোমার কর্ম্মভোগ দিচ্ছ বেগার॥
(প্রকৃতির কৌশলে)
তুমি ভাবছ যাদের তরে,
তারাও ভাববে পরে,
তোমার জনক ভেবেছেন এ প্রকার।
হ'য়ে প্রকৃতির খেলনা, বুঝিতে পারনা,
পরের কাযে ক্ষায ক্ষতি আপনার॥
(ক'রছ কেবল)
সংসার যেমন তেমনি থাকে,
আসে যায় লোকে,
জন্মমৃত্যু-শালির পান্থ-আগার।
প্রবাসবাসী সঙ্গী যেমন,
স্বজন সঙ্গী তেমন,
প্রভেদ কেবল মাত্র আত্মীয়তার॥
(ভবের ব্যাপারিরা)

এযে সংসারের ব্যাপার, জীবকে ফাঁসাবার,
এড়াবার উপায় ভাব একবার।
হ'য়েও সংসারী সংসারে, লিপ্ত থেকোনারে,
দেখতে থাক কেমন ভবের ব্যাপার॥
(নিশ্চিন্ত হইয়ে)
হ'লে সংসারে নির্লিপ্ত, প্রকৃতি-বিক্ষিপ্ত,
কুহকহতেও ক্রমে হইবে পার।
এই যুক্তি ধর হৃদে, প্রকৃতির গারদে,
বিপন্ন-রঘুজে কবছে উদ্ধার॥
(দৃঢ় চেষ্টা করে) ২২৯

সংসার ও আত্মসম্বন্ধে।

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—মধ্যমান

মন বুঝেছ সংসারের তত্ত্ব,
কিছুতেই নাই কারও সত্ত্ব,
ভাগ্যজীবী সবাই পরবশ।
পরের ঘরে পরের ধনে,
পরস্পর পরের সনে,
কর্ম্মভোগকে ভাবি ভোগ হরষে॥
প্রাণের প্রিয় দেহের তরে,
মরি রোগ ভোগ ক'রে,
তাতেও করে প্রভুত্ব বয়সে।
হয় বটে জন্ম মরণ,
তারও নিয়ন্তা অন্য জন,
তবু বদ্ধ থাকি কি [illegible]?
(মায়ার অধীনতায়—পোষা-পশুর মত)
প্রাণ পক্ষী পলাইবে যবে,
এ সংসার অবিকল রবে,
আমি গেলে তার কিছুই যাবেনা।
পড়িয়া রহিবে দেহ
যেন শূন্য ভগ্ন-গৃহ,

তারও সঙ্গে সম্বন্ধ রবেনা ॥
রঘুজের দশা এই প্রকার,
প্রাক্তনের নিয়োগে আবার,
কি গতি হইবে কেউ জানেনা।
থাকিতে ঐহিক সময়,
চল লই হরি-পদাশ্রয়,
সেখানে প্রাক্তনের জোর চলেনা ॥
(যাত্রা কর হরি ব'লে-সর্ব্বত্যাগী হয়ে) ২৩০

উপদেশ।

রামপ্রসাদী সুর—আড়খেমটা।

মন মিছে কাযে আর যেওনা।
ক্রমে সময় ফুরা'য়ে এলো,
আসল কায কিছুই হলোনা ॥
নানা কাযে লিপ্ত হ'য়ে,
ছড়িয়ে ফেলেছ আপনা।
এখন সংযত হও, স্থির হ'য়ে রও,
ইতস্ততঃ আর ক'রোনা ॥
স্থির হ'য়ে হৃদয়ের মাঝে,
খানিক ভগবান ভাবনা।
তাঁরে ভেবে চিনে পাওয়া,
তোমার আসল কায তা কি বোঝোনা?
চেনা থাকলেই খুঁজে পাওয়া,
রঘুজের কঠিন হতোনা ॥
এখন সহজ নয় মন, হ'চ্ছে হবে
ক'রলে শেষ অনুশোচনা ॥ ২৩১

এই অবসরে কৃষ্ণ এক প্রকাণ্ড দ্বিতীয় মূর্ত্তির উদ্ভাবন করিয়া "আমি পর্ব্বত" বলিয়া পর্ব্বতকে নিবেদিত পর্ব্বতাকার রাশীকৃত ভোজ্য ভোজন করিতে লাগিলেন এবং এই পর্ব্বত আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া দর্শকদের সহিত আপনি আপনাকে প্রণাম ও বন্দনা করিলেন সেই সময়ে কল্পনা বলিল।

রামপ্রসাদী সুর—আড়খেমটা।

ভাল খেলা খেলে নিলে।
এয়ে পঞ্চভূতের নাট্যশালায়,
অদ্ভুত-লীলায় ভুলা'লে ॥
ছেলে কিম্বা বৃদ্ধ যুবা, কিছুই নও,
ছেলে সাজিলে।
তবু কৃত্রিম অকৃত্রিম ছেলেমী,
দ্বন্দযুদ্ধ দেখাইলে ॥
আমরা হ'লে হেসে ফেলি,
ছেলের দলে মিশতে গেলে।
তোমার হাসি কান্না সমান তাতেই,
যা কর তাই অবহেলে ॥
জানি তুমি কি না পার, বটের পাতায়
ভাস জলে।
আবার বৈকুণ্ঠে অকুণ্ঠ-প্রভাব,
গণ্ডকে শালগ্রাম-শিলে ॥ ২৩২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত করিয়াছেন জানিতে পারিয়া দেবরাজ সক্রোধে তাঁহাদের প্রতি অত্যাচারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আজ্ঞাবহদের প্রতি।

সুরটমল্লার—কাওয়ালী

গর্ব্বিত গোয়ালা করে অবজ্ঞা আমারে।
সমুচিত শাসন করিব সবারে ॥
যাওতো সম্বর্ত্তগণ, সহায় ল'য়ে পবন,
বারি বর্ষি বৃন্দাবন, ডুবাও একেবারে।
কুলিশ-করকাঘাতে, সসম্পদ গৃহজাতে,

গোষ্ঠগোধনের সাতে, ফেল চূর্ণ ক'রে ॥
ধু'য়ে ফেল যমুনায়, কোন চিহ্ন নাহি রয়,
ব্রজ যেন মুছে যায়, ধরার মাঝারে।
যাও ক'রে অন্ধকার, দেখুক প্রভাব আমার,
ব্রজবাসী দুরাচার, আর সংসারে ॥ ২৩৩

ব্রজবাসিদের উদ্দেশে।

ভীমপলশ্রী—একতালা

পামর গোয়ালা মাননা আমায়?
জান ত্রিলোকের স্বামী, বজ্রধর আমি,
মোর কোপে রক্ষা কেবা পায়?
পেয়ে কৃষ্ণে অনুবল, হ'য়েছ প্রবল,
দুর্ব্বল ভাব সবায়?
আমায় অবহেলা কর, প্রাণে নাহি ডর,
দেখি আজি কে বাঁচায় ॥
যেমন ভাবে অজ্ঞনরে, যজ্ঞআদি ক'রে,
নিস্তার পাব হেলায়।
তেমনি ভরসা তোদের, সাহায্যে কৃষ্ণের,
সাগরপার ভেলায়? ২৩৪

ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃন্দাবনে উৎপাত।

বারোয়াঁ—কাওয়ালী

ঘোরগরজে ঘন, বিদ্যুৎ চমকে।
অশনি উগারে ব্রজের মাঝারে,
সুরজ খসিয়া যেন পড়িছে ধমকে ॥
দুপ্ দাপ্ করি শিলা সঘনে বরষে,
থর থর কাঁপিল প্রাণী তরাসে,
মুষলের ধরিা, বরষা এ ধারা,
খণ্ডপ্রলয় হবে ভাবিল ভুলোকে। ২৩৫

গোবর্দ্ধনধারণ।

বাগেশ্বরী—আড়া

ভাবিলে পাই ভয়, যে ব্যাপার,
কৃষ্ণের তাই বাল্য-ক্রীড়ন।
পর্ব্বত উপাড়ি করে, করে ধারণ ॥
গিরিবরে ছত্র ক'রে, ব্রজবাসিদের উপরে,
আপনি হইলেন তারই, দণ্ড যেমন।
দেখিতে ননীর পুতুলি, লাবণ্যটুকু কেবলি,
এতেই এত শক্তি, শক্তি বিরাটে কেমন ॥
২৩৬

এই ভাবে সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—একতালা

কৃষ্ণের প্রভাব দেখি, ব্রজবাসী কত সুখী,
সে সুখের হয়না বর্ণন।
সুখদাতা এপ্রকার, কে কবে পেয়েছে আর?
কার সুখে হইবে তুলন ॥
অন্যপ্রিয়ে কোন গুণ, দেখিলে অসাধারণ,
সে উল্লাস হৃদয়ে ধরেনা।
গুণের অতীত যেই, প্রাণ-প্রিয়তম সেই,
সেই করে এই বীরপনা ॥
(ভেবে দেখরে কি সংযোগে কি ঘটনা)
প্রেমস্নেহভক্তিরসে, অতিশয়মদালসে
মনোগণ অবশ হইল।
আপন ভুলিয়া আসি, কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে পশি,
কিল কিল করিতে লাগিল ॥
বাহিরে কত দুর্য্যোগ, কারো নাই মনোযোগ,
আনন্দের হয় মহোৎসব।
একত্রবাস এমন, হয়নাই সংঘটন,
সপ্তাহ কাটায় যেন লব ॥
(তখন চাহিল—এ দুর্য্যোগ এমনি থাকুক)
পণ্ডশ্রমী দেবরাজ, নিষ্ফল পেয়ে লাজ,

গিরি হয় স্বস্থানে স্থাপিত।
যত ব্রজবাসিগণ, তখন করে মনন,
কৃষ্ণপদে হইগে লুণ্ঠিত ॥
কৃষ্ণের সে ইচ্ছা নয়, সবে মোহে মুগ্ধ হয়,
সম্ভাষিল সম্বন্ধ যেমন।
আশীষ অভিবাদনে, ধন্যবাদ আলিঙ্গনে,
উৎসব করিল বহুক্ষণ ॥
(কেবল কটাক্ষে—মুগ্ধা গোপিকাগণে) ২৩৭

গোপগণের পরস্পর কথোপকথন।

কালাংড়া—আড়া

এ কি ছেলে গো এ কি অসম্ভব কাণ্ড করে।
অবহেলে এ অচলে তুলে ধরে ছত্রাকারে !!
শুনেছি এমনি ধারা, অনন্ত ধ'রেছেন ধরা,
চিনিতে নারি আমরা, গিরিধারী বংশীধরে।
যে পৃষ্ঠে ধরে মন্দারে, যে দন্তে ধরা উদ্ধারে,
সেই কি এ-লীলা করে, আসিয়া ব্রজনগরে !!
নতুবা দুধের ছেলে, পূতনাদি বিনাশিলে,
কালিয়ে দণ্ড করিলে, এ সকল কি অন্যে পারে?
২৩৮

নন্দকর্ত্তৃক গোপগণকে কৃষ্ণের তত্ত্ব কথন।

কালাংড়া—আড়া

করো না সন্দেহ কেহ, নিশ্চয় কৃষ্ণ মানুষ নয়।
কহিয়াছেন গর্গমুনি, নীলমণির স্বরূপ পরিচয় ॥
গুণকীর্ত্তি প্রভাব রূপ, নারায়ণের অনুরূপ,
বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু যেরূপ,
তেমনি এ ব্রজের আশ্রয়।
সেই হতে আমি জানি,
নারায়ণের অংশ ইনি,
মনে মনে তাই মানি,
স্নেহে কেবল বলায় তনয় ॥ ২৩৯

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

কৃষ্ণকে অভিষেক করিতে ইন্দ্র ও সুরভির আগমন এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তব।

ভীমপলশ্রী—একতালা

প্রভো বাসুদেব, বাসব-দর্পহারি ব্রজেশ্বর !
ক্ষমাঙ্কুর ক্ষেমঙ্কর, অপরাধী এ পামর ॥
তুমি ধর্ম্ম স্থাপিতে, অধর্ম্মে শাসিতে,
হইয়াছ দণ্ডধর ;
শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ, নাহি কোন রূপ,
ধরিয়াছ কলেবর ;
রজতমোময়দেহে, মায়া মোহ রহে,
তুমি মায়ার অগোচর।
এরূপ কভু দেখি নাই, কভু শুনি নাই,
চেনা যে বড়ই দুষ্কর,
আমরা সংসারী অজ্ঞানী, আত্ম-অভিমানী,
দৃষ্টি বুদ্ধি স্বতন্তর ;
তুমি স্বয়ং প্রকাশিলে, তবে না চেনা'লে,
তবু চেনে কজন নর ॥ ২৪০

খাম্বাজ—মধ্যমান

কৃপাময় প্রভো দীনবন্ধো জগদীশ্বর !
প্রপন্নবাসবে ঘৃণা করো না করুণা কর ॥
নিতান্তহীন-পাপাত্মায়,
কৃপা কর বল'তে তোমায়,
সাহস হয় না বুঝি আমায়,
বল'তে নাই নাই অধিকার।
কিন্তু নিরুপায়ের উপায়,
তোমা বই নাই কেহই কোথায়,
পাপির শাস্তা তুমিই তোমায়,
শরণ নিলে ত্রাণও কর ॥
জ্ঞানে হয় মুক্তি, কর্ম্মক্ষয়,

ভক্তি করে তোমাতে লয়,
অভক্ত ভক্তিহীনেরই ভয়,
সেই ভয়ে আমি কাতর।
আমার কি দুর্গতিই হবে,
বিশ্বাস কি বিফল হবে,
তারে কি নিদয় হও যবে,
যে তোমায় করে নির্ভর? ২৪১

কৃষ্ণের সদয়উত্তর।

ইমন্ ভুপালী—একতালা

বিষয়-মদ-মত্তের বিষয়বিনাশ, আমার করুণা
ঐশ্বর্য্য-গরিমায় ফুলে ওঠে লোকে,
যাবৎ আমার দণ্ড মাথায় নাহি ঠেকে,
বটে দণ্ড কিন্তু অনুগ্রহে তাকে,
দিই চেতনা॥ ২৪২

সুরভির অভিলাষ।

পরজ বাহার—একতালা

কৃষ্ণহে হে গোপাল, বাসুদেব যদুপতে,
হে গোপোপগোকুলস্বামি!
তুমি আমাদিকে করিছ পালন,
তুমি আমাদের অতিপ্রিয়জন,
কর আমাদের ইন্দ্রত্ব গ্রহণ,
অভিষেক করি আমি॥ ২৪৩

সুরভি ও ইন্দ্রাদিদেব-কর্ত্তৃক কৃষ্ণের অভিষেক।

মূলতান—একতালা

বড় ধুম লাগিলরে ব্রজের মাঝারে।
যেন সাক্ষাৎ পাইয়ে ইষ্টদেবতায়,
সমারোহে পুজে সম্রাট ধরায়,
মহাঅভিষেক করে দেবতায়,
সুরভির প্রিয় রাখালরাজারে॥
স্বর্গীয় সামগ্রী স্বর্গীয় পূজক,
স্বর্গীয় আনন্দ স্বর্গীয় পুলক,
স্বর্গীয় গায়ক স্বর্গীয় নর্ত্তক,
স্বর্গীয় উৎসাহ স্বর্গীয় প্রকারে।
সুখের সাগরে তরঙ্গ উঠিল,
মন-মীনসব নাচিতে লাগিল,
ভিতর বাহির সমান হইল,
বধির অন্ধের প্রীতি একেবারে॥
প্রকৃতি খুলিল প্রেমের ভাণ্ডার,
ছড়াইয়া দিল যা ছিল তাহার,
খনির মণি উঠি দীপালী আকার,
শোভা প্রকাশিল পর্ব্বতউপরে।
নদী নানারস-প্রবাহ বহিল,
বৃক্ষগণে মধু ক্ষরিতে লাগিল,
সহসা বিটপী ফল প্রসবিল,
ঊর্দ্ধলোকের লোক পুষ্প-বৃষ্টিকরে॥
ধেনুগণ দুগ্ধে ধরণী সিঞ্চিল,
ঐরাবৎ ঢালে শ্বেতগঙ্গাজল,
কৃষ্ণের শিরে স্তন্য সুরভি ঢালিল,
জয় জয় গোবিন্দ বলি বারে বারে॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বরুণালয় হইতে নন্দের মোচন।

কীর্ত্তনীয় তোড়ী—একতালা

নাপোহাতে রাত্তি, নন্দ মহামতি,
একদা হরি-বাসরে।
কালিন্দী-সলিলে, মজ্জন করিলে,
হরিল বরুণ-চরে॥

শুনি সমাচার, নন্দের কুমার,
প্রবেশে বরুণ-ধাম।
দেখি কৃষ্ণপদ, সহসম্ভাসদ,
বরুণ করে প্রণাম॥
নানাউপচারে, পূজিয়া তাঁহারে,
বসাইলা সিংহাসনে।
ভক্তি-সহকারে, বহু স্তুতি করে,
অতিআনন্দিতমনে॥ ২৪৫

বরুণোক্ত স্তব।

পীলু—যৎ

দুর্জ্ঞেয় তুরীয়ব্রহ্ম হয়না মনে ধারণ।
আমাদের সে দুখ ঘুচা'তে,ধরেছ রূপ এমন॥
অসীম অচিন্ত্য-শকতি,
সংযুত ক'রে কেমন;
ভূতাতীত অদ্ভুত, মুরতি সত্বে গঠন।
গোলোক হইল বৃন্দাবন,
পবিত্র হলো ভুবন;
বরুণের প্রতি উচিত কি হওয়া করুণা-কৃপণ॥
তাই তোমায় দেখিবার আশে,
করি নন্দে আনয়ন;
জানি ভক্তাধীন তুমি, করিবে অনুগমন
ভুলায়েছ অর্পিয়ে বিস্ময়,
দুষ্প্রাপ্য করিয়ে শ্রীচরণ;
ফিরে লও বিষয়, লেশে ছাড়িবনা শ্রীচরণ॥
২৪৬

বরুণের পূজা লইয়া পিতার সহিত কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আগমন করিলে, নন্দ বরুণালয়ে কৃষ্ণের যেপ্রকার পরিচয় পাইয়াছেন উহা ব্রজবাসিদিগের নিকটে সবিশেষ কহিলেন।

বারোয়াঁ—জৎ

আজি পেয়েছি কৃষ্ণের তত্ত্ব সত্য পরিচয়।
পিতামহের পিতা ইনি, কারো নন তনয়॥
ব্রহ্মা লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা,
হর হর্ত্তা বিষ্ণু পাতা,
এ ত্রিগুণব্রহ্ম-সত্তা, কৃষ্ণে লয় হয়।
পরমব্রহ্মের সম্পূর্ণ ভাব,
ঘন হ'লে কি স্বভাব,
তাই এই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অন্য কেহ নয়॥ ২৪৭

ব্রজবাসিদিগের চিত্ত কৃষ্ণেতেই অনুরক্ত এবং ক্রমে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব জানিতে পারায় দিন দিন তাঁহাদের প্রীতির বৃদ্ধিই হইতেছিল; এখন নন্দের নিকটে সবিশেষ তত্ত্ব পাইয়া ভক্তিপূর্ণ হইয়া সকলে মনে মনে বলিতে লাগিলেন।

বসন্ত বাহার—একতালা

কৃষ্ণ! তুমি ইচ্ছাময়, তাই লীলা এ প্রকার।
পরাৎপর ব্রহ্ম হ'লে গোয়ালার কুমার!!
আমরা কোন্ ছার, আত্মীয় তোমার,
পূজা মান কর যার তার!
আজ্ঞাবহ হ'লে, উচ্ছিষ্ট খাইলে,
চূড়ান্ত করিলে বন্ধুতার!!
স্পর্দ্ধা বেড়েগেছে, আর তোমার কাছে,
বাসনা জানা'তে ভয় কার?
তোমার অদেয় কি, তবু বলে রাখি,
পরমপদ দিও এবার॥ ২৪৮

ভীমপলশ্রী—জৎ

হে দীনবন্ধো কৃষ্ণ জগদীশ্বর!
এখন অন্তিমসময়ের বাঞ্ছাপূরণ কর॥
বাল্যে লালন যৌবনে ভোগ

সাংসারিক সুখের সুযোগ,
প্রৌঢ়ায় অভিজ্ঞতা, বার্দ্ধক্যে অবসর ;
এ সব বিধান ক'রেছ তুমিই করুণাকর
নিকট যম-যন্ত্রণা, পরেই পরকাল-ভাবনা,
এ যন্ত্রণায় এ ভাবনায়, ত্রাণ কর ;
তোমার আশ্রিত-রঘুজে রক্ষা নহে দুষ্কর ॥ ২৪৯

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া

কৃষ্ণ ! পরিত্রাণ কর এ ভব-বন্ধন হ'তে।
আমাহ'তে এ বন্ধন ঘুচিবেনা কোনমতে ॥
কারণ আবদ্ধ হবার, উপায় বিমুক্তি পাবার,
বুঝেও তো পারিনা মুক্ত হ'তে,
কি বাঁধা না যেতে।
জ্ঞানী বিমুক্ত অবদ্ধ, যোগীও মুক্ত অবাধ্য,
অজ্ঞ যোগসাধন জানিনা,
জানিনা মায়া কাটা'তে ॥
আমি কেবল জানি তোমায়,
গুরুদেব ব'লেছেন আমায়,
ইষ্টদেবই ত্রাণ করেন,
প্রপন্নশরণাগতে।
রঘুজেরও মন বলে,
বিনা তোমার কৃপাবলে,
জ্ঞান, যোগ-সাধনশক্তি,
হয়না কারো স্বযত্নেতে ॥ ২৫০

বিভাস—খোলের তিওট

পতিতপাবন জগন্নাথ হে, কৃপাময় মহেশ্বর !
শরণাগতপ্রপন্নে, মহাভয়ে রক্ষা কর ॥
উপস্থিত প্রাণান্তকাল,
অপেক্ষে দুরন্ত কাল,
আগতপ্রায় পরকাল কাল ভয়ঙ্কর।

কৃতান্ত কি দণ্ড দিবে,
আবার কি দুঃখে ফেলিবে,
পূর্ব্বাবধি এই ভেবে, হয়েছি কাতর ॥
কর্ম্মভোগের শান্তি কর,
কর্ম্ম-ফল গ্রহণ কর,
রঘুজেরে ক্ষমা কর, প্রভো ক্ষেমঙ্কর !
জ্ঞানচক্ষু দাও খুলে,
প্রাণ সঁপি চরণতলে,
হইগে চরণকমলে অমর ভ্রমর ॥ ২৫১

বাউলের সুর—একতালা

তুমি পতিতপাবন দয়াময়।
এই ভরসা হৃদয়ে, নইলে ভবের ভয়ে,
ভেবে ভেবে হ'তো আয়ু ক্ষয় ॥
ভবের কতই বিভীষিকা, ভয় পাই একা,
দেখে শুনে ভেবে মনে হয় ;
আর পরিত্রাণ নাই, আবার সাহস পাই,
তুমি পরিত্রাতা কিসের ভয়?
শুনি বিনা জ্ঞানোদয়, বিনা কর্ম্মক্ষয়,
বিমুক্তি হয়না সবাই কয় ;
কৃষ্ণ! তোমার শরণ নিলে, আমায় অজ্ঞ ব'লে
কুকর্ম্ম বাধ্য ক'রবে মনে নালয় ॥
তোমার ইচ্ছা কি ত্রিলোকি, স্বয়ং সিদ্ধ হৌক
ক্রমে উঠে প'ড়ে শিক্ষিত হয় ?
কিন্তু বিনা কৃপা তোমার, রঘুজের উদ্ধার,
স্বকীয়যতনে সম্ভব নয় ॥

অন্তর্যামী ভগবান আত্মীয়দের চিত্ত অবগত হইয়া কৃপাবশতঃ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের সদগতি জানাইবার জন্য বৈকুণ্ঠ লোকে লইয়া গিয়া বিষ্ণুপদদর্শন করাইলেন

ভৈরবী—মধ্যমান

স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনর্গল।
তাঁরই চরণজল বাঞ্ছ্য, ধর্ম্ম, পুণ্য, কর্ম্মফল।
পড়িয়ে লোক ভবরোগে,
অবিদ্যা কাম-কর্ম্মযোগে,
ভাল মন্দ গতি ভোগে, জানেনা চরমমঙ্গল॥
এই ভাবি কৃপা-নিধান,
ব্রজবাসির বাঞ্ছা পূরান,
ইচ্ছা করিলে ভগবান, কি না কার হয় সফল
যোগীও নিগুর্ণ হলে,
যাহা দেখে যোগবলে,
দেখিল গোপসকলে, সেই ব্রহ্মরূপ অবিকল।
সুধুই কি ব্রহ্মদরশন,
দেখিল বৈকুণ্ঠভবন,
ব্রজবাসিগণের মতন, হয়না কারও ভাগ্যবল॥

২৫৩

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

কৃষ্ণপ্রেমপ্রসঙ্গে গোপীদের স্বস্থ সখীসহিত বিশ্রম্ভআলাপ।

কোন সখী রাধা বলিয়া ডাকিলে রাধা তাহাকে বলিলেন।

সুরট খাম্বাজ—আড়া

আর আমারে রাধা ব'লে ডেকনা সই ডেকনা।
কৃষ্ণ আমার সর্ব্বস্ব ধন, কৃষ্ণা কেন বলনা?
কৃষ্ণত্ব পেয়েছে মন, কৃষ্ণগত এ জীবন,
কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ, কৃষ্ণে মাত্র বাসনা
কৃষ্ণ ভালবেসেছেন তাই,
কৃষ্ণই কৃষ্ণাকে করেন নাই,
কৃষ্ণময়-জগৎ দেখতে পাই,
কৃষ্ণ জপে রসনা॥

২৫৪

সখী বলিলেন লোকে কৃষ্ণা বলেনা কিন্তু কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী বলিতেছে। ইহা শুনিয়া রাধা বলিলেন।

খাম্বাজ—মধ্যমান

শ্যাম-কলঙ্কী রাধা, লোকে ব'লে,
শুনলে মনে হয় সুখোদয়।
কই আমার কোন অঙ্গই তো,
শ্যাম-চিহ্নেতে চিহ্নিত নয়?
কলঙ্ক যেমন চন্দ্রমার,
তেমনতো হলোনা আমার,
সার্থক হতো প্রেম, হলেও,
হনুমানের মত হৃদয়।
অন্তরে থাকিতে পারি,
প্রভেদ করি আমি নারী,
ভালবাসা লোকজানান,
সীমা হলো এই দুঃখ হয়॥ ২৫৫

সখী জিজ্ঞাসিলেন, সেই কালোকৃষ্ণকে তুমি এত ভালবাস? রাধা বলিলেন।

খাম্বাজ—মধ্যমান

সবাই দেখে শ্যামের বরণ কালো,
কেন কালো কেউ ভাবেনা।
আকাশ কালো, সাগর কালো, কালী কালোর ভাব বোঝেনা॥
ভাবুক যে সে ভাব ভেবে পায়,
আমি ভাবি দেখলে কালায়,
কারো আঁখি উঠতে না চায়,
তাই শ্যামের বরণ খোলেনা॥ ২৫৬

কৃষ্ণপ্রেমে তুমি একেবারে মত্ত হয়ে পড়েছ। সখী এই কহিলে, রাধা বলিলেন।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান

কৃষ্ণে ভালবেসে যে সই, আর কিছুই
ভাল লাগেনা।
কত কি ভালবাসিতাম, সে সব আর
মনে ধরেনা॥
প্রাণে কে ভালবাসেনা?
তাতেও আর যত্ন থাকচেনা
তারই তরে পৃথক শরীর,
পৃথক থাকা আর সহেনা।
কৃষ্ণ দেখে কৃষ্ণ পেয়ে,
ভাবি আর কি চাই এ চেয়ে,
কি আনন্দে কি হ'য়েছি, জানিনা কেহই
জানেনা॥
কিবা নাই সংসারে আমার,
সবই দেখি কৃষ্ণের আকার,
ভাই বন্ধু স্বামী দেখেও, কৃষ্ণ কিনা
হয় ভাবনা।
যমুনার জল বটে কালো,
কালোচাঁদ তো দেয়না আলো,
ধ্যানে শিব প্রত্যক্ষে ভানু,
ঐ যে কালো দেখনা॥
কভু দেখি যেমন স্বপন,
এ জগৎ আর নাইকো এমন,
কেবল কৃষ্ণ আপনআলোয়,
আপনি দেখায় আপনা। ২৫৭

সখী কহিলেন, সখি! তুমি এখন কথান্তরের সময়েওকৃষ্ণকে ভুলতে পারনা। রাধা বলিলেন।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

ভুলা কি যায় প্রিয়জন কৃষ্ণধনে।
নয়ন, মন, প্রাণ, বাঞ্ছা, সুখ আছে যার
অবলম্বনে॥
দেখে পেয়ে নিত্য নূতন,
শান্তি হয়নাই মনের কখন,
আশ মেটেনাই প্রাণ জুড়ায়নাই,
সবারই সুখ একস্থানে।
যেন ফ'ললো সৎকর্ম্মের ফল,
অকস্মাৎ সিদ্ধ যোগবল,
নদী যেন সাগর পেলে,
কৃষ্ণ পেয়ে তাই হয় মনে॥
যা শুনি তাই বাঁশির গান,
কৃষ্ণাঙ্গেরই পাই ঘ্রাণ,
যা খাই তাই কৃষ্ণের প্রসাদ,
কৃষ্ণাঙ্গই পাই পরশনে।
প্রাণে ভালবাসতাম আগে,
সেও ঘুরিছে কৃষ্ণের লেগে,
আপনারেই আপনি ভুলেছি
সংসারের মায়া কে গণে॥ ২৫৮

সখী বলিলেন সখি! প্রেম যে কি জিনিষ তুমিই তার আদর্শ। রাধা বলিলেন।

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—দোঠুকি

আমি জানি কি প্রেম কি, শ্যাম-রূপ দেখি,
কি যেন হলো আমার।
যেন চুম্বক পাইল, অয়স মিলিল
আত্মা করে অভিসার॥
যেন অঙ্কের পালিত, পাখীসম চিত,
পূর্ব্ব-প্রভু পেয়ে ধায়।
দুটী নয়ন মধুপ, মধুর সে রূপ
পেয়েছে ছাড়ে কি তায়?
কি যে কোথায় চাপা ছিল, উথলি উঠিল,
শিহরিনু সুখবায়।
হলো শরীর অবশ, করি থর থর,
যেন চরণ যেতে চায়॥

পাছে নাম খোয়াই, শরীর মিশাই,
সে ভয়ে শ্যামসুন্দর।
মনোদ্বার খোলা ছিল, সে পথে পশিল,
হলো নব কলেবর॥
এখন আমি কি স্ববশ, শ্যাম সরবস
যা করি তা সব তার।
আমি তারই সে যা করে, এ না বুঝে পরে,
রঘুজ বুঝে প্রকার॥ ২৫৯

অমিলন-কাতরা কোন অত্যনুরাগিণী গোপী সখীদিগকে কহিলেন।

পিলু খাম্বাজ—একতালা

কেউ বলদেখি আমায়, কি করিলে তাঁয়,
পাব, চাই যে প্রকারে।
তিনি জীবনের জীবন, মনোমত ধন,
মণি হারা ফণির মত খুঁজছি তাঁরে॥
ধ্যান ক'রে যখন দেখি বংশীধরে,
বক্ষে রাখতে চাই দুটী চরণ ধ'রে,
নয়ন মিললেই কৃষ্ণ কোথায় যান স'রে
জেগে, স্বপনপ্রায় হয় বারে বারে।
উপায় থাকে বল যখন ধ্যানে ধরি,
নীলনলিনী-রূপময় মুরারি,
তেমনি থাকি দেহ পরিহরি,
শরীরে হরিরে ছুঁইতেও নারে॥ ২৬০

অমিলন-কাতরা কোন গোপীকে তাঁহার সখী কহিলেন, আমি অদ্যই তোমার কথা কৃষ্ণকে বলিব। গোপী বলিলেন।

বেহাগ—পোস্ত

সখি! তারে বলোনা।
আমার ভালবাসা শুনে সুখী হবেনা॥
যেনা ভালবাসে যায়,
সুখী নয় সে তার কথায়,
অসুখী করিলে তায় সুখী হবনা।
সে ভালবাসে যাহারে,
সেও ভালবাসুক তারে,
তারে সুখী দেখিবারে, সদা বাসনা॥

--- ২৬১

কোন গোপী সখীদিগকে কহিলেন।

সিন্ধু—মধ্যমান

এইতো কালা অন্তরে মন-সনে কেলি করে।
কেন লোকে দরশনে পরশনে দোষ ধরে?
বৃথা শরীর, বৃথা জীবন,
ভাগ্যে নাই তাদের মিলন,
যত অসুখ কেবল তাদের তরে;
মন যে বঞ্চিত নহে, কৃষ্ণের এই কৃপা আমারে

--- ২৬২

ললিত ভৈরব—জৎ

তোমার মানায়েছে মনচোরা নাম।
সত্য যা শুনেছিলাম॥
পেয়েছ রূপ মনোহর, মোহিনী মুরতি ধর,
হাসিমুখে বাঁশী বাজাও, ভঙ্গিমা সুঠাম॥
তোমারে দেখিতে পেলে,
কেহ চায় পেলে, কোলে করি অবিশ্রাম;
কেহ কেবল দেখে, ছাড়ি পলক বিরাম।
কেহ দে'খে ইচ্ছাকরে,
তোমারে হৃদয়ে ধরে, হৃদয়াভিরাম;
এমন মন কি আছে, যরে নও তুমি প্রিয়ধাম।
তবে যদি হয় পরে,
তোমার মন মুগ্ধ ক'রে, তবু হয় বাম;
আমারও মন চুরি শ্যামরূপের গুণ নাম।
ক'রেছ স্বভাব নষ্ট,
হয়েছে ভুবনে রাষ্ট্র, চোরাগুণগ্রাম;
চুরি করা চেয়ে ভাল, চেয়ে লওয়া শ্যাম॥

--- ২৬৩

পূর্ব্বে কোন কথা হওয়ার পর কোন গোপী সখীকে কহিলেন।

খাম্বাজ—কাওয়ালী

শ্যামকে কি কভু ছাড়া যায়। (ভেবে দেখ)
ভালবাসি যায়, নয়ন লেগে তায়,
মন বসেছে তাতে, ফুলে মধুমাছী প্রায়॥
বসন ভুষণ সব, ছেড়ে দেওয়া নহে দায়,
গৃহ ছাড়ি বনবাস, অসুখ ভাবিনা তায়,
প্রাণ যদি ছেড়ে যায়, কিম্বা ছাড়ি সহ্য পায়,
প্রাণের অধিক কৃষ্ণ, মন কি ছাড়িতে চায়?

২৬৪

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

রাস-রহস্যে কল্পনার অভিজ্ঞতা।

পরজ কালাংড়া—একতালা

একমাত্র পতি, অনেকশকতি
ভিন্ন ভিন্ন কাযে নিয়োগ সবার।
অংশঅবতারে, প্রয়োজন যারে,
পতিসহবাস তখনি তাহার॥
পূর্ণঅবতার, এবার মাধবে,
সকলশকতির সমাবেশ হবে,
তাই গোপীমূর্ত্তিমতী শক্তি সবে,
একত্র করিতে রাস-বিহার।
সময় হইলে সাযুজ্যের তরে,
রমণী হইয়া এমনি প্রকারে,
জীবাত্মাসবেও পায় মুরহরে,
মধুরভাবের ভোগ অধিকার॥
ভোগ্য যাহা কিছু সেব্য সশরীরে,
শরীরী হইতে আত্মা এ সংসারে,
নতুবা কখন অশরীরী হরিরে,
ভাবিতে পেতাম ভরসা কি তার?

২৬৫

মতান্তরে।

পরজ কালাংড়া—একতালা

জগদ্বন্ধু হরি করুণাসাগর,
করুণা হইল জীবের উপর।
ভাবিলা কলিতে অল্পবল নর,
করিতে নারিবে তপস্যা-কঠোর॥
পরমউপায় নিস্তার পাবার,
কৌশলে শিখা'তে ইচ্ছা হলো তাঁর,
খুলিয়া আপন প্রেমের ভাণ্ডার,
বিলা'তে এলেন ভবের ভিতর।
প্রিয়াশক্তিগণে করি আগুসার,
আর্য্যাবর্ত্তে আসি হ'লেন অবতার,
প্রেমের অভিনয় ব্রজ রঙ্গ তার,
শক্তিগোপী নটী নিজে নটবর॥

২৬৬

মতান্তরে।

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—দশকোশী

অতি দুর্জ্ঞেয়স্বরূপ যিনি,
কেন কি কায করেন তিনি,
অনুমানে তথ্য কে বা পায়?
তবে মানসের মাহাত্ম্য ভারি,
দুর্জ্ঞেয় তো [illegible] তারি,
অনুমানে আনে মীমাংসায়॥
পাই উপাস্য তাঁর উপাসনা,
ভক্তি আদির উত্তেজনা,
অনুমানে মন যত ধায়।
এই যে গোপীর প্রেম-প্রবণতা
মনেরই তো অভিজ্ঞতা,
উপাস্যে অধিকার ভোগ্য প্রায়॥
(মনের অনুমানে—এই তত্ত্ব আনে) ২৬৭

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—দশকোশী

যখন অবিকল আসলের নকল,
ইন্দ্রিয়ের সুখকর সকল,
লোভনীয় ভোগ্যে প্রাণ জুড়ায়।
তখন অতীন্দ্রিয়ের প্রভু কেমন!
কেমনে তাঁয় পাব কখন,
স্বাদিতে কি পাবনা তাঁহায়?
এই ভাবিয়ে তদ্গত মন,
লোলুপ হয় এমন,
কোন প্রলোভনে নাহি চায়।
তখন ভক্তের অনুকূল হরি,
সুবিগ্রহে অবতরি,
সে সবারই বাসনা প্রুরায়॥
(একা চাঁদের মত—চকোরের মেলায়) ২৬৮

*

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—দশকোশী

কেবল অঙ্গনাই করে প্রার্থনা,
পুরুষ কি প্রার্থী ছিলনা,
রাসে রস স্বাদে গোপিকায়? †
বিনা প্রকৃতি-পুরুষ-সঙ্গ,
বৃথা কি সৃষ্টির প্রসঙ্গ,
সাকাঙ্ক্ষকরমে ফল উদয়॥
ভক্ত যে প্রার্থী এমন মিলন,
নারী-জন্ম লভি সে জন,
একত্রিত এ রাসলীলায়।
ভক্তে অর্পিতে পরমভোগ,
কৃষ্ণের ইচ্ছায় এ সংযোগ,
মহে ভবিতব্যের প্রভুতায়॥
(এতো কর্ম্মফল নয়—স্বর্গভোগের মত)

---

* এই স্থলে ১৭৮। ১৭৯। ১৮০। ১৯৯ সংখ্যার গীত পুনর্ব্বার পাঠ্য।

† ক্রমশঃ চারিটী গীতে স্বগত প্রশ্নোত্তরে সিদ্ধান্ত।

এ ভোগ প্রকৃতির ভোগ্য কেবল,
যেমন তৃষ্ণার ভোগ্য জল,
ভোজ্য ক্ষুধার নহে অন্য কার।
যেমন অন্ধকারে আলোর স্ফূর্ত্তি,
রূপ ভাসে পেয়ে মূর্ত্তি,
প্রকৃতি পুরুষের প্রেমাধার॥
পেয়ে সাধনায় এ ভোগ অধিকার,
কৃষ্ণে প্রেম জন্মে গোপিকার,
এ অধিকার চরম-সাধনার
কৃষ্ণ কারও দৃশ্য কারও পূজ্য,
গোপীর সর্ব্বেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য,
প্রেমির ক্ষোভ রাখেননা কিছু আর॥
(এ প্রেম কবে হবে গো-ব্রজের গোপীর মত)

২৬৯

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—দশকোশী

কেন চেনা'লেননা সর্ব্বাকারে,
থাকিলেন আলো আঁধারে,
করা'লেন করিলেন ব্যভিচার?
কৃষ্ণ হইলে সুপরিচিত,
প্রেম হতো ভক্তিতে নীত,
শঙ্কিতে সঙ্কোচ বাসনার॥
(নয় প্রেমিকের কায গো—প্রভুত্ব করা) ২৭০

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—কাওয়ালী

জগন্নাথ কেন করে গোপনে বিহার?
ভেদের আশ্রয় যারা,
মানিতে পারেনা তারা,
আত্ম পর নাহিক তাঁহার॥
ভিন্ন ভাবি আপনায়, তাঁহাকে পাইতে চায়,
পরের উচিত এ ব্যাভার।
সোঽহং হইলে বোধ, তার কার অনুরোধ,
আত্মারামে অপেক্ষা কাহার?

বিশেষতঃ গোপিকারে, প্রাক্তনের সংস্কারে,
কৃষ্ণে করায়েছে অভিসার।
সম্ভোগ্য প্রেমে আকৃষ্ট,সন্দেহে কি করে কৃষ্ণ,
দেহ যে পার্থিব উপচার॥
মন সহ মনচোরে, অভ্যাস রমণ করে,
ভেবে দেখ সে কত প্রকার।
মুর্ত্তিমানে মুর্ত্তিসঙ্গ, লোকে সদাচার-ভঙ্গ,
রাখা চাই লোকে লোকাচার॥ ২৭১

কীর্ত্তনীয় সামতোড়ী—কাওয়ালী
উচিত কি রাসবিলাস এমন ?
অজ্ঞের বিচারে নিন্দ্য, বিজ্ঞেরো সন্দেহ মন্দ,
কি না বলে বিদূষক জন ?
এক অভিলাষ করি, ধ'রেছে অনেক নারী,
সকলেরই এক প্রিয়জন।
অনেকের মন রাখা, একই প্রকারে একা,
সে কৌশল আর কি কেমন ?
গাছের ফলতো নয়, ছড়া'লে কুড়া'য়ে লয়,
সবে পায় এক আস্বাদন।
তিনি ফল তিনি বৃক্ষ,তিনি দাতা তিনি লক্ষ্য,
তাঁরই যোগ্য এই প্রয়োজন॥
সবাই পাইল তাঁরে, অথচ হেন প্রকারে,
কৃষ্ণ যেন তারই প্রাণধন।
ভাবি কার মনে আসে, রাসবিহারী রাসে,
কি মাহাত্ম্য কৈলা প্রদর্শন॥ ২৭২

যে জন্য রসসাগরের উচ্ছ্বাস বা রাস হইয়াছিল, গোপীদের সেই প্রেমের স্বরূপ ও যোগ্যতা

সোহিনী—মধ্যমান
বুঝেছে কে কবে, কৃষ্ণে গোপীর ভালবাসা
কেমন ?
মহাযোগির মহাচেষ্টায় সাধ্য নয়,
গোপীর প্রেম যেমন॥
একাগ্রমতির এমতি, হ'য়েছে আত্মবিস্মৃতি,
প্রীতির প্রকৃতি এরাই, প্রতিকৃতি নয় এমন।
এ প্রীতির এতই শকতি,
কৃষ্ণের লোভ এই প্রীতির প্রতি,
কোন্ সুকৃতির যোগ্যতায়,
হওয়া যায় গোপীর মতন ? ২৭৩

সোহিনী—মধ্যমান
এত ভালবাসা যাদের, কিছুতেই নাই
আকিঞ্চন।
প্রাণের অধিক ভাবি, কৃষ্ণেই তাদের
প্রয়োজন॥
ভাবে পরশে মাধব, সদ্যই কৃষ্ণপ্রাণা হব,
এ দেহ সঁপিলে হয়তো, তাঁরই হইব তখন।
তাদের হইবার তরে,কৃষ্ণের কি না ইচ্ছা করে?
সাগরও সরিতের ক্রোড়ে,সাগ্রহে করে ধাবন॥
২৭৪

রাসের উদ্যোগ।

ঝিঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান
আজি ব্রজে রসোৎসব করি মনে করি।
নটবর বেশে রঙ্গে রাসরঙ্গে এলেন হরি॥
গোপীদের প্রেমবাগুরায়,
প'ড়ে মাতিলেন যে লীলায়,
নিলেন যোগমায়ার * সহায়,
অঘটন ঘটনা স্মরি।
সর্ব্বসিদ্ধির শক্তির আধার
সাহস হলোনা একার,
গোপীর যে আগ্রহ অপার,
সতর্ক তরঙ্গে চরি॥

---

* বংশীরূপা যোগমায়া।

রাসপূর্ণিমা-রজনী

বেহাগ—আড়া

আজি বিভাবরী।
যে শোভা ধ'রেছেন, দেখে চিনিতে নারি॥
দিবা নিত্য জীতে যায়, আলো দেখা'য়ে ধরায়,
তাই কি জানা'লেন সবায়, আমিও পারি।
শরৎ-পূর্ণ-চাঁদের প্রভা, হয় বটে মনোলোভা,
আজিকার শোভা, দিবাসমান হেরি॥
এক চাঁদে শোভা এত, নহে কভু সম্ভাবিত,
ব্রজে যে চাঁদ উদিত বংশীধারী। ২৭৬

যমুনা-পুলিন-বিহারি-কৃষ্ণের বংশীবাদন।

বেহাগ—কাওয়ালী

বাজায় বাঁশরী বংশীধর। (রে)
আপনি সুরেশ্বর, সুর-সাগর-সার-সুস্বরে,
করি সুরাগ-সঙ্গত মনোহর॥
যেই স্বর শুনি, দ্রবিয়া আপনি,
হ'লেন সুরধুনী এ সেই স্বর।
কি স্বর সৃজিল, জগৎ মোহিল,
প্রকৃতির হইল ভাবান্তর॥
সংসারি হইতে, সকলি গলিত,
হইল স্তম্ভিত, যত স্থিতিধর।
অঘটন ঘটিল, শরতে উদিল,
সসাজে বসন্ত, সানুচর!
অধীর অন্তরে, শিখী নৃত্য করে,
রহে তান ধ'রে, পিক ভ্রমর।
রজনী গভীর, ধীর সমীর,
যমুনার নীর, হইলা স্থিরতর॥ ২৭৭

বংশিরব্ধ্বনি শুনিয়া বিবশা গোপীদের অভিসার।

কীর্ত্তনীয় সামগুর্জ্জরী—দোঠুকি

বাজা'য়ে বাঁশরী, কি জানি মুরারি,
কি মায়া কাঁদিল ব্রজে।
কুলজ সম্ভ্রম, সহজ সরম,
টুটিল অঙ্গনা-মাঝে॥
যুবতী, অনূঢ়া, কিশোরী প্রৌঢ়া,
কৃষ্ণ-প্রেমাধিনী যারা।
শুনিয়া বাঁশরী, আপনা পাসরি,
হইল পাগলী পারা॥
মানেনা প্রবোধ, ত্যজি অনুরোধ,
ধাইয়া সকলে চলে।
কতেক বাধায়, পথ আগলায়,
ঠেলিয়া ফেলায় বলে॥
অধৈর্য্য এমতি, বেশ ভূষা প্রতি,
মনোযোগ না রহিল।
করি তাড়াতাড়ী, যেমন আনাড়ী,
বেশ ভূষা ক'রে নিল॥
সঙ্গী নাহি চায়, একেলাই যায়,
কেহ নাহি কয় কারে।
ভাবে পরস্পর, আমারি নাগর,
কেবল ডাকে আমারে॥
বনের কুপথ, সাথি মন্মথ,
মনোরথে করি ভর।
বিলম্ব নহি'ল আসি উত্তরিল,
যেথায় শ্যামনাগর॥ ২৭৮

এই অভিসারসম্বন্ধে কল্পনার অভিপ্রায়।

মুলতান—কাওয়ালী

নিরাকার মন পেয়ে দৃশ্য সাকার।
পরমপুরুষ হরি নন্দকুমার;
আলিঙ্গন-লোভ হইল দুর্নিবার;
বিনা ইন্দ্রিয়, রিপু, দেহ, সহায় কি তার?
যাহাদের যোগে সং অসৎ ভোগে;
তৃপ্তি-সাধন করে যাদের সাহায্যে;
লভিবে সাযুজ্য-সুখ ভাগ্য কত;
সেই সঙ্গে কৃষ্ণ সঙ্গে একি চমৎকার!
অন্যের কি মন, সাহসী এমন;
অপরাধ ডরে ডরিয়ে যেন;
পাপির অসাধ্য বিষ্ণু পরশন;
গোপী বিনা কৃষ্ণ এমন, বাধ্য আর কার? ২৭৯

মুলতান—কাওয়ালী

যদি পেয়েথাক তাঁর, প্রেমে অধিকার,
ভেবে দেখ দেখি মনে।
কৃষ্ণ দাঁড়াইয়ে ঐখানে, (হ'য়ে অনুকূল)
ডাকিছেন রঘুজ এসো এসো,
তোমার বাসনা পুরাই এক্ষণে॥
হাউরের মত ধেয়ে যাও কি, না?
আহ্লাদে আটখান, হ'য়ে পড় কি, না?
চুম্বকে টানিলে, (ভাবরে যেমন)
গুরুত্বে বাধেকি, লোহার ধাবনে?
আসঙ্গলিপ্সায় গোপীদের মন,
একাগ্রতায় ছিল যাত্রা ক'রে যেন,
বাঁশরী ডাকিল, (নির্ভার প্রায়)
সশরীরে আসি, মিলিল শ্যামসদনে॥ ২৮০

একাগ্রতায় সাযুজ্য।

কীর্ত্তনীয় মঙ্গল—একতালা

আহা কি দুখ সহিল তারা।
সাজিয়া কুজিয়া, এ রাসবিলাসে
আসিতে পেলেনা যারা॥
দুরাশা বাঘিনী, তবু হিতাশিনী
বাঁচা'য়ে রাখে এ গুণ।
নিরাশা নিষ্ঠুরা, বিরহ-বিধুরা,
অবলা করিল খুন॥
প্রতিকূল বিধি, স্বজন বিরোধী,
গৃহ তো গ্রহ-নিগড়।
কি করে বেচারা, হ'য়ে ভয়ে সারা,
চলিল ফেলিয়া ধড়॥
পথ দেখাইয়া, মন সাথে গিয়া,
মিলালো কৃষ্ণের পায়।
ধর্ম্ম অনুবল, করমের ফল,
মিলায় কে রোধে তায়॥
বিরহের তাপ, পোড়াইল পাপ,
নিষ্পাপা হইয়া নারী।
নয়ন মুদিয়া, হৃদয়ে ভাবিয়া,
আলিঙ্গন করে হরি॥
করি আলিঙ্গন, জন্মের মতন,
আর ভাঙ্গিলনা ধ্যান।
দেহ, গৃহ, জন, প্রভৃতি-বন্ধন,
ঘুচিল পাইল ত্রাণ॥ ২৮১

কল্পনার জিজ্ঞাসা

সোহিনী—মধ্যমান

বল বল বনমালি, এ কেমন লীলা করিলে।
কারও রাসলীলা কারও জীবনলীলা,
ঘুচাইলে?

সাকারে সম্ভোগ তরে, ডেকেছিলে সবাকারে,
বঞ্চিত করিয়া কারে, কেনবা বাছিয়া নিলে?
বুঝি এ সম্ভোগে হরি,অধিকার নাই সবারি,
সবায় মুক্তি দিতে পারি,ছলে এই বুঝাইলে?

——— ২৮২

শ্রোতার সন্দেহ।

কীর্ত্তনীয় তোড়ী—লোফা।

নাহি বুঝিলাম, সংসার-বিরাম,
সে সবার কিসে হলো?
গুণেতে মোহিত, গুণেতে আসক্ত,
গোপীদের চিত্ত ছিল॥
কমনীয় ব'লে ভাবিত সকলে,
কৃষ্ণের সুন্দর রূপ।
ছিলনাতো জ্ঞান, তিনি ভগবান,
ব্রহ্মের সেই স্বরূপ॥ ২৮৩

———

বক্তার উক্ত সন্দেহ-ভঞ্জন।

খাম্বাজ—মধ্যমান

ওহে মহারাজ! সন্দেহ রেখোনা আর মনে।
সন্দেহ মোহের ধর্ম্ম,বাধা দেয় ভজন সাধনে॥
"কৃষ্ণে যারা ব্রহ্ম ভাবে,
তাদেরই সদ্গতি হবে,
যারা উপপত্তি ভাবে,তাদের মুক্তি হয় কেমনে॥"
এইতো বিস্ময় তোমার,
ভাব শিশুপালের ব্যাভার,
তথাপি সদ্গতি তাহার,দেখিয়াছে সর্ব্বজনে॥
জগতের মঙ্গলের কারণ,
ভগবানের রূপ ধারণ,
যে রূপে হউক সে রূপে মন
তন্ময়তা পায় চিন্তনে।
কাম, ক্রোধ, ভক্তি স্নেহ,
হিংসা দ্বেষ, আদিতে কেহ,
তাঁর মিত্র শত্রু নহ,
সম ভাব তাঁর সবার সনে॥ ২৮৪

———

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

রাস, আরম্ভ।

গোপীদের সহিত কৃষ্ণের বাক্‌চাতুরী।

বেহাগ—আড়া

ভালয় ভালয় তো এলে?
ঘোরা রজনী তাতে, আসা জঙ্গলে॥
স্বামী, পুত্র, গৃহ, কর্ম্ম, কুল, মান, জাতি, ধর্ম্ম,
কার তরে কেন এলে, সে সব ফেলে।
জানতো মোর নাম কৃষ্ণ,
আমাতে হ'লে আকৃষ্ট,
শুভাদৃষ্ট দুরদৃষ্ট, যায়, বিফলে॥ ২৮৫

———

গোপীদের উত্তর।

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী

একি চতুরালি কর অবলার সঙ্গে?
ডাকি আনি সুধাইছ, এলে কি প্রসঙ্গে!!
জানিনা চক্রির চক্র, জানিনা সরল বক্র,
যে পথে চলাও চলি, যেমন তুরঙ্গে॥
তোমারই মায়ায় মুগ্ধ,
আমরাই নই জগৎমুগ্ধ,
মায়াবাজীর বেদেপনায়, সদাই থাক রঙ্গে॥

——— ২৮৬

কীর্ত্তনীয় ভৈরবী—একতালা।

কেন বনমালি, করচতুরালি?
চতুরালি রাখ তুলে।
হ'য়ে অমানুষ, হইয়া মানুষ,
তাতে অমানুষ হ'লে॥

মানুষের সাজ, অমানুষ কায,
দেখিয়া গিয়াছি ভুলে।
সমান তোমার, কিছু নাহি আর,
বিশেষ দেখেছি তুলে॥
দেখিয়া তোমায়, আরতো কাহায়,
দেখিয়া সুখ না মেলে।
কেবলি লালস, তোমায় পরশ,
করি একবার পেলে॥
কি গতি না জানি, পাইব এখনি,
শ্যাম তোমা পরশিলে।
এই ভাবে মন, জানিয়াই মন,
আনিয়া আজল হ'লে॥ ১৮৭

গোপীদের চিত্তপরীক্ষার্থে কৃষ্ণের পুনরুক্তি।

বেহাগ—আড়া

বুঝলাম আমায় ভালবাস,
ভালবাসে সব প্রাণী।
আমারে দেখিতে চাহ,আমারে পাইতে চাহ,
ভালবাসা চাই এমনি॥
কিন্তু নারী-ধর্ম্ম নয়, উপপতি-রতা হয়,
পতি-সেবা সতী-ধর্ম্ম, অন্যথায় হয় পাপিনী
আমার প্রতি যে প্রীতি,সহবাসে নয় উন্নতি,
ধ্যান,জপ,গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনেই বাড়ে আপনি॥

--- ২৮৮

গোপীদের উত্তর।

সিন্ধু—মধ্যমান

এমন সময় কেমন কথা, বল ওহে গুণমণি!
মরম ভাঙ্গিলে বুঝি শুনা'তে ধরম-কাহিনী॥
জানি জগদ্গুরু বট, কিন্তু তুমি এমনি শঠ,
আমাদের কাছে লম্পট
একি স্বভাব বল শুনি?
বুঝিয়াছি সবই তুমি, পিতা ভ্রাতা পুত্র স্বামী
আমাদের মন সকামী,
ক'রেছ তুমিই আপনি॥
যে ধর্ম্ম উপদেশ দিলে,
সব সিদ্ধি তোমায় সেবিলে,
সংসারের সকলি ফেলে, ধ'রেছি চরণ দুখানী

--- ২৮৯

সিন্ধু—মধ্যমান

প্রবঞ্চনা করোনা করুণা কর হরি,
নতুবা বিচ্ছেদানলে, হত্যা হবে এত নারী॥
মরিলে চরণতলে, স্থান দিবেনা কি ব'লে,
মুক্তিদাতা তুমি যে মুরারি;
তখন দুঃখী হ'তেই হবে, নৈরাশ্য জেনে সবারি।

--- ২৯০

সিন্ধু—মধ্যমান

কৃষ্ণ তুমি আত্মা, প্রভু, বন্ধু, প্রিয়তম, সবারি
বুঝেছি তাই ভালবাসি, সুধুই রূপে নয় মুরারি।
রূপের গুণে এই হ'য়েছে,
লোলুপ ক'রে তুলেছে,
নইলে বাঁশির স্বর এনেছে এ বনে
কুলের নারী?
আসা বড় আশা ক'রে,
আরকি যেতে পারি ফিরে,
মন প'ড়ে ও পদ পরে,
কি ল'য়ে হব সংসারী?

খাম্বাজ—মধ্যমান

কৃষ্ণ তুমি বাঞ্ছিত সবারি,
আশায় নিরাশা করোনা।
নিরাশাতে মৃত্যু হ'লে,
সে মৃত্যুর বড় যন্ত্রনা॥

তবে সঁপিয়াছি মন, অবশ্যই দিবে শরণ,
ঘুচাবে জনম মরণ, শুনতে ভাল এ ঘটনা।
কিন্তু সব দুঃখশান্তি,তারেইত বলে বিমুক্তি,
মিটা'লেনা প্রেমাসক্তি,এ দুঃখতো ঘুচিবেনা॥
জগৎ-পূজ্য লক্ষ্মীর চরণ,
তুমি তাঁরও আরাধ্য ধন,
একবার তোমায় হৃদে ধারণ,
করিব পূরাও বাসনা।
এ ইচ্ছা ক'রে কি আবার,
হ'তে পারি অন্য কাহার
দাসী হ'তেও দাও একবার,
এতো নয় তেমন কামনা॥ ২৯২

বাউলের সুর—একতালা

কৃষ্ণ কি বলিব তোমায় আর।
তুমি জানতো সকলি, আকুলি ব্যাকুলি,
করে কেন মন গোপিকার॥
তোমার ভুবনমোহন, প্রিয়দরশন,
রূপ যেবা দেখে একবার।
হোক বৈন্য বনচর, দেব নাগ নর,
রোমাঞ্চিত হয় দেহ তার॥
তোমার বাঁশরীর স্বরে, মোহিত নাকরে,
এমন মন কি আছে কার?
এতে প্রেমের শরীর, যে সব নারীর,
তাদের ধৈর্য্য থাকা ভার॥
তবে দোষকি মোদের, তোমার প্রেমের,
তুমিই দিয়াছ অধিকার!
তুমি সকামী নিষ্কামী, সকলেরই স্বামী,
তোমারে সবারি সব ভার॥ ২৯৩

যেমন আমরা আবদারে ছেলে ভুলাইয়া থাকি, তেমনি আত্মারাম কৃষ্ণ গোপীদের কাতরোক্তি শুনিয়া দয়াবশতঃ হাস্যপূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন।

ঝিঁঝিট—একতালা

গোপীজন-মনোমোহন, গোপীগণ- মাঝে।
যমুনা-পুলিনে বিহরে কেমন,
কেমন সুন্দর সাজে॥
আকাশে তারকা তারকাপতি,
মাঝারে জ্যোস্না শুকুল রাতি,
কিবা শোভা যেন উভয়লোকে
উভয় চন্দ্র সাজে।
যমুনার জল নেচে নেচে যায়,
সুরভিবাতাস ধীরে ধীরে বায়,
চারিদিগে ফুল ফুটিয়া দাঁড়ায়
পাখী কল কল গাজে॥
বসন ভূষণ করে ঝলমল,
হরষে বদন ফুটিতকমল,
নূপুর বাজে রুণু-রুণু, রুণু,
গোপিকা-সমাজে।
গোপীসবে মিলি একতানে,
গায় মধুর তানে মানে,
সহস্র তাল রাগ রঙ্গে,
মধুর মুরলী বাজে॥ ২৯৪

গোপীদের স্বগত উল্লাস।

খাম্বাজ—পোস্ত

এখন আমি সে আমি নহিতো আর।
কৃষ্ণ-প্রেম সুখসাগরে, সুশরীরে দিই সাঁতার॥
যে আনন্দ দিলেন হরি,
আহ্লাদে ফেটে না মরি,
স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ করি,
এ সুখ চাই অনিবার। ২৯৫

কালাংড়া—আড়খেমটা

এমন ভাগ্য কে পেয়েছে ?
কে কৃষ্ণের সখী হ'য়েছে,
লক্ষ্মী বিনে ত্রিভুবনে,
গোপীদের কে তুল্য আছে ?
অনেক যোগসাধনের ফলে,
কেহ দেখে মাত্র হৃদ্‌কমলে,
সেই কৃষ্ণে পেয়েছি কোলে,
কি সুখ আর এর কাছে ?
মুক্তিতে জন্ম মৃত্যু যায়,
কিম্বা আত্মাতে লয় পায়,
কৃষ্ণ-প্রেমে কৃষ্ণের কৃপায়,
কি পাওয়া যায় কে বুঝেছে ? ২৯৬

গোপীদের সৌভাগ্যগর্ব্ব ও অভিমান দেখিয়া তাহার শান্তি এবং তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

কল্পনা-উক্ত সতর্কতা।

ঝিঝিট—আড়া

মন! থেকো সবিধান।
চঞ্চল স্বভাব তোমার বালকসমান॥
আশ্রয়, সহায়, সম্পদদাতা,
সৃজন-পালন-শাসন-কর্ত্তা,
বন্ধু গুরু ইষ্ট ত্রাতা, সবই ভগবান।
সুখে দুঃখে সমভাবে, সিদ্ধি কি অভীষ্ট লাভে,
ধৈর্য্য হর্ষ খেদ ক্ষোভে, পরীক্ষার বিধান॥
বিশুদ্ধ-সাধু-প্রকৃতি,
গোপীগণ সাক্ষাৎ প্রীতি,
তাদেরও চঞ্চলা মতি, খোয়াইল মান!
কৃষ্ণ যাদের প্রেমাকৃষ্ট, তারাও ভোগে দুরদৃষ্ট,
করোনা কভু অভীষ্ট, পেয়ে অভিমান॥ ২৯৭

যেমন কাচপোকা আরসুলাকে স্পর্শ করিয়া পলায়ন করিলে আরসুলা তদাত্মভাব প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার বিহার করিতে করিতে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে গোপীদের তদাত্মভাব হইয়া উঠিল। তাঁহারা আমিই কৃষ্ণ এই ভাবিয়া কৃষ্ণলীলানুকরণ করিতে লাগিলেন দেখিয়া কল্পনা বলিল।

সিন্ধু—মধ্যমান

কেউ জানেকি? গোপী কি প্রেম কি গোপীকার।
ধারণা হয় কার;
তদাত্মা না হ'লে হয়না, সে প্রেমের আধার॥
ভেবে প্রাণ কেমন করে,
এ কিহয় হ'লো কি কারে,
সারূপ্যে হয় তাই, তাঁরে পায়না এপ্রকার!
সাধনার চরমকালে,
সাধ্য সাধকেতে মিলে,
আত্মায় আত্মীয়ে হয় এমনি ব্যাভার॥
কৃষ্ণে অতিরতা হ'য়ে, অতিমাত্র ভাব পেয়ে,
গোপীগণ করিয়াছে কৃষ্ণে অধিকার।
প্রেমস্বরূপ যিনি, গোপীর সর্ব্বস্ব তিনি,
হইতে হয়েছে, এই রীতিই তাঁহার॥ ২৯৮

বিরহসন্তপ্তা গোপীদের কৃষ্ণান্বেষণ।

কীর্ত্তনীয় নটন—লোফা

সেই তদাত্ম-অবস্থায়, মাধব নাহি তথায়,
মোহ ভাবে গোপী সব।
বলে একিলো একিলো, মাধব কোথায় গেল,
এ কি স্বপ্ন-অনুভব ?

শুনি অঙ্গ নাহি তাঁর, শ্যাম অঙ্গ লীলার,
বাঁটি দিতে মো সবায়।
বুঝি অঙ্গ ফুরাইল, যে সেই আবার হলো,
কি হলো কি হলো হায়!
কিম্বা মোদের কঠিনাঙ্গ, ঘরষে কোমল অঙ্গ,
নিশ্চয় হ'য়েছে ক্ষয়।
তোরা সকলে আকালী,
লোভের সাধ মিটালি,
বুঝিলিনা কি যে হয়॥
সখি! হেন মনে হয়, সে অঙ্গ সুধাময়,
খেয়ে ফেলেছি বা সব।
কিম্বা লাবণ্য-রস সে, মেখেছিস হরষে,
সত্য এই অনুভব॥
এই দেখছি তোদের রূপ, শ্যামের অনুরূপ,
আর কিসে হ'লি এমন।
ওলো নয়ন মুদিয়ে, দেখছি শ্যাম বসিয়ে,
এই যে সহাস্য বদন॥
কৃষ্ণ প্রকাশে এসোনা, আর বিচ্ছেদ সহেনা,
কেন হ'লে অদর্শন?
জানি তুমি ইচ্ছাময়, কখন কি ইচ্ছা হয়,
লুকান ইচ্ছা কেমন?
একে এ মধ্যরজনী, তায় ঘোর অরণ্যানী,
তাহে অবলা সবাই।
বনমাঝে লুকাইলে, ধরা আপনি না দিলে,
মোরা কি খুঁজিয়ে পাই॥
এই বলিতে বলিতে, সবে চলিল খুজিতে,
কৃষ্ণহারা কৃষ্ণপ্রায়।
পশু পক্ষী তরু লতা, সবায় কৃষ্ণের বার্ত্তা,
সুধা'তে সুধা'তে যায়॥ ২৯৯

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান

কেউ কি দেখেছিস তোরা, কোথায় শ্যাম
আমার?
দেখেথাকিস তত্ত্ব ব'লে করবিনা কি উপকার?
মল্লিকে যুথিকে কুন্দ!
ফুটে যে করছিস আনন্দ,
না দেখলে বৃন্দাবনচন্দ্র,
এ আনন্দ কিসে আর?
আমাদের হ'তেও তুলসি!
তুমি কৃষ্ণের প্রিয়া দাসী,
তোমারে পথ জিজ্ঞাসি,
কোন্ সুপথ কৃষ্ণ পাবার?
আম্র বট কদম্ব প্লক্ষ! তোমাদের হয় দূর লক্ষ
কত দূরে নলিনাক্ষ, দেখে বল সমাচার।
মালতীর মালা পরাব, কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় দিব,
চম্পকে কুণ্ডল করিব,
তত্ত্ব বল রাখালরাজার॥
মৃগী তোরা মুগ্ধা হ'য়ে,
ও দিগে কি দেখছিস চেয়ে,
শ্যাম কি গেলেন এ দিক দিয়ে,
একেলা, কি সঙ্গে কার? ৩০০

কোন গোপী বনভূমিতে কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন।

গারা ভৈরবী—জৎ

সখি! কৃষ্ণ গেছেন এই পথে,
দেখসে পদচিহ্ন এই।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপদ্ম, চিহ্ন সব দেখিতে পাই॥
মাথায় ল'য়ে পদধূলি,
থাকে পাপ তা ধু'য়ে ফেলি,
হয়তো মনের দোষে, কৃষ্ণের পাশে,
পাপ ক'রে এ দুঃখ সই। ৩০১

কৃষ্ণের পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন তাহার সহিত কোন

কামিনীর পদচিহ্ন রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া গোপীগণ কহিলেন।

কালাংড়া—আড়খেমটা

ওলো আরও কোন কামিনী।
হয়তো হ'য়েছে কৃষ্ণের সঙ্গিনী ॥
তারও পায়ের চিহ্ন আছে, কাছে কাছে,
যেন বঁধুর গলা ধ'রে যায় সে ধনী।
অনেক আরাধনা ক'রে,
তুষিয়াছে সে ঈশ্বরে,
নতুবা সবারে ছেড়ে, ল'য়ে তারে,
কেনবা নির্জ্জনে যাবেন নীলমণি ॥
বড়ই ক্ষোভ হতেছে মনে,
সে সুখ ভোগে নির্জ্জনে,
কৃষ্ণপ্রিয়া কেবা এমন, লক্ষ্মী বিনে,
যে হৌক বটে ভাগ্যবতী সে রমণী ॥ * ৩০২

এক স্থানে উভয়ের পদচিহ্ন রহিয়াছে কিন্তু কৃষ্ণপদের সম্পূর্ণ চিহ্ন নাই, পাদাগ্রভাগ মাত্রের চিহ্ন, তাহাও রজোমধ্যে অত্যন্ত প্রবিষ্ট, তাহা দেখিয়া কোন গোপী বলিলেন।

কালাংড়া—আড়খেমটা

কেন বল দেখিলো সখি!
কৃষ্ণপদের অগ্রভাগের চিহ্ন মাত্র দেখি ॥
প্রেয়সীরে সাজাইতে,
কৃষ্ণ গেছেন ফুল তুলিতে,
হ'য়েছিল খোঁড়াইতে, এসব তারই সাক্ষী।
৩০৩

কিয়দ্দূরে কৃষ্ণসঙ্গিনীর পাদচিহ্ন আর দৃষ্ট হইলনা, এবং কৃষ্ণের পাদচিহ্ন যেন রজোমধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া কোন গোপী বলিলেন।

কালাংড়া—খেমটা

আবার এ কিলো এ কিলো! দেখ্ দেখ্
ছিছি সরমে মরি।
কাঁধে কি ল'য়েছেন প্রিয়ায়, বংশীধারী।
নইলে কে তার পায়ের চিহ্ন নিল হরি ॥
কৃষ্ণের পদচিহ্ন আছে,
তাও যেন ডুবে গেছে,
কাঁধে যেই বোঝা উঠেছে, ভার হ'য়েছে,
এ অনুমান সত্য কিনা বুঝতে নারি। ৩০৪

কিয়দ্দূরে দেখিলেন কোন গোপী একা বসিয়া অনুতাপ করিতেছেন। গোপীগণ সেই গোপীকে জিজ্ঞাসিলেন।

মল্লার—একতালা

এ কি গো সখোনি! হেথায় একাকিনী,
হা হুতাস কর কেন কি কারণে?
তুমি কি সেই ধনী, শ্যামসোহাগিনী,
প্রেমসুখ-ভোগে ছিলে এ নির্জ্জনে?
ভেবেছিলাম তোমার প্রবল কর্ম্মবল,
এত শীঘ্র কেন হইল দুর্ব্বল,
আমাদেরই মত দশা ফিরে এল,
কৃষ্ণ কারও নন বুঝিলে এক্ষণে।
ফলিল কি সঙ্গী ভাঁড়াবার ফল,
এক যাত্রার যাত্রির, হয়না পৃথক ফল,
তাই কিনা অন্য কারণ আছে বল,
তোমার দুখ ভেবেও দুখ পাই মনে ॥ ৩০৫

একাকিনীগোপীকার দুর্ব্বুদ্ধির বৃত্তান্ত।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

প্রিয়সখি! কব কি হলো কি ঘটন।
বুঝিলাম বিশ্বাসী আমি নহি,
নয় বিশ্বাসী মন ॥

* ইনি শ্রীরাধা।

কপাল ভাল কর্ম্ম ভাল,
জন্মের শুভক্ষণও ভাল,
যোগের সংযোগ ভাল, সকলিতো সুলক্ষণ।
অনুকূল ফলদাতা, আর কি সুখের কথা,
সকলি করিল বৃথা, পাপ-মনের আকিঞ্চন॥
শ্রীকৃষ্ণের যে দয়া কত, সখীগণ বুঝেছ তাতো
মধুখোরমাতালের মত,
তাতেই এই অধঃপতন।
নাই পাওয়া কুকুরের মতন,
ক'রতে যাই স্কন্ধে আরোহণ,
দেখি নাই আর গোপীমোহন,
দর্পহারী মধুসূদন॥ ৩০৬

কল্পনার বিবেচনা!

বিভাস—আড়া

বিনা মুক্তি-নির্ব্বাণ। কভু হয় কি কারো
মনসংসর্গে থাকি, তৃপ্তি-সমাধান?
অশেষবিধি-বিহিত, সুখদ অশেষ মত,
আরো নিত্য নূতন হ'লেও, হয়না কুলান।
নীচে নীচে যতই যাও,
উচ্চে উচ্চে যতই ধাও,
দেখিবে কোথাও নাই, তৃপ্তি-বিধান॥
ঘুচাইতে দৈন্য কামির,
হরি ধ'রে দিলেন শরীর,
এতেও দৌরাত্ম্য গোপীর, কর অনুমান।
শিশুর জননী হেন, ছেলে ভুলাইছেন যেন,
ইহাতে বাড়িল আরো, ভোগ্য পরিমাণ॥ ৩০৭

কৃষ্ণের উদ্দেশে গোপীদের প্রার্থনা।

বাহার বাগেশ্বরী—একতালা

দয়াময় হে নিদয় হইওনা। (কৃষ্ণ)
কর কাতরে করুণা॥
দীনবন্ধো বিপদভঞ্জন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়;
প্রভো অনাথিনী করোনা।
অবলার সরলার অপরাধ ক্ষম,
জাননা কি জ্ঞান নাই?
জ্ঞানহীনার দোষ ধরোনা॥
অনুগত্য-দাসীর প্রতি অনুগ্রহ,
কর করিছে বিনয়;
আর লুকাইয়ে থেকোনা।
বনে রাত্রিকালে অশরণা নারী,
ফেলিয়ে পলান শ্যাম:
তোমার উচিত কি না ভ'বনা॥ ৩০৮

সুরট খাম্বাজ—আড়া

কাতরে করুণা কর, এসে দেখা দাও মুরারি।
অসহ তোমার বিরহ, আর ধৈর্য্য রাখিতে
নারি॥
আমাদের তুমিই সকলি,
পরাণের পরাণ-পুত্তলি,
কাছে পেলেই চলি বলি, না দেখে জীবন্তে
মরি।
অসাক্ষাতে আভাস তোমার,
পরমসুহৃয় জীবাত্মার,
সাক্ষাতে পেয়ে কি আবার,
ধ্যানে প্রাণ জুড়া'তে পারি?
যখন আসি গোচারণে,
আত্মা আসে তোমার সনে,
এখন পলা'লে গোপনে,
ঠকা'য়ে আত্মায় সবারি।
গোপীগণে প্রেমসাগরে, রঘুজে ভবসাগরে,
ফেলে গেলে কে পার করে,
আর কি কেউ আছে কাণ্ডারী॥ ৩০৯

কালাংড়া—আড়া

হয়ে ব্রজের আর্ত্তিহারী।
কেন কষ্ট দাওহে কৃষ্ণ, সাজেনা তোমার
চাতুরী॥
আসিতে দেখিয়া তোমায়,
লক্ষী অবতীর্ণ হেথায়,
সকল সম্পূর্ণ যেথায়, সুখ ভঙ্গ সইতে নারি।
তোমার চরণ ভবভয়ে,
তোমার কর শত্রুক্ষয়ে,
ভক্তের পরমসহায় হ'য়ে,
অসহায় ত্যজিলে নারী?

ভীমপলশ্রী—একতালা

দাসীর সহিত কপটব্যাভার।
কেন কর, তা জানিনা, বেতন চাহিনা,
বাসনা পদসেবার॥
ধর'তে ছুঁতে দাও নাই, দেখেছি সদাই,
মুখচাওয়া মাত্র সার।
আজি কি মনে করিয়ে, ভুলা'য়ে আনিয়ে,
শেষে কর অত্যাচার?
লক্ষ্মী পদসেবা করে, তুলসী বিহরে,
দুষ্প্রাপ্য আমাসবার?
পেলে ছিনা'য়ে লবনা, না দিলে পাবনা,
হেতু কিহে লুকাবার? ৩১১

ভৈরবী—আড়া

কৃষ্ণহে এসহে দাওহে দরশন!
দেখে লই যতক্ষণ বাঁচি, ব'লে লই যা
আকিঞ্চন॥
যে দেখি তুমি কঠিন, বাঁচাবেনা অধিক দিন,
না হইতে তনু ক্ষীণ, সার্থক করি জীবন।
প্রার্থনা র'য়েছে কত, তারি মাঝে গোটাকত,
করাইব অবগত, আসিয়া কর শ্রবণ॥
তোমার রূপ দেখিবার সময়,
পলকে বড়ই বাধা দেয়,
আর যেন পলক না হয়,
যখন দেখব যতক্ষণ।
তোমারে পাবার আকাঙ্ক্ষায়,
প্রবল লোভ যাতে শান্তি পায়,
সেই ঔষধ আমাসবায়,
দাওহে ভাবি নিজজন। ৩১২

ঝিঝিট—আড়া

তোমার এমন কৃপণ হওয়া, সাজেকিহে
বংশীবদন!
তুমি যেহে অসেচনক, বাঞ্ছিত আশ্চর্য্যরতন॥
দিবা রাত্রির চাঁদ হবে;
সম্মুখে উদিত রবে,
যে যা চাবে তাই দিবে,
তবেতো হয় তোমার মতন।
আপনারে আপনি জাননা,
যে জানে তার মত শোনোনা,
এ কেমন বিবেচনা,
এই দুঃখে মরি সর্ব্বক্ষণ॥ ৩১৩

সোহিনী—মধ্যমান

অধীনীদের প্রতি কৃষ্ণ, কেন নিদয় হ'লে
এমন?
কখন পেলামনা তোমার, অনুগ্রহ মনের
মতন॥
ক'রে তোমার গুণ শ্রবণ,
ক'রে তোমার রূপ দরশন

হ'য়েছি পক্ষপাতিনী,
জেনেও হও জাননা যেমন।
তুমি গেলে গোচারণে, আঘাত পাবে চরণে,
ভেবে ব্যথা পাই জানি,ক্ষান্ত হইলেনা কখন।
দিন শেষে ফিরে এসো,দেখাইয়ে সেই বেশ,
আসঙ্গলিপ্সা জন্মা'য়ে, কভু করনাই পূরণ।
এমন মোহন-বাঁশী বাজাও,
মন আদি ভুলা'য়ে লও,
তার পরে যে কি দুঃখ পাই,
করনা তার অন্বেষণ॥
এই যে ক্ষণিক-সুখ দিয়ে,
প্রলোভনে মাতাইয়ে,
কৌতুক দেখছ লুকাইয়ে,
এ কি পারে দয়ালু জন? ৩১৪

একত্রিংশ অধ্যায়।

কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব।

বেহাগ—আড়া

হলো সহসা মঙ্গল।
কৃষ্ণরূপে উজ্জ্বলিল রাসমণ্ডল॥
অনেক দুর্দ্দিনের পরে, যেন দেখি ভাস্করে,
যেন অন্ধকার ঘরে, প্রদীপ উজ্জ্বল।
যেন আপনি নিভেছিল,আপুনি জ্বলে উঠিল,
হোতাগণে সন্তোষিল, হোম-অনল॥ ৩১৫

কীর্ত্তনীয় ভৈরবী—দোঠুকি

কৃষ্ণ দরশনে, কৃষ্ণ-প্রাণাগণে,
বাঁচিয়া উঠিল হেন।
তড়িতের প্রায়, স্ফুরিত সবায়,
স্ফূরতি কে দিল যেন॥
দেহ প'ড়ে ছিল, উঠে দাঁড়াইল,
ঠেলি তোলে যেন কেহ।
উদাসীন মন, গৃহী হ'য়ে যেন,
বিষয়ে মাতিল সেহ॥
বল গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিল,
সহসা পশিল দেহে।
তাড়াতাড়ী জ্ঞান, লয় নিজস্থান,
দূরে ছুড়ে ফেলি মোহে॥
বিরহে কাঁদিতে, নয়ন দুটীতে,
ঝ'রে ছিল লোনা জল।
পাইয়া আহ্লাদ, বদলিল স্বাদ,
সে হইল সুনির্ম্মল॥
কাঁদি ফুলে ছিল, সে ফুলা করিল,
নয়নে প্রফুল্ল ফুল।
দুখ ছুটে গেল, সুখ ছুটে এল,
প'ড়েগেল হুলস্থূল॥
নিদাঘে সহসা, উদিলে বরষা,
প্রকৃতি কি সুখ পায়?
ততোধিক সুখ, দেখি কৃষ্ণ-মুখ,
উপজিল গোপিকায়॥
যেন লোকে শীতে, রৌদ্র পোহাইতে,
আসে, ভাসে এক ভানু।
এলো মেলো হ'য়ে, সবে যায় ধেয়ে,
পরশিতে শ্যাম-তনু॥
গোপাল একেলা, গোপিকার মেলা, *
সকলেই লাগ পায়।
মায়ারী পুতুল, যা করে অতুল,
জগৎ সামায় যায়॥ ৩১৬

---

* ষোড়শসহস্র একশত গোপী।

গোপীসকলে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন।

সুরট খাম্বাজ—জৎ

মনরে পেয়েছ হারান ধন।
হৃদে ধর আর যেন হারায়না কখন॥
নয়নে প্রহরী কর, পরিচর্য্যা কণ্টক কর,
প্রাণান্তেও স্থানান্তর, করোনা গমন। ৩১৭

বিভাস—আড়া

এ যে কি সুখ পেলাম, নাহি তুলনা।
এখন এ জগতে আর,কিছুতেই নাই বাসনা॥
এ সুখ হৃদয়ে ধরি,
এখন যদি ম'রতে পারি,
অবশ্যই হয় আমাদেরি,
নূতন লোক রচনা। ৩১৮

কল্পনার বর্ণনা।

মূলতান—আড়া

শ্যামসুন্দর বপু, পরমপুরুষ হরি।
গোপীগণ-মাঝে সাজে, যেন পদ্মবনে করি॥
যেন ধরিয়া আকৃতি, সকলগুণ, বিভূতি,
অনিমাদিসিদ্ধি,শক্তি,আছে ভগবানে ঘিরি।
যেন কতেক জীবাত্মায়,পাইয়া পরম আত্মায়,
ধরিতেছে হাতে পায়, পরিত্রাণ আশা করি॥

মিলনানন্দ।

কীর্ত্তনীয় নটন—কাওয়ালী

অনেক সাধনের পরে, পাইয়া পরমেশ্বরে,
সাধকের মন হয় যেমন।
কৃষ্ণ পেয়ে গোপীর হলো তেমন॥
দুটী নয়ন ভরি, ভরি সে লাবণ্য পান করি,
পিপাসা-নিবৃত্ত নাহি হয়।
কেহ নয়নপথে তুলিয়া লয়॥
করি গাঢ় আলিঙ্গন, পুলকিত হয় মন,
যোগী হেন স্থিরভাবে রয়।
ভাব উথলি সুখ নয়নে বয়॥
সংসারের তাপ যেন, নিবারে মুমুক্ষুগণ,
বিরহতাপ নাশে গোপীগণ।
দেখি ব্রজনাথ নীরদবরণ॥
শ্রুতি যেমন ভ্রমি কর্ম্মে,নৈরাশ্যে ব্যথিতমর্ম্মে,
জ্ঞানকাণ্ডে দেখি ভগবান।
করে কর্ম্মত্যাগ আপদ সমান॥
খুঁজিতে প্রাণের কৃষ্ণ, বনভ্রমণের কষ্ট,
গোপীগণ ত্যজিল সকলি।
পেয়ে হারান ধন বনমালী॥ ৩২০

শ্রীকৃষ্ণকে গোপীদের প্রশ্নত্রয়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান

১।বল বল সেই বা কেমন,তার পিরীতি কেমন।
ভালবাসা পেলে তবে, ভালবাসে যেই জন?
২। তারইবা কেমন রীতি,
ভালবাসা যার প্রতি,
সে তারে করেনা প্রীতি,
চাহেনা প্রীতি তেমন?
৩। ভালবাসাও চাহেনা,
ভাল না বাসাও চাহেনা,
দুইএর বাহির যেই জনা,
কিবা তার আচরণ? ৩২১

কৃষ্ণের উক্ত উত্তর।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া

১। সে তো স্বার্থ সাধনা; ভালবাসা নয়।
ভালবাসে বলে ভালবাসা যদি হয়॥

পরস্পর ভালবাসায়,
ধর্ম্ম সৌহার্দ্দ নাহি হয়,
প্রণয়ে অনুরোধ রাখায়, হয় বিনিময়। ৩২২

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া
২। যে জন ভালবাসেনা, ভালবাসা তায়।
দয়া আর স্নেহের রীতি, ভালবাসায়॥
দয়াতে দয়ালু পিতা, স্নেহে স্নেহময়ী মাতা
নিষ্কৃতি দেয় দয়ালুতা,
স্নেহেতে সৌহৃদ্য পায়।
ইহা নিন্দনীয় নহে, ধর্ম্ম হৃদ্য দুইই রহে,
নিঃস্বার্থ প্রেম এরেই কহে, হয়না চেষ্টায়॥

--- ৩২৩

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান
১। ভালবাস না বাস উভয়ই সমান তার।
অকৃতজ্ঞ কি কৃতঘ্ন,ধারেনা প্রেমের ধার॥
আত্মারামের আত্মায় প্রীতি,
তার প্রীতির প্রত্যাশা কার।
আপ্তকাম অন্য চাহেনা,
বিনা আত্মার সাক্ষাৎকার॥ ৩২৪

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান
আমারে যে চায়, সেই পায়,
তার প্রায়, চাহিনা তার।
তাই সে আমারে ভুলিতে নারে॥
নির্ধন যে ধন পায়, যদি তা হারা'য়ে ফেলায়,
নিরন্তর সে তারই চিন্তায়,
ভোলে অন্য চিন্তারে।
তোমরা যে আমার লাগ,এলে করিসর্ব্বত্যাগ,
ভেবে হবে অতিরাগ,
তাই ফেলে যাই সবারে॥

ভালবাসায় দোষ দিওনা,
আমি ভালবাসি কি না,
তোমরা কি তা বুঝিলেনা
মিলন হওয়ায় এবারে?
তোমাদের এ ভালবাসার,
প্রতিদান অসাধ্য আমার,
সুশীলতা-গুণে আবার,
বাধ্য ক'রলে আমারে॥ ৩২৫

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

বিশেষরাসোৎসব।

কীর্ত্তনীয় রামকিরি—কাওয়ালী
করিতে বিশেষ লীলা, রাসচক্র সাজাইলা,
বনমালী বিশেষপ্রকারে।
সবাই গৌরাঙ্গী নারী, সুশৃঙ্খল-শ্রেণী করি,
দাঁড়াইলে মালার আকারে॥
সবারি রাখিতে মান, মায়া করি ভগবান,
স্থান নিলা প্রত্যেকেরি পাশে।
হেন অনুমান করি, সুবর্ণের সাতনরি,
মাঝে মাঝে মরকত ভাসে॥
ভাগ্যবতী ধরা সুখে, সে মালা পরিয়া বুকে,
আহা কিবা শোভিল সুন্দর।
দেখিয়া রাসের সাজ, আনন্দে দেবসমাজ,
পুষ্পবৃষ্টি করিল বিস্তর॥
রাসচক্র ফিরিঘুরি হেলিদুলি নৃত্যকরি;
করিল যে আমোদ উদ্গার।
ভক্ত যাহা ভাবি হৃদে, মুগ্ধ হয় তার মদে,
কতই সৌভাগ্য গোপিকার॥ ৩২৬

কল্পনার জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা।

কীর্ত্তনীয় দেশবরাড়ী—ঝাঁপতাল

রাস-রসরসিক রসরাজ! একি নাচনি?
নাচিছ কি নাচাইছ,কি শিখিছ নাচ আপনি?
এ আনন্দ কর কি, ভৌমানন্দ স্বাদিতে?
বুঝেছি এসেছ ভক্তে, প্রেমরস বিলাইতে॥
এ সব সঙ্গিনীগণকি নূতন সঙ্গিনী?
হেন অনুমানি, হবে সঙ্গিনী চিরন্তনী॥
নতুবা এরূপে প্রাপ্ত, কভু কি হ'য়েছ কার?
যোগিদের ধেয় মাত্র, অঙ্কগত গোপিকার॥
গোপীর সৌভাগ্য, কিন্তু তোমার একি ব্যবহার
উপপতি হইয়া কেন, করিলেহে ব্যভিচার?
উপপতি হইবারে করিয়াই বাসনা।
গোপীগণে কামিনী কর, করি বংশীবাদনা॥
বুঝিলাম বুঝাইলে, সবারই সব তুমি।
উপপতি ভাবনাক, দেখ তাও আমি॥
কমলার পতি হেন, পতি হওনা কাহার।
পতিভাবে ভাবে যেই, উপপতি তাহার॥

৩২৭

শ্রোতার প্রশ্ন।

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—একতালা

বৃন্দাবনমাঝে, গোপিকা-সমাজে,
মাধব কৃপা বিতরি।
করি রাসলীলা, অঙ্গসঙ্গ দিলা,
দুর্লভ সুলভ করি॥
গোপী ভাগ্যবতী, কিন্তু রমাপতি,
আসিয়া লোকসমাজে।
লোকে ব্যভিচার, ঘোর পাপাচার,
প্রবর্ত্তিলা সেই কাযে॥
অধর্ম্মে শাসন, ধর্ম্মের স্থাপন,
করিতেই অবতার।
ধর্ম্মবক্তা কর্ত্তা, ধর্ম্মের রক্ষিতা,
তাঁর একি ব্যবহার॥
তিনি আপ্তকাম, হ'লেন সকাম,
কিবা অভিপ্রায় তাঁর।
হ'তেছে সংশয়, এ সংশয় ক্ষয়
করিতে কে শক্য আর? ৩২৮

বক্তার উত্তরে সংশয়-ছেদ।

কীর্ত্তনীয় আহির—কাওয়ালী

কৃষ্ণের কি অভিপ্রায়, তিনি বিনা আর কায়
জিজ্ঞাসিলে পাইবে উত্তর?
আমাদের অনুমান, যত দূর চলে জ্ঞান,
জ্ঞানের অতীত সে ঈশ্বর॥
ঈশ্বরের কার্য্য যত, নহে মানুষের মত,
মানুষে লাগয় চমৎকার।
কার্য্য নহে অনুকার্য্য, কর্ত্তৃত্বই শিরোধার্য্য,
পালনীয় আদেশ তাঁহার॥
আমরা ছুঁইনা যাহা, আগুন যে খায় তাহা,
মরি বিষে খাইলা ঈশ্বর।
অধিকার নাহি যায়, কিবা ফল সে চর্চ্চায়,
দুশ্চিন্তার ব্যামোহ বিস্তর॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য, সংসার-নির্ব্বাহ জন্য,
বদ্ধ যে সে বাধ্য নানা মতে।
সতের নাহিক ক্ষয়, অসতের ক্ষয় হয়;
যত ভয় সকলি অসতে॥
ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি যার, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমতার,
তার কর্ম্ম অকর্ম্ম সকল।
মঙ্গল কি অমঙ্গল, এই দুই কর্ম্মফল
নিরাকাঙ্ক্ষ যা করে বিফল।
যাঁর রূপ ধ্যান ক'রে, দুরাত্মা মরিলে পরে,

ভক্তের সমান গতি পায়,
যাঁর নাম-মহিমায়, নরক-যন্ত্রণা যায়,
পাপ হরে পাপ-ভয় তাঁর ?
যাঁরে ভক্তি করি ভক্ত, আর যোগী যোগযুক্ত,
কর্ম্মবন্ধহ'তে মুক্ত হয়।
যাঁর কীর্ত্তি শুনি নরে, মঙ্গল সঞ্চয় করে,
তাঁর কার্য্যে ক'রোনা সংশয়॥ ৩২৯

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সুদর্শনমোচন।

একদা দেবযাত্রা উপলক্ষে নন্দাদি গোপগণ কৃষ্ণ ও বলদেবের সহিত সরস্বতীতে স্নান করিয়া তত্তীরে শিবপূজা কালে ধ্যান করিলেন

যোগিয়া ভৈরব—একতালা।

রূপ রতন জিনি উজ্জ্বল,
বর বপু যেন রজতঅচল,
কমলাসীন চরণকমল,
ভক্তমনভৃঙ্গাচ্ছন্ন অবিরাম ॥
ফণিনী মেখলা, বস্ত্র বাঘছাল,
ভস্ম বিলেপনি ভূষণ হাড়মাল,
অনিমাদি ধন, তৈজস কপাল,
বাহন বৃষ, ভূত ভৃত্য, শ্মশান ধাম॥
করেতে, পরশু মৃগ বরাভয়,
পঞ্চ বক্ত্র, প্রতিবক্তে নেত্র ত্রয়,
শিরে জটাজুট ভালে চন্দ্রোদয়,
শান্ত মূর্ত্তি নিত্য শিব আত্মারাম।
অচিন্ত্য ঈশ্বরের অব্যক্তস্বরূপ,
আরাধনার জন্য ধ্যেয় এইরূপ,
রঘুজ কহিছে এইরূপই স্বরূপ,
সুব্যক্ত স্বরূপ ভক্তের অভিরাম॥
৩৩০

অনন্তর অম্বিকাপূজা করিয়া প্রার্থনা করিলেন।

পরজ কালাংড়া—একতালা।

কাতরে করুণা কর কাত্যায়নি !
করুণাময়ি কলুষনাশিনি !
ভবভয়ে অভয় দিতে কেহ নাই,
অভয়ে বিনা ঐ চরণ দুখানী॥
ভবভয় হ'তেও বেশি ভয় কালে,
কিজানি কি শাস্তি দিবে পরকালে,
আত্মসমর্পণ করি চরণতলে,
ক্ষমা কর দুঃখে দুর্গতি হারিণি !
ক্ষমাঘেন্নায় রাখ চরণতলে ফেলে,
পাপিরত্রাণ ক্ষমাঘেন্না কর ব'লে,
নতুবা রঘুজ এত মন্দ ছেলে.
কি সাহসে শরণ চাহে গো জননি॥

--- ৩৩১

সেদিন সকলে উপবাস করিয়া তত্রত্য উপবনে বাস করিলেন। রাত্রিতে শয়ন করিলে এক মহাসর্প নন্দকে গ্রাস করিতে লাগিল। সেই সময়ে সর্পগ্রস্ত নন্দ ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন।

ঝিঝিট—আড়া।

কোথায় কৃষ্ণ ! ত্বরায় আয়।
ঘ'টেছে ঘোর দায় ;
মহাসর্প গ্রাসে আমায়, মণ্ডূকের প্রায়
প্রাণযায়॥
আমরা রক্ষিত তোমার,
ব্রজে নাই যমের অধিকার,
নির্ভয়ে করে অত্যাচার,
এ শত্রু তোমায় না ডরায়। ৩৩২

অন্য গোপগণ মসালের অগ্নিতে সর্পকে নিদারুণ দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তথাপি সর্প

নন্দকে ত্যাগ করিলনা দেখিয়া কল্পনা বলিল

গৌরী—আড়া

কার ভরসা করে কবি, পর ল'য়ে ঘর ?
মন ইন্দ্রিয় রিপু এরাই যখন পর ॥
যে যখন যাহা করে আপন তৃপ্তির তরে,
অনুরোধ রক্ষা, কার কে করে সত্বর ?
যে সর্প নন্দেরে গ্রাসে, অন্তে তার জীবন নাশে,
তবু গ্রাস ত্যজিলনা, লোভ পামর ॥
মন আদির এমন ব্যাভার,
জীব যেন নয় কেহই কার,
পতঙ্গ আদির দাহনে প্রমাণ বিস্তর। ৩৩৩

শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্পের দেহে পদপ্রহার করিবা মাত্র সে সর্পদেহ ত্যাগ করিয়া সুদর্শন নামক সুদর্শন গন্ধর্ব্ব মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল, এই আশ্চর্য্য দেখিয়া তত্রস্থ সকলে বলাবলী করিতে লাগিলেন।

খাম্বাজ—আড়খেমটা

স্বপন তো নয়, বাজীকরের বাজী তাও নয়।
কি হ'তে কি হলো, একি ঘটনা আশ্চর্য্য ময় ॥
শুনি ছুঁলে পরশ মণি,
লোহা সোণা হয় তখনি,
কৃষ্ণের চরণ ছুঁলে বুঝি, সাপ ঘুচে গন্ধর্ব্ব হয় ?
ত্রেতা যুগে রামের কীর্ত্তি,
মানবী হয় পাষাণ-মূর্ত্তি,
শুনেছি দেখিলাম কৃষ্ণের,
তেমনি কীর্ত্তি সমুদয় ॥ ৩৩৪

সুদর্শন-উক্ত কৃষ্ণের স্তব।

বাগেশ্বরী—আড়া

ধন্য হে কৃষ্ণ দয়াময়।
ধন্য করিলে আমায়।
শ্রীচরণে পরশিলে একি ভাগ্যোদয় ॥
* শাপ নহে মুনিগণের,
ফল সে সাধু-দর্শনের,
নতুবা বিনা সাধনায় তুমি হও সদয় ?
কৃষ্ণনাম জপে শ্রবণে,
পবিত্র হয় পাপীজনে,
তোমার পদ পরশিলাম ত্রাণ পাব নিশ্চয় ॥

৩৩৫

ঝিঁঝিট—আড়া

কৃষ্ণ তোমার করুণা অপার।
তোমা বিনা কেবা পারে এ প্রকারে,
করে উপকার ?
কিদিয়ে সুধিব এ ধার,
দিবার যোগ্য কি আছে আর,
কমলা গৃহিনী, গৃহ রত্নাকর, তোমার।
শুনেছি কেবল গোপীগণ,
হ'রে ল'য়েছে তোমার মন,
কর সেই অভাব পূরণ, লহ মন আমার ॥

৩৩৬

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

একদা সন্ধ্যার পূর্ব্বে কতকগুলি গোপী যমুনার নিকটবর্ত্তিবনে বিহার করিতে করিতে বনের শোভা দেখিয়া বলিলেন।

সোহিনী—মধ্যমান

আহা কি কাননের শোভা শোভার সভা
এইখানে।
প্রকৃতির প্রিয় বসতি, বুঝেছি এই অনুমানে॥
হরিত-তৃণ-আস্তরণে,
শোভার সাগর সমীরসনে,
ঢেউ খেলাচ্ছে আপনমনে ;

* সুদর্শন নামক গন্ধর্ব্ব অঙ্গিরাদি মুনিগণের শাপে সর্পহইয়াছিল।

এরাওতো আমোদ জানে ?
নানাবিধ ফুল ফুটেছে,
নানাবিধ ফল ফ'লেছে,
প্রকৃতি যেন খুলেছে,
শোভার বাজার আপন স্থানে ॥ ৩৩৭

কোন গোপী পুষ্প চয়ন করিতে করিতে নিরস্ত হইয়া বলিলেন।

বেহাগ—জং

ফুল তোলা হলোনা।
ঐ দেখ শাখী নেড়ে, যত শাখী করিছে মানা॥
চোখগেল ব'লছেনা পাখী, চোখখেকী
বলিছে রেগে ;
কোকিল ব'লছেনা কুহু,ব'লছে উহুঁ ঐ শুননা।
বিঁধিল গোলাপ কাঁটা, দংশে বা ভ্রমরা ;
দেখে হাসিছে কুন্দদন্তরা প্রকৃতি-ললনা ॥ ৩৩৮

কোন গোপী ফুলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে মকরন্দ-লোভী উড্ডীয়মান ভ্রমরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—জং

ওরে ভ্রমরা রে তোরা, ফিরে যা এখন।
মধুলোভে এসে শেষে হারাবি কি মন ॥
আজ যে গাঁথন গাঁথবো ফুলে,
যে দেখবে সে রবে ভুলে,
খেপাব গোপিকাকুলে, মাতাব ভুবন
নিতান্ত অরসিক যারা,
তারাও দেখে হবে সারা,
রসজ্ঞ মধুপ তোরা, তাই করি বারণ ॥ ৩৩৯

কোন গোপী ফুলের মালা হাতে ঝুলাইয়া অন্য গোপীগণকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন।

খাম্বাজ—ঠুংরি

আমার এই যে মালা লওবা না লও,
শুনে লও এর গুণ।
গলায় প'রলে পূর্ণ করে, যে গুণ থাকে ন্যূন॥
ছুও যে তার ছুওত্ব যায়,
কুরূপ হ'লেও ভোল ফিরে যায়,
এ মালাতে তারেও মানায়,
লেগেছে যায় ঘুন। ৩৪০

যিনি মালা গাঁথিতে ছিলেন, তিনি মালা প্রস্তুত হইলে সকলকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন।

খাম্বাজ—খেমটা

ব্রজবালা মালা দেখনা।
দেখদেখি এতে, কতখানা, গুণীপনা ॥
প্রতি ফুলে, মনোভোলে, দেখ খুলে,
ভোলে কি না ভোলে, যাবে জানা। ৩৪১

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল, পরে সুধাকর কৌমুদী ছড়াইয়া কাননের শোভার উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে রাম ও কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের তৎকালীন সৌন্দর্য্য দেখিয়া কোন গোপী সে সৌন্দর্য্য বর্ণন করিলেন।

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি

এই কৃষ্ণ-রাম-রূপ, মনের কেমন অনুকূল ॥
পেয়ে মন আর ভাবেনা কোন কিছুর অপ্রতুল।
কি বা শ্যাম গৌর বরণ গঠন অতুল।
যেন হীরা মরকতে গড়া, সজীব পুতুল ॥
আহা কেমন কোমল-কান্তি, যেন দুটী ফুল।
কিন্তু অঙ্গের সুগন্ধে, কোন ফুলই নহে তুল॥

অন্য গোপী বলিলেন।

ঘনীভূতমন কেমন,কেউতো দেখ নাই কখন
সেই ঘনীভূত মনোময়স্বরূপ এমন ॥
তাই ওরূপে লোকের মন করে আকর্ষণ।
ওতে লাগিলেই মন হয় রূপাকৃষ্ট মন ॥ ৩৪২

রাম ও কৃষ্ণের একতানে বংশীবাদন।

ভূপালী বিভাগ—কাওয়ালী

বাজরে বাঁশরী স্বরসুরতালমানে।
যত রাগরাগিণী, রসমাধুরী সব ল'য়ে,
অন্তরজগতে দাও সুধা বরষিয়ে,
দুর্ব্বলসত্বেরে তোলো সবল করিয়ে,
সহায়তা কর সাধুজনে ॥
তম রজ দুই গুণ, ক'রেছে বড় বিগুণ,
উপজিলে প্রেমবল, সুমঙ্গল হইবে তোমার গানে।
বিনা শাস্তি সঞ্চার করি, দুজন দুর্জ্জন মারি,
কি ফল ভূভার-হরণে? ৩৪৩

শঙ্খচূড়বধ।

কীর্ত্তনীয় কামোদ—একতালা

বাঁশরীর তান, সুধার সন্ধান,
সে রস সবে না পায়।
সুধা খায় সুর, বঞ্চিত অসুর,
সুখ, ভাগ্য চিনি ধায় ॥
শুনি বংশির ধ্বনি, ব্রজের রমণী,
আর যত সাধুজন।
সকলে মোহিল, কিন্তু না ভুলিল,
যতেক অসাধুগণ ॥
গোপীরা মোহিল, সুযোগ পাইল
শঙ্খচূড় যক্ষচর।
সবারে হরিয়া, যায় পলাইয়া,
রাম-কৃষ্ণ-অগোচর ॥
হাহাকার করে, গোপিকানিকরে,
দেখি কৃষ্ণ সেইক্ষণে।
শঙ্খচূড়ে মারি, তার মণি হরি,
অর্পিলা রামচরণে ॥ ৩৪৪

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

গোপীগণ কৃষ্ণ-সহবাসে রাত্রি যাপন করিয়া দিবাভাগে কৃষ্ণ গোচারণে গমন করিলে কেবল কৃষ্ণগুণগান অবলম্বনে কালক্ষেপ করিতেন।

সখীসম্বোধনে।

সুরট খাম্বাজ—আড়া

সই বংশীধারী বংশী বাজায় কি ভঙ্গী ক'রে
বাহুমূলে, কপোল রাখি, ভ্রূ নাচায়,
আড়ে নেহারে ॥

একতালা

সহাস্য অধরে, বাঁশী ধরি আড়ে,
সপ্তস্থলে বাঁধা সপ্তসুর ছাড়ে,
সুরে সুধুই সুধা বায়, কি করে সে শুধায়,
পঞ্চম সওয়ারি
বুঝিতে পারিনা,আর আমাতে আমি থাকিনা
বসন কবরী খসে, অধর শরীরে ॥ ৩৪৫

ভূপালী—কাওয়ালী

নয় বাঁশির রব, রবস্বরূপ কেশব।
শ্রবণইন্দ্রিয়ের অনির্ব্বচনীয় অনুভব
তাঁরই রূপে মন গেছে ছাড়ি অঙ্গ-সঙ্গ,
খালিঘরে শ্রুতি-পথে পশি কাবে বঙ্গ

অনঙ্গ-কেশব-সংসর্গ-সুখে অঙ্গ,
এলিয়ে পড়য়ে তাই খসে বেশ-ভূষাসব।
আমরা তো শ্যামদাসী আমাদের কি কথা,
সিদ্ধাঙ্গনা যদি থাকে সিদ্ধ-ক্রোড়গতা,
তাদেরও বসন খোলে, করিয়ে বিস্মিতা,
বাঁধিতে ভুলায়ে দেয়, মাধবের বাঁশির রব॥

——— ৩৪৬

মল্লার—আড়া

কেনবা না হবে সুখিরে! বাঁশিরস্বরের প্রভাব এমন?
যাঁর মুখের বাঁশী তাঁর, হাসি রত্নহারের মতন॥
যাঁর হৃদে আছেন কমলা,
যেন সুস্থিরা চঞ্চলা,
দুঃখ-হরণ যাঁর খেলা,
তাঁর বাঁশী কি যেমন তেমন?
নইলে শুনে শ্যামের বাঁশী,
বনের পশু হয় উদাসী,
মুখে কবল দাঁড়ায় আসি,
নিদ্রিত চিত্রিত যেমন॥ ৩৪৭

———

মল্লার—আড়া

শুনেছ কি সখি আরে! সেই সময়ের বংশী বাদন।
বনমাল্যগন্ধমধুলোভী ভ্রমর গুঞ্জরে যখন॥
শুনি সেই বাঁশরীর স্বর,
সারস আদি উর্ভচর,
জলচর আর খেচর,
মুগ্ধ হ'য়ে করে শ্রবণ। ৩৪৮

———

ভৈরবী—আড়া

তোমরা কি দেখেছ সখি! শ্যাম যখন পলিনে খেলে।
মুছে লয় তাঁর চরণ-ধূলা, পবন প'ড়ে চরণতলে॥
সেই ধূলি পাবার তরে, নদী গতি-ভঙ্গ করে,
একবার একবার তুলে ধরে, তরঙ্গ-কর চঞ্চলে।
কিন্তু আমাদেরই মত,
তারও পুণ্য নাহি তত,
পারেনাতো অবিরত, ধূলি লয় সে কর তুলে॥

——— ৩৪৯

খাম্বাজ ভৈরবী—আড়া

কখন গো হবে সে সময়।
গোধূলির ধূলি-ধূসর শ্যাম হবে উদয়॥
সেই সময়ে শ্যামের হাসি,
বিরলমেঘের আড়ে শশী,
তখনকার কটাক্ষ যেন, বিদ্যুতের তনয়
আমরা তখন তাই দেখিতে,
ভুলে যাই সরম সারিতে,
চকোরী চাঁদ পেলে যেমন, ভোলে নিশার ভয়॥ ৩৫০

———

যশোদার সমীপবর্ত্তিনী গোপী যশোদা-সম্বোধনে।

লুম ঝিঝিট—ঠুংরি

যশোদে! দেখিতেছ মেঘ-বিতান।
কানু বাজাইলে বাঁশী, জলদ ধাইয়া আসি,
এইরূপে ছায়া করে দান॥
জুড়া'তে তাপিত প্রাণ, দোঁহার গুণ সমান,
গুণী করে গুণির সম্মান।
আরো করে আকিঞ্চন, মিষ্টরবী হ'তে ঘন,
শিখে পেয়ে গুরু গুণবান॥ ৩৫১

———

লুম ঝিঝিট—ঠুংরি

যশোদে ! কানু কি বেণু বাজায় !

সুরভেদে গুণবান, যতেক দেবপ্রধান;

শুনিয়া তারাও মোহ পায় ॥

শুনি সুরআলাপন, ছুটি আসে মৃগীগণ ,

আপন আবাস ভুলিযায়।

আমাদেরি মত তারা নাদেখিলে হয় সারা;

কৃষ্ণ ছাড়া থাকিতে নাচায় ॥ ৩৫২

লুম ঝিঝিট—ঠুংরি

যশোদে'! কৃষ্ণধনে কে না ভালবাসে।

চরিতে চরিতে ধেনু, প্রতিগ্রাসে দেখে কানু,

পিছু ফিরি যায়না বা আসে ॥

সদা অনুকূল বয়, সুগন্ধ মাখিয়া রয়,

কৃষ্ণে ভালবাসিয়া বাতাসে ॥

কৃষ্ণ যবে গোঠে যায়, যতউপদেবতায়,

উপাসয় অলক্ষ্যে উল্লাসে ॥ ৩৫৩

সোহিনী—পঞ্চমসওয়ারি

আজি কেন বিলম্ব এমন।

কখন শ্যাম ক'রবেন আগমন ॥

হয়তো দেবগণ এসেছে,

পথের মাঝে পুজিতেছে,

ছাড়তে চায়না পেলে কাছে,

যে শরীরীর আছে নয়ন। ৩৫৪

সোহিনী—একতালা

বুঝি কৃষ্ণ করে আগমন। (যশোদে)

গোধন বাৎসল্য-ভরে,

ডাকিতেছে হম্বা-স্বরে,

গোধূলিতে, শ্যাম দেখিতে, ব্রজলোকে

করে গমন।

দর্শনোৎসুক-নয়না,দাঁড়ায়েছে ব্রজাঙ্গনা

ঐ দেখা যায় ল'তে বিদায়,

ভানু করে অবতরণ ॥ ৩৫৫

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

হোরি।

সহচরদের উক্তি।

সিন্ধু ভৈরবী—জৎ

আব্ তু নাখেল হোরি বংশীধারি।

দেখ ক্যাছে খেলি হোরি ॥

গুলাবচন্দনমে, আবিরি ঘোরি,

দারি তুয়া পর, ভরি পিচকারী,

ত্যোড়ি কুঙ্কুম, ছোড়ি আতর তেরে পরি।

বাজে মৃদঙ্গ-সারঙ্গ ঝাঁঝরী,

হাম্ সব নাচু তুঝে ঘেরি ঘেরি,

তুহ দোলত দেখত শোভা কি ভরি ॥ ৩৫৬

গোপীদের উক্তি।

সুরট মল্লার—জৎ

এজি তুম বড়ী খেলাড়ি, চতুর কানাইয়া,

হোরি খেলনে আব্ আও।

ছোড়ি পিচকারী, খেল আবিরি,

আপনা পাগে বাঁচাও ॥

তুয়া রূপ-ভাতি, চন্দ্রমা-কান্তি,

আজু তেরি অরুণ বনাও। ৩৫৭

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

পীলু—খং

খেলিবে হোরি, যুত গোপী মিলি।

আমিতো একলা কারে সামালি ॥

একেবারে সবে আবিরি ছড়াবে,
তাতে ডুবেগেলে, বল লবে তো তুলি। ৩৫৮

গোপীদের উক্তি

সুরট মল্লার—জৎ

ওহে কৃষ্ণ! তোমার রূপসাগরে,
ডোবে সবে সশরীরে।
আবিরি কি পারে, ছাপা'তে তোমারে,
ধূলায় কি ঢাকা ভাস্করে॥ ৩৫৯

শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুরট মল্লার—জৎ

রাধে! ছাড়ি নীলাম্বর এসো তবে খেল হোরি।
ভাবি ঘনোদয়, যদি বায়ু বয়,
বিপদ হইবে ভারি॥
সাম্বর তোমারে, উড়াইতে পারে,
তখন কি হবে কিশোরি। ৩৬০

শ্রীরাধিকার উক্তি।

সিন্ধু ভৈরবী—জৎ

আমার বসন বইত্তো নয়,
ছাড়িলেই ছাড়িতে পারি।
তোমার যে বরণ, ঘন নবঘন,
ও শ্যাম বিপদ ভারি তোমারি॥
ভালই মনে হলো, এ উৎসাহে চঞ্চল,
ঘোল ঢেলে ভোল ধল করি। ৩৬১

সিন্ধু ভৈরবী—জৎ

আজি খেলিতে হোরি।
যদি শ্যাম হারা'তে পারি॥
বাঁশী কেড়ে লব, বামে বসাইব,
তোমারে সাজাব নারী।
চূড়া খুলে দিব, কবরী বাঁধাব,
রাঙ্গাব দিয়ে আবিরি॥ ৩৬২

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সিন্ধু ভৈরবী—জৎ

কি জানি হারাই কি হারি।
হারা'লে হারি আমারি॥
তুমি গলার হার, হৃদয় জুড়াবার,
হারান সইতে কি পারি।
হারিলেই জীতিব, তোমারই হইব,
জীতে যতন হবে ভারি॥ ৩৬৩

কল্পনা-উক্ত হোরি বর্ণন।

সুরট মল্লার—জৎ

খেলে হোরি হরি, গোপীগণসঙ্গে।
খেলে কি? পুলিনতরঙ্গে॥
ভ্রমর কি খেলে, শত শতদলে,
মনগণ ল'য়ে হরি এমন না খেলে,
কেবল রঘুজের সহস্রারে খেলে এই রঙ্গে। ৩৬৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীরাধিকার অভিমান।

একদা কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী নাম্নী গোপিকার কুঞ্জে অনেক সময়ক্ষেপ করিয়া রাত্রিঅবসানপ্রায় এমন সময়ে রাধিকার কুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া বৃন্দা গোপী কহিলেন।

সখী সংবাদ চীতেন

মধ্যমান পরে ধামার

প্রণয়কোপে কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা দূতী কয়।

রাধা না বুঝে রাখালসঙ্গে, প্রেম ক'রে, (এ)
প'ড়লো এ জ্বালায় ॥
তখন বলে'ছিলাম শ্রীরাধায়,
মজোনা কালো কালায়,
সুখী হবেনা, শুনলেনা, সইতে হলো যন্ত্রণা
শঠের পিরীত বালির বাঁধ,
কথায় হাতে দেখায় চাঁদ,
কুটিলমনে সরলবাদ, দুদিন থাকেনা ॥
আই আই লাজে যে মরি,
রাজার কুমারী, এই প্যারী,
লম্পটের কপটে প'ড়ে,বুঝিবা দুকুল হারায় ॥

ধুয়া

ওহে বনমালি! চতুরালি কে শিখা'লে,
জিজ্ঞাসি তোমায়?
তুমিতো এই ব্রজের রাখাল,
চরাও হে গোপাল;
কবেবা লম্পট হ'লে, ফিরিল কপাল?
সে'জে বর্নের কুসুমপুঞ্জে,
সারানিশা সারাকুঞ্জে,
বেড়াও নূতনসুখ ভুঞ্জে, লুকাইয়ে রাধিকায় ॥

খাদ

নিশা-শেষে রাধার বাসে, কেন রসময়?
বুঝি মনোরথ ভুলেছে পথ,
কিম্বা কারও মনোরথ,
করেছ ভঞ্জন, সেই কারণ,
লাঞ্ছিত অলির মতন।
তাপিত হ'য়ে অন্তরে, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ক'রে
দাঁড়াবার স্থান রাধার ঘরে,ক'রলে আগমন ॥
ছি ছি একি তোমার কায,
থাকতে দ্বিজরাজ গুণরাজ,
ভেঙ্গে মান তার রাখলেনা মান,
পেছুটান কি এতই দায়?

কলি—আড়খেমটা

কেবল নটবর তুমি প্রণয় জাননা।
দেখতে ভাল চিকণকালো,
এতেইতো ঘ'টেছে কাল, গুণতো জানেনা;
যদি থাকতো গুণীপনা, বধ'তে কত জনা।
কালোর এমনি স্বভাব আছে তা জানা ॥

শেষ চীতেন

সয়না জ্বালা, যাওহে কালা, বাসনা যেথায়।
দেখে ও বদন, ক্রোধে জ্বলে রাধার মন,(ওন)
থেকনা হেথায় ॥
ছাপা রয়না হে এ কুকায,
ধরা পড়ে চোরের সাজ,
ওহে বাঁকারায়,কি উপায়,প'ড়েছ বিষম দায়।
থাকলো না মান আর তোমার,
মুখ দেখান হলো ভার,
লজ্জা নাই শ্যাম তাই পুনর্ব্বার,
এসেছ হেথায় ॥
এখন চিনলাম তোমায় শ্যাম,
ওহে দোষের ধাম, বাঁকাঠাম,
লুকাও রাগাইওনা আর, কমলিনী শ্রীরাধায় ॥

৩৬৫

যোড়া-চীতেন

সুখের-কপাল,তোমার রাখাল,হ'য়েছে এখন।
কি ব'লবো রাধায়, প্রেম শিখা'লে তোমায়
হায় প্রেমের বিড়ম্বন ॥
আমি ভাবি তাই কি ক'রলে রাই,
বাঁশী বই যার কিছুই নাই;
এই কালো বরণ, এই আচরণ,
করেন কিনা গোচারণ!
ছেঁড়া নেকড়ার পীতধড়া,
ময়ূরপুচ্ছ-গুচ্ছের চূড়া,
গুণের মধ্যে মাখন-চোর।

এতেই ভুললো মন !!
বুঝি কুহক জান শ্যাম, !
তাতেই অভিরাম, গুণধাম,
মনে ভেবে, প্রেমে ডুবে,
পিটটাঁতছাড় এক্ষণে ॥

ধুয়া।

ওহে ব্রজের নাগর। নাগরালি সাজেনাহে,
শ্রীরাধার সনে।
রাধা তোমার প্রেমের গুরু, প্রেম শিখা'লে,
এখন না হয় মিলেছে ঢের ব্রজমণ্ডলে।
এ যে বিদ্যে গুরু-মারা,
কি হবে আর এর বাড়া
রাখালের কি হয় সুধারা,
স্বভাব যায়না শোধনে ॥

খাদ

গোপের নারী, অবোধ প্যারী, মান না শুনে।
এমন সাধের নবীনবয়সে,
কুজনের প্রেম-আবেশে,
কেন মজিল, কি হলো, কুল শীল মান সব গেল।
সুখ হলো এই অনুতাপ,
প্রণয় হলো প্রলয় পাপ,
প্রণয়পাত্র, ভ্রমের ক্ষাপ, মিলেছে ভাল ॥
এখন ব'লবো কি আর তায়,
তিকূপে জলসায়, প্রেম-ইচ্ছায়,
যাহবার তা হ'য়ে গেছে,
বাড়াবাড়ী আর কেনে ॥

কলি—আড়খেমটা

তুমি চুরি ক'রে খাওয়া ভুলেও ভোলোনা।
আগে ক'রতে মাখন চুরি,
এখন ক'রছ জুয়াচুরি, স্বভাব গেলনা ॥
এবার ভাঙ্গবে ভারিভুরী, খাটবেনা চাতুরী,
মানেমানে পলাও কেলেসোনা ॥

শেষ চীতেন

ভেবেছ যা হবেনা তা, থাকিতে জীবন ;
রাই ক'রেছে পণ, হেরবেনা কালবরণ, (ওন)
করবে চান্দ্রায়ণ ॥
বৃথা কেন কর আকিঞ্চন,
ঘোড়া যায় কি ভাঙ্গামন ?
যদিবা তা হয়, রসময় !
এখন তোমার কর্ম্ম নয়।
রাধার যোগ্য নও হে আর,
ক'রেছ যে কুব্যাভার,
জন্মের মত আশা রাধার, ফুরা'লো নিশ্চয় ॥
হলো নিশা অবসান, করহে প্রয়াণ, নিজস্থান
আসা যাওয়া মিছে কেন,
সায় কর প্রেম এইখানে ॥ ৩৬৬

একে রাত্রি নাই তাহাতে বৃন্দার কথায় রাধিকা রাগ করিয়াছেন জানিয়া কৃষ্ণ কুঞ্জে প্রবেশ করিতে পারিলেনা প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় রাত্রিতে নিয়মিতসময়ে রাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রাধিকা তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

সখীসংবাদ—চীতেন।

তিওট ও ধামার

দারুণ-অভিমানে মানিনী রাই,
রাখিলেন না মান।
হলো মলিন বদন, কৃষ্ণ চোরের মতন,
দাঁড়া'লেন ভয়ে কম্পমান ॥
সে ভাব দেখে বৃন্দা ডেকে কয়,
এসো স'রে এসো রসময় ! এই সময়
পলাও মানে মানে, নয় এই মানে,
শ্যাম ! তোমায় হ'তে হবে অপমান

গেলে মান আর পাবেনা,
রাধিকাও স্থান দিবেনা,
শুনলে হতমান, মান আর রাখবেনা,
চন্দ্রাও ক'রবে অভিমান ॥
আজ শ্যাম ঠেকেছ বড় দায়,
ভাবনাই প্রেম দায়, প্রেম রাখা দায়,
ওহে দুই দিক কি রাখাযায়,
মন একা বই নয় ॥

ধুয়া

ভালই হলো, চিনলাম শ্যাম হে তোমায়,
গেল যা'ক্ কুটিলের প্রণয়।
পেয়ে দৃষ্টান্ত ক্ষান্ত হবে, যে নারীর মন চাবে,
তোমার প্রণয়ে সুখোদয় ;
কিন্তু দুর্ভাগ্য রাধিকার, হলো যা নয় যাবার
না জেনে বৃথা হলো কুলমান লয় !!

খাদ

শঠের সঙ্গে প্রণয় করা নয়,
কর'লেই এমনি হয়।
ভাল শিখে ছিলে শঠতায় ?
যেন মধুমাখা বিষের প্রায়, শ্যামকায়,
দেখা'লে কি ক্ষণে, অবোধমনে,
রাই ধ'রে বেঁধে রাখতেও পারলেনা।
ভেবেছিল সে তখন, সুধার্ণবে হবে মগন,
আহা সে পোড়া-পতঙ্গের মতন,
কতই ভুগছে যাতনা ॥
ও শ্যাম ! মিছে দিই দোষ তোমার,
স্বভাব যেমন যার, তেমনি কর্ম্ম তার,
রাধা অভাগীর ভালের লিখন, ফললো
সমুদয় ॥
কলি—আড়খেমটা।
আছে কতই তো সুন্দরী।
রূপে অনুপ সবনাগরী ॥
ক'রতে বঞ্চনা, কি পেলেনা, শ্যাম তুমি
বিনা কুলবধূ রাই কিশোরী ?

শেষ চীতেন—

বিধির বিধাতা নাই, কারে জানাই,
এ সব ব্যাপার !
এ কি বিবেচনা, এমন বরাঙ্গনা,
সহে লম্পটের অত্যাচার !!
জানি যোগ্যে যোগ্য মিলন হয়,
ধনির মণির মালা, অন্যের নয়,
দুঃখোদয়, হয় বড় এই মনে, শঠের সনে,
রাই নারীরতন হলো যোজনা।
বিষ্ণু-শিলা রাখাল করে,
পাকাআম ডালকাকের ধরে,
যেমন অসুখের হয়, তেমনি অসুখ
হায় এ কি বিড়ম্বনা ॥
ও শ্যাম ! থেকোনা এখানে,
চেয়ে তোমাপানে, মনেপ্রাণে,
হয় গতানুশোচনা-রূপ অতি দুঃখোদয় ॥৩৬৭

যোড়া—চীতেন

ভাল বুঝাগেল, শ্যামহে তোমার,
চরিত্র যেমন।
বসাও সিংহাসনে, তবু চোরের মনে,
ভোলেনা পরধন হরণ ॥
প্যারী দিয়ে হৃদয়-সিংহাসন,
তোমায় ক'রেছে কতই যতন,
যে যতন, মনে প্রাণেও পায়না, কেহই পায়না,
শ্যাম ! তবু তোমার মন তায় বসলোনা।
বসবে কেন তোমার মন, উচ্ছিষ্টভোগী কখন
বিনা উচ্ছিষ্ট সন্তুষ্ট হয়না,

অমৃতেও সুখ পায়না ॥
যা হৌক মিলেছে রাজযোটক,
বিধাতাই এর ঘটক, সুখের সংযোজক,
বুঝি ভুলে সে চন্দ্রা ছেড়ে, তোমায় দেয়
রাধায় ॥

ধুয়া

মনের মতন নইলে, প্রেম সুখ,
হবার নয় স্বর্গে যদি যায়।
দেখ, না দেখে কমলিনী, কোন দিন দিনমণি,
স্বর্গেও সুখিত নাহি হয় ;
তুমি যদিও নও তেমন, জাননা প্রেম কেমন
তবু এমন রাইরতন, ত্যজে ম'জলে চন্দ্রায় !

খাদ

মনের মতন হ'লে, মনের মতন,
সুখ সবাই পায়।
কিন্তু তোমার প্রেম-সুখ আশা,
যেমন লোভির তৃপ্তি দুরাশা,
পিপাসা নিবৃত্ত হয় জলে, থেকে জলে,
শ্যাম ! যার পিপাসা না হয় বারণ।
তার পিপাসা জলের নয়,
রোগের ধর্ম্মে যেমন হয়,
নয়কি তেমন রোগী তোমার হৃদয় !
অসন্তোষ রোগ তার এখন ॥
যে জন জানেনা সন্তোষ কেমন,
বৃথা তার কর্ম্মভ্রমণ, যাবৎ জীবন,
প্রেমসাগর মথিলেও, সুখের দেখা মেলেনা
তার ॥

কলি—আড়খেমটা

বনে গোগণে চায় যেমন।
প্রতিগ্রাসে তৃণ নূতন নূতন ॥
তেমনি তুমিও চাও নিত্য নূতন নারী,
তোমার অভাব কি তা বংশীবদন ?

শেষ চীতেন

তুমি রাধায় ছ'লে, অন্যের হ'লে,
ওহে শ্যামরায় ?
তাতে ভাবিনা দুখ, আমরা ভাবি তাই সুখ,
তোমারে সুখী দেখি যায় ॥
যেজন ভালবাসে যাহারে,
সদাই সুখী করে সে তারে,
তোমারে, আমরা ভালবাসি, ভালবাসি তাই
তোমায় সুখী দেখলে সুখ পাই।
কিন্তু আমরা পারলাম না,
সুখী ক'রতে পারলামনা,
যাহোক পেয়েছ সুখ, যা পেতেনা,
চিরদিন সেবিলে রাই ॥
ধন্য চন্দ্রা তায় ধন্যবাদ,
পুরা'য়ে তোমার সাধ, পেয়েছে আহ্লাদ,
যদি রাই হতো চন্দ্রাবলী,
এ সুখ পেতো হেলায় ॥ ৩৬৮

রাধিকা মুখ না ফিরাইয়াই বলিলেন।

আলেয়া—আড়খেমটা

ছি ছি মিছে সরম খোয়া'লাম !
ভ্রমে ভুলে, হৃদয় খুলে, কারে কি দিলাম !!
কুমুদে দেখি ভ্রমর,
নিন্দা করেছি বিস্তর,
পদ্মের বঁধু মধুর লালস মেটেনা;
মানুষেও ভ্রমর আছে,
কাল বরণ তাই পেয়েছে.
বাঁশী গুণধাম।
কমলিনী অচেতনা
সে খবর রাখতে জানেনা,

আমি কি শঠ লম্পট চিনবনা?
কোন কুমুদীর মধুর নেসায়,
বুঝে নাই রাত্রি ব'য়ে যায়,
যাক্ যাক্ মানুষ চিনিলাম ॥ ৩৬৯

তখন যেন অপ্রতিভ হইয়া কৃষ্ণ তথাহইতে ফিরিয়া যাইতেছেন এমন ভঙ্গী করিলে কোন সখী রাধিকাকে কহিলেন।

খাম্বাজ—মধ্যমান

ক্ষমা দেগো রাই! তুচ্ছ-মানে।
ক্যাচিমুচি মুখ ক'রে শ্যাম, ফিরে যাচ্ছে সয়না প্রাণে॥
কমলআঁখি ছলছল, চলিতে নারে চঞ্চল,
যায় যায় চায় কেবল, চোরের মত কুঞ্জ পানে।
এক দিন না হয় চন্দ্রাবলী,
আট্‌কে ছিল বনমালী,
কেন একল-ষেঁড়ে হলি,
তুই যে এমন শ্যাম কি জানে?
ছুঁলে ছোঁয়াচ প'ড়বিনাতো,
শুদ্ধপুরুষ হয়না ছুত,
সোহাগের সামগ্রীএতো,
হেলার নয় জানিসতো মেনে? ৩৭০

রাধিকা সেই সখীকে কহিলেন।

ছায়নট—আড় খেমটা

পরকে বলার কথা,
সখি! এ তোর মনের কথা নয়।
স্বাধীনভর্তৃকা হ'য়ে,
ভাগ করা প্রেম করা নয়?
পুরুষের যেমন রমণী,
রমণীর পুরুষ তেমনি,
তবে যে ঘটে সতিনী,
পুরুষের নাই ভাগের ভয়। ৩৭১

অবসর বুঝিয়া কৃষ্ণ বলিলেন।

সিন্ধু—আড়া

রাধে! তোমার সুধাধর অধর।
মনোহর সুধাকর,
সদত সহাস্য হেরি, বাসনা এই নিরন্তর॥
আকাশ-শশী মলিন হ'লে,
কুমুদ হয় মুদিত জলে,
তুমি পেছু ফিরে রইলে,
দেখেছ কেমন হই কাতর?
ঘুমাইলে ভয়ে মরি,
রাগকরা সইতে নারি,
সইতে নারি বদন ভারি,
প্রসন্না হও আমার উপর॥ ৩৭২

রাধিকা পেছু হইয়াই সখীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।

লুম খাম্বাজ—একতালা

সখি! তোরাই বা কেমন?
শঠ যেইজন, তারে কি এখন,
ব'লবে দক্ষিণ সুজন?
প্রতিকূল নয়, অনুকূল নয়, ধৃষ্ট যেই হয়,
নয় ক্ষমার ভাজন।
সুধাও উহারে, এই সংসারে, ওই কি করে,
কেন শাসিছে দুর্জ্জন? ৩৭৩

কৃষ্ণ এইবার সময়োচিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

সিন্ধু খাম্বাজ—তেতালা

আগে প্রসন্না হও ও মানিনি! আমার উপরে।
যা বল তাই রাজি আছি, অনুমতি ক'রো পরে॥

তোমার মনি আমার আরাধ্য,
আমার মান তোমার বাধ্য,
অবাধ্য হই যথাসাধ্য, দণ্ড দাও যা মনে ধরে।
প্রথমদোষ ক্ষমা ক'রে,সুখী করি দেখো পরে।
ম'রতে বল যাব মরে,
ব'লল্যম এই শপথ ক'রে॥ ৩৭৪

এই বলিতে বলিতে কৃষ্ণ রাধিকার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন।

খাম্বাজ—পোস্ত

কমলিনি! কর মান সম্বরণ।
অনুগতে অনুগ্রহ কর বিতরণ॥
করিলে দোষ, করেনা রোষ,
ক্ষমে দুর্জ্জনে সুজন।
করি বিনয়, কর অভয়,
বরং ধরিহে চরণ॥
মান অনল, ক্রোধ অনিল,
মিলি করে যে দাহন।
সরলা প্যারী, প্রশংসা ভারি,
তোমার সাজেনা এমন॥ ৩৭৫

এই বলিয়া কৃষ্ণ, রাধার চরণ ধরিয়া মান ভঞ্জন করিলেন।

রাধা কৃষ্ণের যুগল-মিলন।

সংকীর্ত্তন ঝিঁঝিট—তিওট

রাধা রাধারমণ যুগলমিলনে কি শোভা হলো
ত্যজি চপলতা, যেন বিদ্যুল্লতা,
নবঘনসনে প্রকাশিল॥

খাম্বাজ

কুসুমে রচিতবেশ, সুষমার নাহি শেষ,
ঝলমল করে রূপরাশি।
মুগ্ধ দোঁহে দোঁহা হেরি,
তাহাতে আরও মাধুরী,
সেভাবে অধরে কিবা হাসি॥

চন্দ্রা

অনুরাগে ঢল ঢল, চারিচক্ষু চঞ্চল,
সেই ভাব অবিকল, বুঝে কে বল?

যথারাগ—জলদ তেতালা

উথলিল প্রেম-সিন্ধু, উপজিল সুখ-ইন্দু,
শরদিন্দুমুখী সখীসকলে,
কত নাচে গায় শ্যামরাধার কাছে।
সুধুই সখী নয় উর্ব্বশী,
সুখী যত কুঞ্জবাসী,
কোকিল কুহরে ভ্রমরগুঞ্জরে,
যত খঞ্জন খঞ্জনী নাচে॥

যথারাগ—লোফা

বনফুল ফুটিল, পরিমল ছুটিল। রে
নবদলে তরু লতা শোভিল॥
(আহা মরি মরি রে)
সুরভি বায়ু বহিল, সুধাকর হাসিল! রে
আজি কেবা না আমোদিল॥
মুরলী ধ্বনিল, নূপুর বাজিল। রে
আপনি কুণ্ডল দুলিল॥
(শোভায় আমোদ ক'রে রে)

যথারাগ—একতালা

যত সারি শারি শারি, বলে "আহামরি,
কি শোভা হেরি আজি কুঞ্জে।
বুঝি তারা সজ্জ শশী, শোভার সাগর পশি,
বৃন্দাবনে সুখ ভুঞ্জে॥"
(একি শোভা গো—এমন শোভা কোন
খানে কভু দেখিনাই)

যথারাগ—কাওয়ালী
তখন শুক বলে "তা তো নয়,
পদ্মবনে সূর্য্যোদয়;
কিম্বা করি কমলিনী পাশে"।
কি বুঝিবে পক্ষী যাতি,
যোগে যায় ভাবে যতি,
গোপী তাঁয় বাঁধে প্রেম-পাশে ॥
শেষ চড়া
কি কর রঘুজের মন! ও রূপ অন্তরে আন,
রসনা বাসনাপুরি, রাধা কৃষ্ণ বল ॥ ৩৭৬

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ভালবাসাপ্রসঙ্গে কল্পনার কবিতা।

ঝিঝিট—মধ্যমান
ভালবাসার ভালই সমুদয়।
এজগতে সুখ দিতে, এমন আর কিছুই নয় ॥
মধুচক্রে মধু ভরা, চাঁদের কলা সুধার ধারা,
ভালবাসা নয় সে ধারা, কি জানি কি রসময়
দরশনে পরশনে, চিন্তনে বা আলাপনে,
আনন্দে নাচায় মনে, ভালবাসা যাদের রয় ॥
ভালবাসা যাদের আছে,
সকল সুখ তাদেরই কাছে,
সুখ চেয়ে আছে পাছে,
তাদের কোন্ অসুখ হয়।
কি বাহিরে কি অন্তরে,
গৃহমাঝে কি প্রান্তরে,
সর্ব্বত্রেই তাদের তরে,
সন্তোষের তরঙ্গ বয় ॥ ৩৭৭

রাধাকৃষ্ণের একান্তে কথোপকথন।

রাধার উক্তি।
কালাংড়া—একতালা
আপনার ব'লতে কেউ নাই কেবল, ভরসা
তোমারি।
মরুভূমে তুমি তরু তুমি মাত্র বারি ॥
তুমি অন্ধকারে বাতি, তুমি অন্ধজনের সাথী,
তুমি অবলার জাতি, অকূলে কাণ্ডারী।
ননদী যেন বাঘিনী,
শাশুড়ী যেন সাপিনী,
বৈরী সব প্রতিবাসিনী, এই দশা আমারি ॥

--- ৩৭৮

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান
কৃষ্ণ! তুমি কি; তোমায় কি আছে
কেবা জানে।
কিছুই আর ভাল লাগেনা তোমা বিনে
এ প্রাণে ॥
প্রাপ্ত হ'য়ে তোমা ধনে,
কি যে সুখ উদিত মনে,
সে আমি আর নই এক্ষণে,
নূতন ভাব মন্মে জানে।
সর্ব্বদা বাসনা করি, তোমারেই সদত হেরি,
নাড়ি চাড়ি হৃদে ধরি, যাবনা কোন্ খানে।

--- ৩৭৯

কীর্ত্তনীয় সুহয়ী—দোঠুকি
কৃষ্ণ! কি জানি তুমি কি ধন!
প্রাণাধিক কথা, কথারকথা নয়,
বুঝিলাম সে কেমন্ ॥
তোমার অধর-সুধার, উপমা জানিনা.
তার কি আর কথন।
কৃষ্ণ নামও লইলে, যে সুখ উপজে,

আরই নাই ভুলন॥
তোমার রূপ-লহরি, আঁখি পথে পশি,
ডুবা'য়ে রয়েছে মন।
তোমার অঙ্গ পরশে, স্ববশ রহেনা,
ভুলিয়া যাই আপন॥
তুমি ভালবাসিয়াছ, পেয়েছি তোমায়,
পাইতে চাহি যেমন।
তবু হেন ইচ্ছা হয়, গায় মাখি যদি,
হইতে তার মতন॥
কিম্বা আঁখি বাড়াইয়া, রূপ দেখি করি,
তোমাতে অবগাহন।
কিম্বা ঢালিয়া খানিক, পরাণ ভরিয়া,
খাইয়া দেখি কেমন॥
তোমার সোহাগে সরস, এমনি হ'য়েছি,
গ'লে যেতে কতক্ষণ।
যদি গলিতে পারিতো, চরণে পড়িয়া,
ধুইব দুটী চরণ॥
মনের কত আকিঞ্চন, সব প্রকাশিতে,
আপনি পারেনা মন।
তুমি মন জান তাই, মনের মতন,
হ'য়েছ দিয়ে শরণ॥
তোমার প্রেম-ডোরে বাঁধা, থাকে যেন রাধা
ছিড়না আর কখন।
বঁধু ওই শ্রীচরণে, আত্মসমর্পণ,
ক'রেছি তোরি এমন॥
যেন জন্মজন্মান্তরে, তুমি হইও পতি,
পিরীতি রেখো এমন।
আর তোমা বিনে মোর, কোনকিছু নাই,
ইহ পরে সবক্ষণ॥ ৩৮০

লো—ঠুংরি
তুমি জগদ্বন্ধু, শুধু গোপীবন্ধু নহ,
নহ তুমি কার, কেবা নহেহে তোমার?
তুমি যোগির দুর্লভ, হ'লে রাধিকাবল্লভ,
এতো লীলা তোমার, নহে ভাগ্য রাধার॥
তোমার তত্ত্ব কেবা পায়,
আত্ম সঁপিলে আমায়,
কৃষ্ণ তোমার দয়ার, সীমা মহিমা অপার।
বনে খুঁজিতে রতন, তাই অঙ্গের ভুষণ,
তুমি কর কি না কার, তুমি কি বা নহ কার?
তোমার অদেয় তো নাই, এতে জানাইলে তাই,
তুমি বাঞ্ছিত সবার, পুরাও বাসনা যা যার।
তুমি চতুর্ব্বর্গ-ধাম, তুমি বৃন্দাবনে শ্যাম,
তুমি ব্রহ্ম সারাৎসার, তুমিই রাধার প্রেমাধার॥
তুমি প্রাণেরও প্রাণ, হ'লে দেহেরও প্রাণ,
এ যে মায়া তোমার, কেবল ভক্তভুলাবার।
কিন্তু ভুলাবার নয়, রাধার প্রেমের হৃদয়,
কর প্রেমের ব্যাভার, লহ বিনিময় তার॥
জানি জানিহে তোমায়, লিপ্ত থাকনা কোথায়
কিন্তু ছাড়িবনা আর, ধরা পেয়েছি এবার।
তোমার নাহি প্রয়োজন, তবু প্রিয় প্রিয়জন
দাও নিত্য অধিকার, দুটি চরণ-সেবার॥৩৮১

কৃষ্ণের উক্তি।

সিন্ধু—মধ্যমান
রাধিকে! অধিক নহে, প্রাণাধিক বলা তোমায়।
তুমি কি? তুমিই সকলি, সগুণ করেছ আমায়॥
পরস্পরে দেহী দেহ, নতুবা কিছুই নই কেহ
বিশেষে প্রেমস্বরূপে, হ্লাদিনী তুমি সহায়।

প্রেমের উৎসব লীলা ক'রে,
কি সুসংযোগে আমাবে,
শিখা'লে মধুরভাবে, দুরারাধ্য পাওয়া যায়॥
আপন তৃপ্তির শেষ করিলে,
নিতান্তই আমার হইলে,
সবই দিলে কিবা নিলে, রাখলে কি ল'বার
আশায়।
দেহ ছায়া, কায়া পরাণ,
নহে রাধাকৃষ্ণের সমান,
তথাপি দৈন্য ঘোচেনা, এ প্রেম পেলে
কোথায়? ৩৮২

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

অরিষ্ট নামক অসুর বৃষের আকার ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে হত হইলে ভগ্ন-পাইক-কর্ত্তৃক সেই সংবাদ কংসরাজার সমীপে নিবেদন।

কালাংড়া—তেতালা

মহারাজ! অরিষ্টেরও অরিষ্ট কেশব।
দুরদৃষ্টের বাধ্য সবাই-দুরদৃষ্টই সেই মাধব॥
থাকিতে কৃষ্ণ গোকুলে,
কেহই আর অসুরের কুলে,
রবেনা সবাই হবে শব;
নিশ্চয় হতেছে দেখি, অরিষ্টেরও পরাভব॥

৩৮৩

দূর হইতে দেবর্ষি নারদের গীতধ্বনি।

খানশ্রীপুরিয়া—কাওয়ালী

হরি বল কর হরিভজন।
অলস হইওনা আয়ুক্ষয় অনুক্ষণ॥
ক্ষণবিলম্বে কি হবে তা জাননা,
ইচ্ছা মৃত্যু নয় যে অকুতো ভাবনা,
সময় পাবেনা, হতাশের যাতনা,
হবে গতানুশোচন।
তর্কের ভুও ধান্দায় সময় ফুরা'য়ে,
কত জন্ম এমনি গেছ ফিরিয়ে,
দুঃখ জানা'য়ে ছুটী লইয়ে,
আরাম চাহেনা কি মন? ৩৮৪

দেবর্ষি কংসের সভায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ ও বলদেবের সবিশেষ পরিচয় কংসকে কহিলেন। তাহা শুনিয়া কংস ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

কীর্ত্তনীয় সান্নতোড়ী—কাওয়ালী

দ্বিতীয়আত্মারমত, জগতের হিতে রত,
দয়ালু নারদ ঋষিবর।
পরের লাগিয়া কার, প্রাণ কাঁদে এ প্রকার,
নর সুর ঋষির ভিতর?
পাপিগণে উদ্ধারিতে, পাপের ভার নাশিতে,
আপনি ঈশ্বর অবতার।
ক্রমশঃ সকলি হবে, সে ক্রম ফুরা'বে কবে,
ভাবি ব্যস্ত ব্রহ্মার কুমার॥
শীঘ্র পাপ ধ্বংস পায়, অসুরের জীবাত্মায়,
ত্রাণ পায় করি এ বাসনা।
পরমগুরুর প্রায়, উপস্থিত মথুরায়,
কংসেরে করিতে উত্তেজনা॥ ৩৮৫

দেবর্ষির নিকটে সবিশেষ শ্রবণ করিয়া কংস উত্তেজিত হইয়া আত্মরক্ষার্থে এবং রাম ও কৃষ্ণের সংহারার্থে উদ্যোগী হইলেন দেখিয়া নারদ প্রস্থান করিলে কুজনা ভাবিতে লাগিলেন।

সুরট খাম্বাজ—আড়া
ধন্য মায়া তোমারে!
কি কুহক লাগা'য়েছ এই সংসারে॥
জন্মিলেই মরিতে হবে, কেবা চিরজীবী কবে,
এ কথা জেনেও সবে, মত্ত অহঙ্কারে;
সংসারী করায় ভার, পাইয়াছে অহঙ্কার,
বাঁচাবারও ভার তার, ভ্রান্তির বিচারে॥
অবোধ বালকপ্রায়, ছায়া ধরিবারে ধায়,
মৃত্যু নিবারিতে চায়, কেহ বারে বারে।
নিয়তির বাধ্য সবে, তথাপি অনেকে ভাবে,
নিষ্কণ্টক হব কবে, ভবের মাঝারে? ৩৮৬

কংসরাজা ধনুর্যাগের উদ্যোগ করিতে ভৃত্য দিগকে আজ্ঞা দিয়া অক্রূরকে কহিলেন, তুমি কৃষ্ণ ও রামকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আইস, তাহাদিগকে এইস্থানে আনিয়া সংহার পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইব এই যুক্তি স্থির করিয়াছি। ইহা শুনিয়া অক্রূর বলিলেন।

কাফি সিন্ধু—পোস্ত

আশা করোনা, ভেবেছ যা কভু তা হবে পূরণ।
দারুণ-দুরাশা এ, ফণির মণি হরণের আশা যেমন॥
মনের আশা অনেক কটা ফলে,
তার মূর কথাই কি শুনলে চলে,
সে লোভে ভুলে কর্ত্তা বলে,
কিসে নাই তার আকিঞ্চন?
সুধাভোগ করে অমর,
রাজার রাজ্য-বিভব ভোগ করে,
অন্যে কি তা যতন ক'রে,
ক'রতে পারে আহরণ? ৩৮৭

এ কথায় কংসকে কিছু বিরক্তবোধ করিয়াও অক্রূর বলিলেন।

সুরট মল্লার—আড়া
বিপদ হ'তে কতক্ষণ?
লৌহ জরে পাথর পোড়ে, গিরির হয় পতন॥
বুদ্ধিমানের সদুপায়ে, বীরের বীরত্ব সহায়ে
সাহসির অধ্যবসায়ে, কি না হয় সাধন।
তবু মনে সন্দেহ হয়, মৃত্যু দুর্জ্জয় অতিশয়,
কে আছে যে জানে নিশ্চয়,
ভালের লিখন॥
অজ্ঞ নই জানি সমুদায়,
তথাপি নিষেধি তোমায়,
সুহৃদের হিত কথায়, ক'রোনা হেলন॥ ৩৮৮

অক্রূর বুঝিলেন কংস ক্রমে অধিক বিরক্ত হইতেছেন এই জন্য আর কিছু না বলিয়া রাম ও কৃষ্ণকে আনিবার জন্য বৃন্দাবন গমনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অশ্বরূপধারিকেশিঅসুরের সহিত ভগবান যুদ্ধ করিতেছেন এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ গীত গাইতে গাইতে আসিতে লাগিলেন।

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী
ভাব কি মনরে এসেছ কোথায়রে?
কোথা হ'তে আসা আসার কিবা,
অভিপ্রায় রে?
আবার কোথায় যাবে পরে,
আসা যাওয়া কিসের তরে,
কি কর্ত্তব্য যাবে ক'রে ক'রছ কি হেথায়রে?
করনা এ আলোচনা, আছ যেন নির্ভাবনা,
আর কবে হবে চেতনা, সময় যে ফুরায় রে?

ঈশ্বরতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব,
না জেনে রও বিষয়-মত্ত,
বৃথা নষ্ট মনুষ্যত্ব, পশুত্বের প্রায় রে ॥ ৩৮৯

কেশি হত হইল নারদও আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন।

বিভাস—একতালা

কেশিমথন কেশব, সবদুরিতদলনকারী।
বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বংশীধারী ॥
পীতাম্বরধর, গোপাল,
রামানুজ ব্রজ-রাখাল,
যশোদাজীবন, রাধারমণ গোবর্দ্ধনধারী।
ফুল্লনীলনলিনীবরণ,
গোপীজন-মনোমোহন,
রাসবিহারী, হরি মুরারি, রঘুজ-হৃদয়চারী।

৩৯০

সোহিনী বাহার—আড়া

কৃষ্ণ! তুমি পরাৎপর, সর্ব্বাশ্রয় জগদীশ্বর।
অপ্রমেয় আত্মা নাহি বাহ্য অভ্যন্তর।
কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নির মত,
আছ সর্ব্বভূতগত,
সর্ব্বসাক্ষী বুদ্ধির বুদ্ধি, হয়েও হও স্বতন্তর ॥
স্থূলদৃষ্টির নহ দৃশ্য, অল্পজ্ঞানের নহ স্পৃশ্য,
এই রূপ দেখা'লে কেবল, হ'য়ে কৃপাপর।
জগৎ-সৃষ্টিস্থিতিলয়, রজস্বরূপী দুষ্টক্ষয়,
আর যে অদ্ভুতলীলা, ইচ্ছা হ'লেই কর ॥

৩৯১

কৃষ্ণকে তাঁহার কর্ত্তব্য বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য নারদের বক্তৃতা।

পরজ—তিওট

কি অদ্ভুত লীলা করিছ নারায়ণ!
দেবারি কেশি দৈত্যে কর্লে বিনাশন ॥
কৃষ্ণ! দেখিতে পাব ত্বরায়,
মৃত কংসাদি সবায়,
শঙ্খ যবন নরক আদি দৈত্য-দমন ॥
ইন্দ্রে পরাজয় করি, পারিজাত-পুষ্প হরি,
দ্বারকা-পুরী করিবে সাজন।
লভি কত রমণীর বরণ,
করিবে পাণিগ্রহণ,
স্যমন্তকমণিসহ, পাবে নারীরতন ॥
নৃগের পাপ বিমোচন,
পৌণ্ড্রকের বধ-সাধন;
ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনয়ন।
দন্তবক্র শিশুপাল নিধন,
পার্থের সারথ্য গ্রহণ,
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক'রবে ভূভার হরণ ॥
মায়ায় কল্পনা করি,
মানব আকার ধরি,
খেলা করিছ বাজীকরের মতন।
হরি জ্ঞানময়মূর্ত্তি তোমার,
সকল শক্তির আধার,
নিত্য গুণ-প্রবাহের গতি কর বারণ ॥ ৩৯২

নারদ প্রস্থান করিলে পর একদা ব্যোম নামক অসুর কৃষ্ণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া সংহার করিবার ইচ্ছায় রাখালদের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ কহিল।

বাউলের সুর—খেমটা

ওরে তোরে করি মানা।
যাঁর মায়ায় জগৎ মুগ্ধ তাঁরি কাছে মায়া খাটবেনা ॥
এসেছিস রাখাল সেজে,
খেলেছিস রাখাল মাঝে,

ভেবেছিস রাখালরাজে, করিবি বঞ্চনা।
ফিরে দেখরে পেছু-পানে চেয়ে,
কানু বেণু রেখে আসছে ধেয়ে,
সামালরে অসুর ভেয়ে,
দেখাও কেমন বীরপনা॥
(অসুরের মৃত্যুকালে পুনরায় কহিল)
এই তোমার বীরপনা,
ছেলের বলে পারেনা,
এ ছেলেকে চেনেনা, অনেকেই চেনেনা।
যে ছেলে কেড়ে নিলে তোমার জীবন,
ওতো মানুষ ভাল ক'রবে যতন,
জেনে ক'রতে সমর্পণ, ঘুচিত ভব-যন্ত্রনা॥৩৯৩

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

অক্রূরের গোষ্ঠাগমন।

অক্রূর পরমবৈষ্ণব, তিনি কৃষ্ণদর্শনে যাইতেছেন এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন।

ঝিঁঝিট—আড়া
ছিল পুণ্য কি আমার!
তাই পাইয়াছি কৃষ্ণ আনিবার ভার॥
তপস্যা কি করিয়াছি, সুপাত্রে কি ধন দিয়াছি,
আমি যে দেখতে চলেছি বিষ্ণু অবতার!
কালক্রমে হতেও পারে,
ভাসতে ভাসতে কালসাগরে,
কেহ যায় পরপারে, বিনা পুরুষকার॥ ৩৯৪

আলেয়া—একতালা
পেলাম আজি আমি সে দিন।
যে দিন কবে হবে ভাবি প্রতিদিন॥
যোগিদের ধ্যেয়, জ্ঞানিদের জ্ঞেয়,
কৃষ্ণের দরশন পাবে দীন।
শিব ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, মুনি, ভক্তগণ,
যেই পাদপদ্ম পূজেন অনুক্ষণ,
সে পদে প্রণমি সার্থকজীবন,
করিতে পাইব আমি হীন॥
ভেবে পাইনা যাঁর স্বরূপ কেমন,
তিনি করিয়াছেন সুরূপ ধারণ,
চক্ষে দেখব সেই লাবণ্য-ভবন,
আমার ভাগ্য তবে নহে ক্ষীণ। ৩৯৫

কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিয়া উদ্দেশে কহিলেন।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়া
প্রভো! তোমার দুর্লভ চরণ।
পাবার অধিকার, আমার হবে কি কখন?
আপন দুর্দ্দশা ভেবে,
মনে হয় একি সম্ভবে,
নরক কি পবিত্র হবে, চাঁদ পাবে বামন!
তবে প্রভো তোমার কৃপায়,
কীট কীটাণু স্বর্গে যায়,
আমার মত পাপীতেও পায়, নির্ব্বাণ-মোচন॥
কেবল এই বিশ্বাস-ভরে,
রঘুজ ভরসা করে,
তুমি চরণ দাও সবারে, লইলে শরণ। ৩৯৬

কুণ্ঠিতভাবে প্রার্থনা।

খাম্বাজ—একতালা
তুমি অন্তর্যামী মধুসূদন!
মনের মন, জানিনাকি কার মন কেমন?
শত্রুর প্রেরিত, শত্রু এ নিশ্চিত,

তুমি কি ভাবিবে এমন ?
কাল-ভয়ে তোমার লইলে শরণ,
তোমার কর করে সে ভয় বারণ,
সে করে আমারে পরশি হরষ,
দিতে কি হইবে কৃপণ ?
যে পদে করিয়া ত্রিভুবন অর্পণ,
ইন্দ্রত্ব পেয়েছে বলি মহাজন,
সেপদে কি দিব আমি অকিঞ্চন,
লবেকি অর্পিলাম আপন ? ৩৯৭

বিশেষ প্রার্থনা।

কাফি সিন্ধু—আড়া

কৃষ্ণ তুমি আমার।
ইষ্টদেব, আত্মীয়, বন্ধু, ভক্তি প্রীতির একাধার॥
সকরুণ দৃষ্টি ক'রে, নিষ্পাপ ক'রো আমারে,
নাম ধ'রে ডেকো সাদরে, ক'রো আনন্দসঞ্চার।
একবার দিও আলিঙ্গন, পবিত্র ক'রো জীবন,
ঘুচা'য়ে কর্ম্মবন্ধন, দিও ভক্তের অধিকার॥
তুমি বাঞ্ছাকল্পবৃক্ষ, তোমার চরণ আমার লক্ষ্য
শ্রীচরণই লক্ষলক্ষ, বাঞ্ছিতের চরমসার॥

৩৯৮

এই সকল অভিলাষ করিয়া দীনতায় সন্দেহ হইল, আমার কি অভিলাষ পূর্ণ হইবে ? সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি বিশ্বাস উপস্থিত করিল, তখন আপন মনকে বুঝাইতে লাগিলেন।

বিভাস—আড়া

অচিন্ত্য অব্যক্ত দুরারাধ্য ভাবিয়ে ঈশ্বরে।
পাবনা ভেবনা, কিম্বা ভেবনা পাব কিক'রে॥
অবিশ্বাসী, দ্বিধাকারী,
নাস্তিক, দ্বেষ্টা, স্বেচ্ছাচারী,
শ্রদ্ধা-চেষ্টাহীন-সংসারী,
পায়না কেবল বিশ্বম্ভরে।
জ্ঞানিগণ পায় জ্ঞানে, যোগিগণ পায় ধ্যানে,
অজ্ঞেও পায় শুনে পুরাণে,
অটল বিশ্বাসভরে॥
দৃঢ়ভক্তি হৃদয়ে যার,
তার কি চিন্তা ঈশ্বর পাবার,
ভক্তিমানে প্রভু আমার,
অভীষ্ট দেন অখিল ভ'রে।
হইলে আগ্রহাতিশয়,
পাবার জন্য ব্যাকুল যে হয়,
মহাপাপী হ'লেও সে পায়,
রঘুজের ভয় কিসের তরে ? ৩৯৯

আরও বলিলেন।

ললিত ভৈরব—জৎ

ভেবনা, ভগবান জীবের কারও পর।
স্বতন্তর কি অন্তর,
কি কাহারে ঘৃণা করেন,
কি কাহারে ক্রোধ করেন,
কি কাহারে ভোলেন,
কিম্বা রাখেন অগোচর॥
তিনিই সবার পরমাত্মা,
তাঁরই আশ্রিত জীবাত্মা,
উৎপত্তি স্থিতি, জ্ঞান, বুদ্ধির,
কর্ত্তা বিশ্বম্ভর।
পালন করেন, রক্ষা করেন, জীব আপামর॥
কর্ম্মদোষে পেয়ে দুখ, মূঢ় কয় তিনি বিমুখ,
অনুকূল প্রতিকূল হ'তে, জানেননা ঈশ্বর।
তিনি তার তেমনি, তাঁরে যেমন ভাবে নর॥

অক্রূর, ক্রমে গোকুলে উপনীত হইয়া পথি-পতিত ধ্বজবজ্রাদি-চিহ্নিত কৃষ্ণ-পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আহ্লাদে বলিলেন।

সুরট খাম্বাজ—পোস্ত

এইযে পেয়েছি পরমধন।
ধ্বজবজ্রাদি চিহ্নিত চরণলাঞ্ছন ॥
বুঝলাম কৃষ্ণের দয়া কত,
আমার প্রতি সদয় এত,
আগেই দিলেন পরমার্থ, অনুকূল প্রভু এমন!
এ পদাঙ্ক হৃদে ধরি, জীবাত্মার কৃতার্থ করি,
অভেদ ক'রে লই আমারই,
হৃদয় আর বৃন্দাবন ॥

দুইটী পদচিহ্ন অঞ্জলি করিয়া ধূলার সহিত তুলিয়া লইতে চিহ্ন বিলুপ্ত হইল, সেই ধূলা বক্ষে ধারণ করিয়া সখেদে—

বিলুপ্ত স্বভাব যাঁর, ধর্‌য়া দেওয়া ইচ্ছা তাঁর,
কেবল বাধ্য গোপিকার,
অন্যের বৃথা আকিঞ্চন।
শশধর গঙ্গাধর; একমাত্র স্মরহর,
শরণ্য পদাঙ্ক মোর, হ'লেননা অঙ্গের ভূষণ ॥

অনন্তর পদাঙ্কসকলের উপর লুণ্ঠিত হইতে হইতে—

পবিত্র হইল [illegible] সার্থক জীবনসঙ্গ,
ধন্য হ'লি মনোভৃঙ্গ, এ রজে করি লুণ্ঠন।
নেত্র প্রেমাশ্রু ফেলোনা, এ রজে কর্দ্দমক'রোনা
রোমাঞ্চ বাধা দিওনা, এ সুখে রই যতক্ষণ ॥ ৪০১

অক্রূরের ভক্তি সম্বন্ধে বক্তার উক্তি

বাউলের সুর—খেমটা

বুঝ প্রেম কি প্রেমী কি প্রকার।
যদি প্রেমী হও তবে বুঝিবে, নইলে এ ভাব বুঝা ভার ॥
যে জন কেবল ভালবাসে কারে,
প্রার্থী নয় ভালবাসার।
সে জনেরই ভাল লাগে, দেখিলে যা কিছু তার ॥
তোমার প্রিয়তমের নাম, গুণ, চিত্র, চিহ্ন, অলঙ্কার।
এ সব দেখে, শুনে, স্পর্শ ক'রে, সুখী হয়তে মন তোমার?
তোমার প্রিয় হ'তেও প্রিয় কৃষ্ণ, অক্রূরের জীব আত্মার।
তাই কৃষ্ণপদচিহ্নের রজ পেয়ে প্রীতি এত তাঁর ॥ ৪০২

কৃষ্ণ ও বলরাম একত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অক্রূর বলিলেন।

সুরট খাম্বাজ—আড়া

আহা কি হেরিলাম অপরূপ রাম বনমালী।
লাবণ্যের উৎস যেন উঠেছে উথলি ॥
শুনেছি দেবের গান, আপনিই ভগবান,
আপনায় করেন নির্ম্মাণ, সেই এই পুত্তলি।
আপনার মনোমত, আপনি হইয়া শত,
আপনা আপনি কত, ক'রে থাকেন কেলি ॥
নিষ্কাম নিরহঙ্কার, যদ্যপি রম্য আপনার,
লোকে দিতে অধিকার, আপনি কুতূহলী।
বেদাগম নিগমে শুধু,

কর্ম্মভার, নাই প্রেমমধু,
বিলাচ্ছেন প্রেম গোপীবঁধু
প্রেমের ভাণ্ডার খুলি ॥
ভক্তেরা ভক্তির ভরে, দেখিতে আগ্রহ করে,
তাই উদিত নরাকারে, লোকে দেখুক বলি
ধ্যানযোগে যোগবলে, দেখিতে কি পায়
সকলে,
তাই দেখ দেখ ব'লে, বাজাচ্ছেন মুরলী ॥

——— ৪০৩

অক্রূর অতি নম্রভাবে যাইয়া রাম ও কৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রাম ও কৃষ্ণ অক্রূরের অভিলাষানুরূপেই সভাজন ও হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

কীর্ত্তনীয় যথাবাগ—দশকোশী
মন আরাধনা করে যাঁরে,
স্বপনেও দেখিলে তাঁরে,
কৃতার্থ মানয়ে আপনায়।
তাঁরে সাক্ষাতে করি দরশন,
কি আনন্দ পায় তখন,
সেই মন জানে যে তা পায় ॥
যদি আরাধ্য সে দেব তারে,
ভকত জানিতে পারে,
পিরীতি প্রসাদ করে তায়।
তাতে কি সুখ উপজে তাহার,
কি আছে তার তুলনার,
সেই সুখ অক্রূরে জুড়ায় ॥
অক্রূর প্রণমিলে পদতলে,
রাম কৃষ্ণ ধরি তোলে,
আলিঙ্গিয়ে আদরে বাড়ায়।
করি সভাজন দোঁহারে কেহ,
পূজে পাদ্য অর্ঘ্য সহ,
কেহ তাঁরে চামর ঢুলায় ॥
অক্রূর হইল প্রেম-বিহ্বল,
বুঝিলনা একি হলো,
ঠাহরিল ক্রীড়নক প্রায়।
এত অনুগ্রহ সে চাহেনা,
প্রভু নাদিয়েও ছাড়েনা,
মোহিল বৈরাগ্যে করুণায় ॥
(যেন মা ছাড়েনা—ছেলের ঔদাস্য দেখে)

——— ৪০৪

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাম ও কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা।

কীর্ত্তনীয় দুঃখী বরাড়ী—একতালা
"কহিলা অক্রূর, আজি কংসাসুর,
দিয়াছেন নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞ দরশনে, মথুরাভবনে,
চল ব্রজবাসিগণ ॥
রাম-কৃষ্ণসহ, কে যাবে চলহ,"
ঘোষণা ঘোষিত হয়।
সে ঘোষণাসনে, পশে বৃন্দাবনে,
হরষ বিষাদ দ্বয় ॥
'কৃষ্ণের সহিতে, উৎসব দেখিতে,
গোপগণে হর্ষ প্রায়।
গোপীদের চিত, ভাবি বিষাদিত,
কৃষ্ণ বুঝি প্রবাস যায় ॥
বুঝিলনা কেহ, সহসা সন্দেহ,
মরম মুচড়ি দিল।
কৃষ্ণ না দেখিয়া, রব কি করিয়া,
চিন্তা প্রাণে কাঁপাইল ॥
যশোদাদি মনে, ভাবি কতক্ষণে,
আপনি বৈবজ বাঁধে।

কেন ভয় পাই, কানাই বলাই,
আসিবে দুদিন বাদে।
কৃষ্ণ-প্রিয়া যত, হয় ধৈর্য্য-হত,
কেবল ভাবে হুতাস।
ব্যাকুল হইল, অকূল ভাবিল,
মাথায় পড়ে আকাশ॥ ৪০৫

নন্দাদি গোপগণ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অক্রূর রথসজ্জা করিয়া, রাম ও কৃষ্ণের অপেক্ষা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া শুনিয়া গোপীদের খেদ।

কোন গোপী কহিলেন সখি!

কীর্ত্তনীয় দুঃখী বরাড়ী—একতালা।

এ কি শুনিলাম, কৃষ্ণ বলরাম,
যাবে নাকি মথুরায়?
আসিয়া অক্রূর, নিদারুণ ক্রূর,
ভুলা'য়েছে দুজনায়॥
যদি একবার, ল'য়ে যায় আর,
ফিরা'য়ে দিতে কি চাবে?
ফেলিবে ফাঁপরে, ব্রজের ঈশ্বরে,
শেষে অনুতাপ হবে॥
চায় লোভীজনে, ব্রজের রতনে,
হরিয়া লইয়া যায়।
আমাদের সুখ, দেখি কাটে বুক,
সবারি চোক টাটায়॥
পরশ্রী-কাতর, অক্রূর উপর,
হ'তেছে এত আক্রোশ।
মোদের জীবন, করিবে হরণ,
কেন কি করেছি দোষ? ৪০৬

কোন গোপী কহিলেন।

কীর্ত্তনীয় সামগুর্জ্জরী—একতালা।

আরে আরে সখি, ভাবিলে হবেকি?
কোমর বাঁধিয়া চল।
যাইতে কি দিব, ধরিয়া রাখিব,
রাম কৃষ্ণে করি বল॥
কি দোষে পরাণ, করিবে প্রয়াণ,
আমা সবে শব করি।
জানিয়া বিশ্বাসী, হইয়াছি দাসী,
সংসার পরিহরি॥
এতগুলি লোক, করিতেছে শোক,
দেখি কি দয়া হবেনা?
অনুগত জন, লইলে শরণ,
চাহিয়া কি দেখিবেনা?
কুল বৃদ্ধগণে, ডরা'য়ে এক্ষণে,
বিলম্ব করাকি সয়?
মরম বেদনা, সরমে বাধেনা,
ফাটিয়া যায় হৃদয়॥ ৪০৭

কোন গোপী কহিলেন।

কীর্ত্তনীয় সুহয়ী—দোঠুকি

আরে বিধি একি বিধি তোর?
করিয়া সংযোগ, আবার বিয়োগ,
কেন কর করি জোর?
দয়া নাহি যার, ভাঙ্গা গড়া তার,
সেই বা লয় কেমনে।
এ বিধি বা কার, বিচারের ভার,
অব্যবস্থিত মনে॥
পরাণপুত্তলি, আনি দেখাইলি,
তৃপ্তি না হ'তে হ'তে,
ফেলিবি সরা'য়ে, কি হলো দেখা'য়ে

কি কীর্ত্তি রাখিবি এতে ?
দেহ মন প্রাণ, সবারি সমান,
সন্তোষ মিলয়ে যাতে,
হেন গুণনিধি, কারে দিবি বিধি,
এত ভাব কার সাথে ? ৪০৮

কোন গোপী কহিলেন।

কীর্ত্তনীয় মায়ুর—একতালা

বড় ভাগ্যবতী মধুপুরী।
তথায় বৃন্দাবনচাঁদ, উদয় হইবে,
র'য়েছে অপেক্ষা করি॥
কতপুণ্যপুঞ্জে পবিত্র হইয়া,
মাধবী সকলে আছে অপেক্ষিয়া,
রাম-কৃষ্ণ-রূপ অমিয়া পাইয়া
পিইবে নয়ন ভরি।
আজি সুপ্রভাত তাদেরি হ'য়েছে,
কতই উৎসব করিবে ভেবেছে,
মোদের উৎসব সব ফুরা'য়েছে,
হায় কি করিলে হরি॥
কার ধনে কেবা করিবে বিলাস,
কার পৌষমাস কার উপবাস,
কৃষ্ণহে তোমার উপরে বিশ্বাস,
যে করে সে যাবে মরি !
অবলা সরলা আমরা সকলে,
জনমের মত সুখী হব ব'লে,
পরাণ সঁপেছি ও পদকমলে,
কে জানে পলা'বে হরি॥
পরাণ ছাড়িয়া বাঁচিয়া রহিব,
সে বাঁচা বাঁচিয়া কিবা করিব,
কেনবা বিচ্ছেদ-যাতনা সহিব,
মরিগে দেখি মুরারি।
শরীর ত্যজিয়া অশরীরী হব,
যেথা যাবে শ্যাম সাথে সাথে যাব,
বাকি কৃষ্ণলীলা দেখে লব সব,
আয় আয় সহচরি !! ৪০৯

কৃষ্ণ-বিরহ-শঙ্কিত-গোপীদের চিত্র

কীর্ত্তনীয় মায়ুর—একতালা

সে কি কৃষ্ণ হারা হ'তে হবে !
নিমেষে হারা'য়ে পরাণ কাতারে,
বিচ্ছেদ কেমনে সবে !!
এই পরিতাপ মরমে উদিল,
নিদারুণ ব্যথা মনে আঘাতিল,
শরীর-বন্ধন শিথিল হইল,
ব্যাকুলিত গোপী সবে।
মুখের লাবণ্য মলিন হইল,
বসন ভূষণ খসিয়া পড়িল,
কোন গোপিকার চেতনা হরিল,
ঢলিয়া পড়ে নীরবে॥
কেহ কৃষ্ণরূপ ভাবিতে ভাবিতে,
তাহাতে পশিল মনের সহিতে,
শরীর পড়িয়া রহিল মহীতে,
কার যেন হেন ভাবে।
কোন গোপাঙ্গনা বাহু প্রসারিয়া,
যেন কৃষ্ণচন্দ্রে রাখি আগুলিয়া,
বলে কি যাইবে আমারে ত্যজিয়া,
যাইতে দিলেতো যাবে ?
কেহ ধড়বড়ি উঠিয়া দাঁড়ায়,
হ'য়ে এলোমেলো পাগলিনী প্রায়,
বলে রে অক্রূর কে তোরে ডরায়,
ছিনা'য়ে লব মাধবে।
কোন কোন গোপী সম্বিত পাইয়া,

সঙ্গিনীরে ডাকি হাত নিছনিয়া,
অতি দ্রুতগতি চলিল ধাইয়া,
ভেটিতে রাম কেশবে ॥ ৪১০

রাম ও কৃষ্ণ রথারোহণ করিয়াছেন দেখিয়া গোপীগণ কৃষ্ণকে কহিলেন।

কীর্ত্তনীয় ভৈরবী—একতালা

কেন হে মুরারি! নিরাশ্রয় করি,
ত্যজি যাও ব্রজ ভূমি?
ছাড়িতে পাবেনা, তুমিতো জাননা,
ব্রজের কে হও তুমি ॥
বায়ু সূর্য্য জল, ধরার সম্বল,
একা তুমি তাই ব্রজে।
ব্রজে প্রাণী যত, দেহীই তাবত,
তুমি প্রাণ দেহমাঝে ॥
জীবন মীনের, আরোগ্য জীবের,
প্রাণের আয়ু যেমন।
কি কব অধিক, তুমি ততোধিক,
কি, বা, তোমারি মতন ॥
কথা মাত্র নয়, আমরা না হয়,
তোমার পক্ষপাতী।
অয়ি দেখ হরি, ঝুমুরি ঝুমুরি,
কাঁদে যত পশুজাতি ॥
ব্যাকুল হইয়া, প'ড়েছে লতিয়া,
গাছে পালা ফুল ফল।
দেখ কত লোক, করিতেছে শোক,
সকলেরি চক্ষে জল ॥
ছোট ছোট ছেলে, কানু বলু ব'লে,
কাঁদিয়া ভিজায় ধূলি।
কেমন করিয়া, নির্দয় হইয়া,
যাইবে এ সবে ফেলি? ৪১১

গোপীগণ ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন তথাপি অক্রূর নিবৃত্ত হইলেননা দেখিয়া গোপীগণ রথের চারিধারে ঘিরিয়া বলিতে লাগিলেন।

ঝুম খাম্বাজ—মধ্যমান

হে অক্রূর' হে যাদব! নির্দয় হইওনা।
হৃদয় ধরিয়ে, পরের হৃদয়ব্যথা বোঝোনা?
আমাদের সর্ব্বস্ব ল'য়ে,
পলাইছ ব্যস্ত হ'য়ে,
অসুরের সংসর্গে র'য়ে, দয়া মায়া রাখনা?
রথ রাখ বিনয় করি, জন্মের মত দেখি হরি,
এ বিচ্ছেদে যদি মরি,
আর তো দেখতে পাবনা ॥ ৪১২

কৃষ্ণের প্রতি।

ঝুম খাম্বাজ—মধ্যমান

মরি মরি প্রাণ যায়, মরি দেখে যাও।
শব দেখি শুভ-যাত্রা, ক'রো ক্ষণিক স্থির হও॥
দূরে ম'লে হরি স্মরি, তরাও তারে ভব-বারি
সাক্ষাতে আমরা মরি,
চরণে প্রাণ সঁপি লও ॥ ৪১৩

কৃষ্ণের উক্তি গোপীদিগকে সান্ত্বনা।

সিন্ধুখাম্বাজ—কাওয়ালী

কেঁদনা কেঁদনা ভেবনা, আসব দুদিন বই।
ভেবনা আসব দুদিন বই ॥
ব্রজবাসী ব্রজ ছাড়া, আমি কভু নই।
ব্রজছাড়া আমি কভু নই ॥
যখন দেখিতে চাবে, তখনি দেখিতে পাবে,
দেখার বিচ্ছেদ না হবে, যেখানেই রই।
মথুরায় বা যেখানেই রই! ৪১৪

বক্তার উক্তি।

ললিত—আড়া

পূর্ণ হলো মনোরথ, অক্রূরের রথ চলে।
মনানন্দে হ্রেস্রারব, করে তুরঙ্গযুগলে॥
চলে রথ উধাও হ'য়ে, তবু পতাকা ফিরিয়ে,
দেখে আসছে কিনা ধেয়ে,
ফিরা'তে গোপীসকলে।
হলো ব্রজবাসী যত, বল-বুদ্ধি-জ্ঞান-হত,
যেমন হয় দেহের বিদ্যুত,
দেহ্ ছেড়ে চ'লে গেলে॥ ৪১৫

এইসময়ে শ্রীরাধিকা কহিলেন।

ঝুম খাম্বাজ—মধ্যমান

একি দুখ সাধারণ, প্রাণে সহেনা।
অক্রূর নিল কৃষ্ণ হ'রে, কেহই মানা
ক'রলেনা॥
এমন নয় যে আর কেহই নাই,
ব্রহ্মা আদি আছে সবাই,
শ্যাম-বিরহে কাঁদিছে রাই,
দেখেও যেন দেখেনা।
মানুষ ভাল অনেক গুণে,
স্বভাব-সিদ্ধ দয়া-গুণে,
পরের দুঃখ দেখে শুনে,
নয়ন মুদে থাকেনা॥
এ জগতে জন্ম গ্রহণ,
সহিতে বিধির বিড়ম্বন,
আর যেন কেউ ভুলেও কখন,
এ জগতে আসেনা। ৪১৬

রাধিকার মূর্চ্ছা।

সখীসংবাদ—চীতেন,

ভিওট ও ধামার,

কৃষ্ণ মথুরায়, যায়গো সখি! যাগো ত্বরা।
দুটী চরণ ধ'রে, ব'লগে বিনয় ক'রে,
তোমার প্যারী মরে, হ'য়ে তোমায় হারা॥
বিনা কৃষ্ণ যে না জানে অন্য,
সে যে শ্রীবৃন্দাবন হেরে কৃষ্ণ-শূন্য;
বাঁচবেনা প্রাণ রাখবেনা,
জেনেও কি তা জাননা,
এমন নিদয়, ও নিরদয়, হ'লে কি জন্য?
করি এই নিবেদন, রাধা হয় অচেতন;
হাহাকার ক'রে কাঁদে সখীগণে॥

ধুয়া

প্যারী করলি কিগো, জীবন দিলি কিগো,
বিচ্ছেদ-হুতাসনে?
এই যে কত কথা, কইতে ছিলি গো রাই
কেন কি জন্য এমন হলি, বলগো সুধাই,
কি ব'লতে মনের কথায়,
প্রাণে দিলি বিদায়,
সইলনা বিলম্ব আর খানিক ক্ষণে?

খাদ

কি কব বিসখা, বিষ খাই যাই বা জীবনে।
গেলেন মধুপুরে বংশীধারী,
হেথায় হারাই বা শ্যামসোহাগিনী প্যারী;
বিধি যে দায় ঘটা'লে, বিধি কি বল সকলে,
ভাঙ্গলো কপাল, ফুরা'ল কাল সুখের যা ছিল,
ডেকে ফিরা কালায়, দেখুন রাধার দশায়,
দেখুন গোকুলের দশা তাঁর বিহনে॥

কলি—আড়খেমটা

শেষে এই ছিল কি কপালে,

দেখব গোকুলে সকলে,
রাধা শ্যাম হবে বাম গোপীর কুলে ॥
কৃষ্ণগত-জীবন রাধা,
ম'রলেও কৃষ্ণ রাধার বাঁধা, শুনেছি সখি ;
মোদের ভাগ্যে দুঃখের বাধা, না হবে তার
বাধা,
বাঁচব যতকাল সব সকলে ॥

শেষ চীতেন

তোলো চন্দ্রানন চন্দ্রাননি কমলিনি !
দেখে তোমায় মলিন, হলো কুঞ্জ মলিন,
তোমার সখির দুর্দিন দেখ বিনোদিনি !!
রাধে ! তুমি যার হৃদয়ের ধন,
সে যে তোমার কাছে বাঁধা জন্মের মতন;
ত্যজ্য ক'রে সে তোমায়,রবেনা সে মথুরায়,
দুদিন পরে,আস'বেন ফিরে,ঘুচিবে বিচ্ছেদ।
এখন রাখগো কথা, একবার কও গো কথা,
জীবন দে সখীর জীবন সখীজনে ॥ ৪১৭

রাধিকার মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

যোড়া—চীতেন

পেয়ে চেতনা, কৃষ্ণপ্রাণা, কৃষ্ণপ্রিয়া।
বলে হ'য়ে ব্যাকুল, এখন কায কি গোকুল,
যদি ত্যজলেন গোকুল, জীবন কালিয়া ॥
যার আশে দোষী হই গোকুলে,
সে'তো ভাসা'লে গোকুলের গোপী অকূলে;
রাখবো আর প্রাণ কার আশায়,
ভাসা'য়ে দিই যমুনায় ;
স্ত্রীহত্যে ভয় তার, এতো নয়, আত্মহত্যে
ভয় ॥
শুনি রাধার কথায়, সখীগণে দেয় সায়,
বৃন্দা কয় গোবিন্দ কি ঘটাইলে ॥

ধুয়া

সুখের বৃন্দাবনে, বুঝি কৃষ্ণ বিনে,
প্রলয় হয় অকালে।
আজি শ্যাম-শোকের দায়, সহসঙ্গিনীগণ,
রাধা ত্যজেছে জীবন, রাধা-জীবন শুনে,
বাঁচবেনা বাঁচবেনা, কিছুই আর থাকবেনা,
বাঁচে কি মীনের জীবন, বিনা জলে ?

খাদ

এখনো আছে সব, তবু শব যেন সকলে।
আজি কুঞ্জবনে মধুকরে,
সুস্বর ক্রিশা'য়ে কোকিলের কুহুস্বরে,
ক'রছেনা গান মনোহর,
শ্যামশোকে সবাই কাতর ;
মলয় পবন, সেওনা তেমন, বহে অনিবার।
তেমন কুঞ্জের শোভা, হ'য়ে মলিন আভা,
শোকাকুল মনে আরো শোক উথালে ॥

কলি

আজি সুখের নিশা ফুরা'লো,
আশা মিটিল সখিলো !
ব্রজের লীলাখেলা, লীলা সম্বরিল ॥
কত আশা মনে মনে, পুরাব মাধবের সনে,
শ্রীবৃন্দাবনে ;
সে সব মোদের ভাগ্যগুণে,
শ্যামশোকের আগুনে,
জনমের মত দাহন হলো ॥

শেষ চীতেন

জেনে শ্রীনিবাস; বিষম হুতাশ, গোপীর মন।
করে ল'য়ে বাঁশী, মৃদু মৃদু হাসি,
গোপীর হৃদে আসি, দিলেন দরশন ॥
পেয়ে হৃদয়মাঝে হৃষীকেশে,
আবার ভরসা বাঁধিল হৃদয়দেশে,
কৃষ্ণ কি রয় রাধা বই,

আস'বেন দিনেক দুদিন বই,
মিলবে গোকুল, ভাসবেনা কুল, অকূল পাথারে;
পেয়ে এই আশায় বোধ, প্যারী মানলেন প্রবোধ,
জানেননা অসার আশা চিরকালে ॥ ৪১৮

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

কীর্ত্তনীয় চৌড়ী—কাওয়ালী

যমুনার তীরভাগে, বিমান আসিয়া লাগে,
অবতরি রাম কৃষ্ণ দোঁহে।
স্নিগ্ধ হ'য়ে স্নান করি, পুনঃ বসে রথোপরি,
অক্রূর উত্তরে কালিদহে ॥
করিয়া অবগাহন, জলে করে দরশন,
রাম কৃষ্ণ বসিয়া তথায়।
অক্রূর ভাবিলা একি, আইলাম রথে রাখি,
কোন্ পথে এলেন হেথায় ?
পালটি রথের কাছে, দেখে দোঁহে বসিয়াছে,
কি ব্যাপার বুঝিতে নাপারে।
জলে ডুবি পুনর্ব্বার, দেখে দৃশ্য চমৎকার,
পূর্ব্ব দৃশ্য নাহিক এবারে ॥ ৪১৯

নারায়ণ রূপ।

যোগিয়া ভৈরব—একতালা

অনন্ত দেব দেবপ্রধান,
দশশত ফণা চূড়ার সমান,
মৃণালবরণে মূর্ত্তি শোভমান,
কৈলাসঅচল যেন সুদর্শন
তাঁর ক্রোড়ে বসি পুরুষ সুন্দর,
ঘনশ্যাম-রূপ পীতাম্বর,
চারি কর তাতে ভূষণ বিস্তর,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সুশোভন ॥
শিরে মণিময় কিরীট উজ্জ্বল,
দুটী সূর্য্য জ্যোতিঃ শ্রবণে কুণ্ডল,
প্রসন্ন বদন করে ঝলমল,
গলে দোলে বনমালা মণিগণ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ লক্ষ্মী বক্ষস্থলে,
শক্তি মায়া বিদ্যা আদি পদতলে,
পার্শ্বে সুনন্দাদি পার্ষদ সকলে,
ইতস্ততঃ সেবে ভক্ত অগণন ॥ ৪২০

অক্রূরকৃত স্তব।

ছায়ানট—তিওট

প্রভো! এত দয়া তোমার ?
জনম সফল আমার ;
অচিন্ত্য এ রূপ দেখিতে, আমারেও দিলে অধিকার !!
তোমার কৃপার তরে, অকিঞ্চন জানি আমারে,
খুলে দিলে একেবারে, কৃপার ভাণ্ডার।
যেমন ল'য়েছি শরণ, তেমনি করিলে পালন,
তুমিই বন্ধু মনের মতন; বন্ধুত্বের আধার !!
হ'য়ে বাঞ্ছার অনুগামী, না চাহিতে অন্তর্যামি!
যা দিলে হ'লাম নিষ্কামী, পেলাম যা পাবার।
শুনে যে রূপ করিয়ে ধ্যান,
জুড়াইতাম মানস প্রাণ,
প্রত্যক্ষ হ'লে ভগবান, এ হ'তে কি আর !!

৪২১

সুরট মল্লার—আড়া

নমো নমো নারায়ণ।
অনাদি পুরুষ আদি কারণের কারণ ॥

তব নাভিসরোভব, কমলে ব্রহ্মার উদ্ভব,
সেই ব্রহ্মা জগৎসব, ক'রেছেন সৃজন।
প্রকৃতির গুণেমোহিত,ব্রহ্মারো অজ্ঞাত তত্ত্ব,
তুমি প্রভো! গুণাতীত, কে জানে কেমন॥
অধিদৈব অধিভূত, অধ্যাত্মের সাক্ষীভূত,
তুমি নিয়ন্তা অদ্ভুত, ভাবে যোগিগণ।
বিশ্বের পরমাত্মা তুমি, বুদ্ধির অবলম্ব্য ভূমি,
অথচ নির্লিপ্ত স্বামী, তুমিহে এমন॥ ৪২২

সুরট মল্লার—একতালা

প্রভোহে! তোমার এরূপ স্বরূপ, যদি না
দেখা'তে কারে।
কয় জন তত্ত্ব,ক'রে, পাইত তোমারে?
প্রত্যক্ষাদি দ্বারা যাহা যায় জানা,
তাহা ভিন্ন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ে পায়না,
অনুমানে অতি সূক্ষ্মের ধারণা,
তোমার তত্ত্ব তার উপরে।
মন, ইন্দ্রিয়, পুরুষ প্রকৃতি,
পঞ্চতন্মাত্র, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কৃতি,
এদের তত্ত্ব বোঝে কয়জনের শকতি,
তোমায় চিনিতে কেবা পারে?
তুমি না চিনা'লে কেবা চিনতে পারে,
না চিনেও লোকে তোমায় পাবার তরে,
উপাসনা করে বিবিধ প্রকারে
আকুলি ব্যাকুলি করে।
ঘুনাক্ষরে কেহ দিলে তোমার তত্ত্ব,
তাই শুনি হই প্রেমেতে প্রমত্ত,
যা দেখিলাম, প্রকাশিলে এই সত্য,
কি লাভই হবে সংসারে॥ ৪২৩

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া

তোমার অনন্তআকার, ত্রিগুণ-আধার।
ব্রহ্মা শিব আদি সব, মূর্ত্তিভেদ তোমার॥
উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন, তোমাকেই পাবার জন্য
নদীবেগ, এক অভিন্ন, সাগর পাবার।
তুমি ফলাঙ্খির কর্ম্ম, তুমি আশ্রমির ধর্ম্ম,
তুমি মূর্ত্তিমান ব্রহ্ম, সর্ব্বসারাৎসার॥ ৪২৪

খাম্বাজ—একতালা

প্রভোহে! তোমার অপার মহিমা,
কি কব আমি কি জানি।
গোটাকত গান ক'রেছে পুরাণে,
তাই মাত্র জানি শুনি॥
মৎস্যরূপ ধরি প্রথম অবতারে,
সাঁতার দিয়েছ প্রলয়সাগরে,
হয়গ্রীব হ'য়ে বধ কর পরে,
মধুকৈটভে আপনি।
সাগর-মন্থনে কূর্ম্মরূপে হরি,
মন্দরপর্ব্বত পৃষ্ঠে রাখ ধরি,
বরাহ হইয়া আনিলে উদ্ধারি,
অতল-গতাধরণী॥
হইলে অদ্ভুত নরসিংহাকার,
হিরণ্যকশিপু করিতে সংহার,
ত্রিভুবন আক্রমে বামন আকার,
তোমায় প্রভাব এমনি।
ভার্গব হইয়া ক্ষত্রিয় শাসিলে,
রাঘব হইয়া রাবণে বধিলে,
সঙ্কর্ষণের মান বাড়া'তে আসিলে,
কৃষ্ণ রূপে হে এখনি॥
বুদ্ধরূপী তুমি দৈত্যাদি মোহিতে,
কল্কীরূপ ম্লেচ্ছ নির্ম্মূল করিতে,

এও এক কীর্ত্তি আমারে দেখিতে,
দিয়েছ চরণদুখানী। ৪২৫

বিভাস—আড়া

জানিনা কেন করিলে, এত অনুগ্রহ আমায়।
অসতেও তোমার চরণে, শরণ পায়
তোমারই কৃপায়॥
সংসার সমাপ্তি হ'লে, তুমি যদি লও তুলে,
যেতে পায় মন চরণতলে,
নইলে কি শরণ যে সে পায়।
বিষয় বাসনায় বিভ্রান্ত,
কামকর্ম্মেতে অক্লান্ত,
এইতো আমার মন অশান্ত,
জানিতেও পারেনা তোমায়॥
সংসারের মায়ায় মুগ্ধ,
অশেষবন্ধনে আবদ্ধ,
আমায় কৃপা কর'লে সুব্ধ,
হতাশের উৎসাহের আশায়।
এ প্রপন্নে কৃপানিধান,
প্রভো! করহে পরিত্রাণ,
বর দাও যেন ভক্তিমান,
হ'য়ে মন থাকে ঐ পায়॥ ৪২৬

শ্রীকৃষ্ণ জলের মধ্যে আপনস্বরূপ অক্রূরকে দেখাইয়া পুনর্ব্বার সংহরণ করিলে অক্রূর আর সে রূপ দেখিতে না পাইয়া জল হইতে উঠিয়া আসিলে ভগবান তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন: তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি জলে স্থলে কি আকাশে কোন অদ্ভুত দর্শন করিয়াছ? অক্রূর কহিলেন।

সিন্ধু—আড়া

জগতের অদ্ভুত বাজী, করে যেই বাজীকর।
তাঁরে দেখতে পাওয়ার মত,
অদ্ভুত কি দৃশ্য আর?
অদ্ভুত তোমার স্বরূপ, অদ্ভুত তোমার যত রূপ,
অদ্ভুত তুমি, অদ্ভুত যা কিছু তোমার ভিতর।
যদি তোমায় না দেখিতাম,
ভাবতাম অদ্ভুত দেখিলাম;
জল স্থল আকাশ হ্রদে,
তুমিই এই অদ্ভুত ব্যাপার॥ ৪২৭

কল্পনা-কর্ত্তৃক রহস্য-ভেদ।

কীর্ত্তনীয় পূরবী—ঠুংরি

কৃষ্ণ! বুঝিলাম অভিপ্রায়।
প্রথমাগমনে, সহসা পিছলি,
প'ড়েছিলে যমুনায়॥
তখনি বুঝেছি, মাধবী প্রকৃতি,
বদলিলে শ্যামরায়।
প্রতি আগমনে, বদল ভাঙ্গিলে,
সন্দেহ নাহি ইহায়॥
যমুনার জলে, অবগাহি উঠি,
পরিলে নূতন বেশ।
বাঁশরী রাখিলে, চূড়াটী খুলিয়া,
এলা'লে চাঁচর কেশ॥
দেখা'লে অক্রূরে, যমুনার জলে,
চতুর্ভুজ নারায়ণ।
ভাবব জানাইলে, এই বাসুদেব,
এ নহে নন্দনন্দন॥
ব্রজের দুলাল, গোলোকবিহারী,
প্রেমদাতা প্রেমী হরি।
বসুদেব-সুত, বৈকুণ্ঠের নাথ,
ভুভার-হারী মুরারি॥ ৪২৮

আর বিলম্ব না করিয়া অক্রূর রথ চালনা করিলেন। অপরাহ্ণসময়ে মথুরায় উপনীত হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

মাথুর আরম্ভ।

মথুরা নগরী।

যোগিয়া ভৈরব—একতালা

আহা কি সুন্দরসাজে সাজিয়াছে,
অর্থের সামর্থ্য সার্থক ক'রেছে,
মথুরানগরী নিয়ত হাসিছে,
যমুনার ক্রোড় করিয়া উজ্জ্বল।
ক'রেছে স্ফটিকে গোপুর গঠন,
সোণার কবাটে শোভিছে তোরণ,
দাঁড়া'য়ে র'য়েছে পরশি গগণ,
যেন অলঙ্কৃত বিচিত্র অচল॥
গৃহগুলি যেন রথ কমলার,
রতনে খচিত সর্ব্বাঙ্গ সবার,
ফুলের আরাম ইতস্ততঃ তার,
ঘিরিয়া রেখেছে পরিখার জল।
যেন মাজাঘসা মেজে রাজপথ,
করে যাতায়াত হাতী ঘোড়া রথ,
দুশারি বাজারে ব্যবসায়ী যুত,
করিয়া তুলেছে যেন রঙ্গ স্থল॥
শিখী পারাবত আর পড়াপাখী,
কলকণ্ঠরবে করে থাকি থাকি,
বিনা উৎসবে যেথা সেথা দেখি,
করে সমারোহ নাগরিক দল।
আজি সমারোহ লেগেছে বিশেষ,
দেখিবার আশে রাম হৃষীকেশ,
দরশকে পূর্ণ উর্দ্ধ নিম্নদেশ,
চত্বর, প্রাসাদ-দ্বিতল-ত্রিতল॥ ৪২৯

গোপগণসমভিব্যাহারে রাম ও কৃষ্ণ নগর দর্শনে গমন করিলেন। দর্শকগণ অনিমেষ নয়নে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ মাল্যাদি দিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। পুরস্ত্রীগণ পুষ্পবর্ষণ ও হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কোন স্ত্রী সঙ্গিনীদিগকে কহিলেন।

কালাংড়া—আড়া

ওগো দেখসে দুটি ছেলে কেমন,
মানুষে এমন রূপ, দেখিনাই শুনিনাই কখন॥
চন্দ্র সূর্য্য করে আলো,
এমনতো নয় দেখতে ভালো,
রং ফলানো শাদা কালো, লাবণ্যের পুত্তলি
যেমন।
রামকৃষ্ণ যাদের ছেলে, ধন্য তারা ভূমণ্ডলে,
পাইতো একবার করি কোলে,
মা বাপের কোলজুড়ান ধন॥ ৪৩০

কোন কোন কামিনী কহিলেন।

কালাংড়া—আড়া

আহা মরি একি রূপ দেখিলাম!
ত্রিজগতে আর এমন নাই, সত্যই তো
যা শুনেছিলাম॥
যেমন বরণ তেমনি গঠন,
প্রতি অঙ্গই মনের মতন,
সকল অঙ্গেই ধাইছে মন,
একা মন তৃপ্তি না পেলাম!
শুনেছি যে গুণের কথা,
সে গুণ নইলে এরূপ গাথা,
অন্য গুণে যায় না গাঁথা,
মণিকাঞ্চন যোগ বুঝিলাম॥ ৪৩১

কোন কোন দর্শক কহিলেন।

সোহিনী—মধ্যমান

আজি বুঝিলাম কেন মন,
অতুষ্ট থাকতো সর্ব্বদাই।
যেন কি পেতে দেখিতে,
চায় পায়না উদ্বিগ্ন তাই॥
দরশনে রামকৃষ্ণ, অদৃষ্টকয় লব্ধ-ইষ্ট,
নিবৃত্ত অলক্ষ্য-কষ্ট, যেন তায় আর
অপেক্ষ্য নাই। ৪৩২

পথিমধ্যে এক রজক কতকগুলি ধৌতবস্ত্র লইয়া যাইতেছিল তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন।

পাহাড়ী—ঠুংরি

ধোবীরে করলে পূন্।
বস্ত্র দান্ কর, লে লে লে ধর,
আশীষবচন সগুণ॥
টুটব অমঙ্গল, যোচাহি মঙ্গল,
মাঙ্গ লে সোহি পুন্ পুন্। ৪৩৩

রজক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল।

পাহাড়ী—ঠুংরি

আরে রে গুণ্ডা গোপাল।
বড়ে তেরি হিম্মৎ, রাজ কি দৌলৎ,
মাঙ্গ ক্যা তোড়নেকো ভাল?
ভাগ্ ভাগ্ ঝট্, আব্ তেরা শঙ্কট,
জান্ জান্ রে বাচাল।
ঘুমতহি আবোয়ার, জনত রীতি তোঁহার,
বাঁধব অবহু নিকাল॥ ৪৩৪

ঝিঁঝিট—পোস্ত

রাখাল হ'য়ে রাজার বসন প'রতে কর আশ!
সাপের মণি ল'তে চাও কি,সাহসে বিশ্বাস?
দেখি সাজ নাগরিক জনে,
বড় সাধ হ'য়েছে মনে,
সাজিতে ভাল বসনে, ছাড়ি ছেঁড়া বাস।
বনে বনে কর ভ্রমণ,
পর টুকরা হ'লদে বসন,
বামনের চাঁদ চাওয়ার মতন, একি দুরাশাস? ৪৩৫

রজকের গর্ব্বিতবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ করদ্বারাই রজকের মস্তক ছিন্ন করিলেন। তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গিগণ ভয়ে পলায়ন করিতে করিতে অস্ফুট শব্দে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল।

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী

একি ছেলেরে করেনা কারে শঙ্কা।
করে হা, মা, কা;*
দেখিতে সুন্দর যেন, আতোষ আগুন হেন,
স্ফুলিঙ্গে দহিতে পারে লঙ্কা॥
আরে পলারে, পলারে, ল'য়ে প্রাণ;
যেওনা কেহ, সেই কি যে কে কি জান?
বাল কাল সে ত্রিবঙ্কা। ৪৩৬

রাম কৃষ্ণ সেই বস্ত্র গোপদিগকে পরিতে দিয়া আপনারাও পরিধান করিবেন এমন সময়ে এক তন্তুবায় তথায় আসিয়া তাঁহাদের উত্তম বেশ রচনা করিয়া সাজাইয়া দিল। ভগবান প্রসন্ন হইয়া তন্তুবায়কে বিবিধ বর দিলেন। তাহা দেখিয়া শুনিয়া কুব্জা কহিল।

ভৈরবী—আড়া

এ সাজে ভালই সাজিল।
নগরে নাগর-বেশে শোভা বাড়িল॥

---

* হা, মা, কা, অর্দ্ধ অর্দ্ধ কথা সম্পূর্ণ কথা হাতে খাবা, কাটা—

কোঁচা হইল ধড়া ছাড়ি,
চুনাচাদর কোমর বেড়ি,
মস্তকে লটুয়া পাগড়ী, মানাইল।
যখন যেমন তখন তেমন,
দেশভেদে রুচি যেমন,
অনুকরণের প্রয়োজন, হ'য়ে পড়িল ॥
সেজে খুবী ছেলে মানুষ,
বেশকারে ক'রলে বড়মানুষ,
রঘুজেরও দেখবার মানস, বিফল নহিল। ৪৩৭

অনন্তর সুদামা নামকমালাকারভবনে সদলে রামকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন। সুদামা তাঁদিগকে দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম ও পূজা করিয়া কহিল।

খট্ ভৈরব—একতালা।

এও এক লীলা তোমার বনমালি!
নতুবা কি পুণ্যে, আমায় ক'রলে ধন্য,
আপনি আসি ঘরে, দিলে চরণধূলি?
যে ভজে তোমারে, তুমি ভজ তারে,
বুঝলাম বিষমদৃষ্টি নাহি একেবারে,
আত্মা, বন্ধু, ইষ্টদেব হে, আমারে,
জেনেছ নিতান্ত দয়ার কাঙ্গালী।
ভক্তে কৃপা করি ভক্তিবল জানা'তে,
অহঙ্কার মোহ অধর্ম্ম নাশিতে,
হইয়াছ অবতার অবনিতে,
ভূভার হ'রতে আত্মা শুনি তাই বলি ॥ ৪৩৮

সুদামা ভগবানকে মাল্য পরাইয়া দিয়া বিবিধ বর পাইল তত্তুলক্ষে কল্পনা কহিল।

খট্ ভৈরব—একতালা।

কেবল উপলক্ষ্য লোক শিখা'তে।
নতুবা সুদামা, মালাগুগাছ দিয়ে,
পরমার্থ লভে কৃষ্ণের কৃপাতে ॥
বহু জন্মের কর্ম্মফলে ভক্তি হয়,
ভক্তিবশেই কৃষ্ণ তুষ্ট সুদামায়,
ভক্তি আকৃষ্ট মাল্য-লোভআকৃষ্ট নয়,
জাননাই কৃষ্ণ তারে বরের লোভ দেখা'তে।
লোকে জানুক কত ফল মাল্যদানে।
ফলের লোভ তৃপ্তিতে ভক্তি হবে মনে,
ভক্তি বিনা হরি পায়না কোন জনে?
কৃষ্ণের চেষ্টা কেবল এইতত্ত্ব বুঝা'তে।

৪৩৯

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

* এক কুব্জাযুবতী বিলেপন-পাত্রহস্তে লইয়া যাইতেছিল তাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণ কহিলেন।

ছায়নট—পোস্ত

কে তুমি রূপসি! হাসি হাসি ক'রেছ গমন?
কারে ভালবেসে বুঝি, দিতে যাও অনুলেপন॥
আমরা বিদেশী দুজন,
করনা কিছু বিতরণ,
দানধর্ম্মের মহাফল, করনা কি আকিঞ্চন?

৪৪০

* রাসাধ্যায়ে, গোপীপরিচয়ে মতান্তরের একটী সরহস্য গীত উদ্ধৃত হয় নাই। তাহার মর্ম্ম এই—ত্রেতাযুগে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররামচন্দ্রকে দেখিয়া আলিঙ্গন লোভে অধিকারপ্রাপ্ত অনেক ঋষি-লোলুপ হইয়াছিলেন ও অনেক স্ত্রী পতিপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই সকল ঋষি ও স্ত্রীর মধ্যে অনেকে গোপী হইয়াছেন অনেকে দ্বারকার গৃহিণী হইতে জন্মিয়াছেন। এই কুব্জাও ত্রেতা যুগের সূর্পনখা।

কুব্জার উত্তর।

ঝিঝিট—পোস্ত

ত্রিবক্রা সৈরিন্ধ্রী আমি, কংসমহারাজার দাসী।
আমার অনুলেপন ভাল, তিনি এরি অভিলাষী,
তোমাদের অঙ্গ সুন্দর,
এ গন্ধ লেপন কর,
ইচ্ছা হ'তেছে আমারো, বাড়ুক আরো রূপরাশি! ৪৪১

বক্তার উক্তি।

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী

আর কি আছে বা এমন?
দেখিলে সন্তুষ্ট করে, সৌন্দর্য্যে যেমন॥
সন্তোষিতে পারে ধনে, কার্য্যেতে নয় দরশনে,
ক্ষুধিতে তোষে ভোজনে, অন্যে নয় তেমন।
প্রকৃতির শোভা উত্তম,
নূতন নূতন মনোরম,
মানুষের সৌন্দর্য্য সম, নূতন পুরাতন॥
রাম কৃষ্ণের রূপ দেখি,
কুব্জার মন হলো সুখী,
রাজার অনুরোধ উপেক্ষি, দেয় অনুলেপন ৪৪২

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের ফল কুব্জাকে দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার ত্রিবক্র শরীর সরল করিয়া দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া কুব্জদর্শনার্থে বিস্তর লোক আগমন করিতে লাগিল। সেই সময়ে কল্পনী কহিল।

সুরট—একতালা

কুব্জারে সরলা করিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ, শুনি
দুষ্টলোকে দেখিবারে ধায়।
কিন্তু কৃষ্ণদৃষ্টে দূরদৃষ্ট যায়
মথুরায় তখন জানে কয় জনায়॥
কুব্জ সরল হওয়া নহেতো বিচিত্র,
সরল হয় কুগ্রহ, কুস্বভাব চরিত্র,
সরল হয় কুটিল মন বুদ্ধি-ক্ষেত্র,
দুঃখের কুটিলতা যায়।
দেখার জিনিস হয়তো আছে ভাল আর,
কত কি পেয়েও তৃপ্তি হয়না যে কাহার,
সকল খেদ নিবৃত্তি দেখা পেলে যাঁর,
সেই এই কৃষ্ণ চিনলা ইহায়? ৪৪৩

কুব্জা কৃষ্ণের রূপে ও গুণে মুগ্ধা হইয়া এবং অনুগ্রহ জন্য সাহস পাইয়া কহিল।

পরজ বাহার—আড়া

তুমি পুরুষরতন, মানুষ নও কখন।
দেখিনাই দেবতারও, রূপ গুণ এমন॥
হ'য়েছে কি জগৎ নূতন,
তুমি তার জিনিষ নূতন,
করিতে কায নূতন নূতন, নূতন আগমন?
জীর্ণ বস্তুর হয় সংস্কার,
সে নূতন হয়না তো আর,
ভগ্ন শরীর-মনেও আমার করিলে নূতন॥
অধিকারী চেয়ে যেমন,
ছিলাম গুপ্ত নিধির মতন,
তোমায় ছেড়ে আর তো এখন, রবেনা এ মন
কি পেয়েছি কি হ'য়েছি,
এই উল্লাসে ভাসিতেছি,
বঁধুর নাগাল পেয়েছি, মনের মতন॥ ৪৪৪

শ্রীকৃষ্ণোক্ত উত্তর।

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—একতাল

তুমি যে অবলা এমন উতলা,

হওয়া কি উচিত হয় ?
সফল-সাক্ষাৎ, হলো অকস্মাৎ,
ক্রমে পাবে পরিচয় ॥
হ'লে অনুকূল, হয়নাতো ভুল,
বর দিতে বিধাতার।
যাচকে বিমুখ, হ'য়ে পাবে দুখ,
সম্মত নহে দাতার ?
যার যে বাসনা, বিফল হবেনা,
এমনি দানই দান।
কল্পতরু কার, করয় বিচার,
করিয়া করে কি মান ?
যাও সুলোচনা, নিরাশা হইওনা,
তোমার দুরাশা নয়।
কৃতাকৃত দার, বিদেশী জনার,
তুমি যে পরমাশ্রয় ॥ ৪৪৫

অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ গোপগণসহিত কংসের ধনুর্যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন।

কীর্ত্তনীয় দেশবরাড়ী—ঝাঁপতাল

শক্রধনু হেন দেখিতে, কঠিন হরধনু সম।
ভীষণ সে ধনুক রাখে, রক্ষীশত যমোপম ॥
ফুলধনু সম সে ধনুক, তুলিলা হরি বামকরে।
তবু হাতে ধরেনা যেন, সেগুনতরু বালক ধরে॥
পরাইতে ছিলা তারে, নোয়াইয়া লইলা শ্যাম
যেন বিন্ধ্য নম্র হ'য়ে কুম্ভভবে করে প্রণাম ॥
গর্ব্ব করি হরি-কেশরী, করসমান করে ধরি
ভাঙ্গিলা ধনু, তাকে হেলায়, ইক্ষুদণ্ড যেন করী॥
উভকালে ধ্বনিয়া উঠিল, ধনুক ঘোরতর।
বজ্র পাতিতে যেমন, ঘন গরজে ভয়ঙ্কর ॥
শব্দে, স্তব্ধ দশ দিশ, কাঁপিয়া উঠিল মেদিনী।
চমকি কংসের চিত্ত, দমিয়া পড়ে তখনি ॥
(মৃত্যুর ধমকে যেন) ৪৪৬

রক্ষকগণ ও সৈন্যগণের রাম ও কৃষ্ণকে আক্রমণ।

বিভাস—একতালা

কে, এ, করে এত অহঙ্কার ?
যে দেখি দুর্নিবার, অতি দুরাচার,
নির্ভয়ে সাহস ভরে, করিতেছে অত্যাচার ॥
ধর ধর ধর, মার মার মার,
হোক ছেলে, দোষী নহে ক্ষমিবার,
কেটে ফেল করি অসির প্রহার,
কিম্বা বেঁধে দণ্ডে নাশ প্রাণ ইহার। ৪৪৭

অনেক সৈন্য একত্রে রাম ও কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু দুই ভ্রাতায় সকলকে সংহার করিয়া ধনুর্যজ্ঞশালা হইতে বহির্গত হইয়া বিশ্রামার্থে গমন করিলেন।

মুমূর্ষুর অরিষ্ট।

কীর্ত্তনীয় তোড়ী—একতালা

রাম কৃষ্ণ দোঁহে, অবলীলা ক্রমে,
বীরত্ব করিলা যত।
শুনি কংসরাজা, সহসা শঙ্কায়,
হইল যেন আহত ॥
জাগ্রতে স্বপনে, দেখিতে লাগিলা,
দুর্নিমিত্ত অবিরত।
আত্ম-প্রতিবিম্ব, মস্তক-বিহীন,
তাহে ছিদ্র শত শত ॥
প্রত্যেক জ্যোতিষ্ক, দেখে দুই দুই
দেখে বৃক্ষ স্বর্ণময়।
দেখিল কর্দ্দমে, ধূলিতে আপন
পদচিহ্ন নাহি রয় ॥
নিদ্রা না হইল, স্বপনে দেখিল
প্রেতে করে আলিঙ্গন।

আপনি মৃণাল, খাইছে করিছে
গর্দ্দভে চড়ি গমন॥
দেখে কোন জন, হ'য়ে দিগম্বর,
তৈল মাখি কলেবরে।
যবামালা পরি তাঁরই অভিমুখে,
চঞ্চল গমন করে॥
প্রভাতসময়ে, মৃত্যুর উত্তেজনে,
আজ্ঞাদিলা ভোজরাজ।
মহামল্লক্রীড়া, উৎসব করিতে,
করিতে সমাজ সাজ॥ ৪৪৮

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

সুসজ্জিত মল্ল-রঙ্গভূমিতে মঞ্চোপরি, রাজা কংস উপবেশন করিয়াছেন, অন্য রাজা, ধনিক, বণিক প্রভৃতি বিবিধশ্রেণীর লোকে সভা উজ্জ্বল করিয়াছেন, দেখিয়া কোন দর্শক অন্যকে কহিলেন।

সয়ফরদা—কাওয়ালী

কিবা শোভা মনোহর, দেখি আঁখি যুড়াইল।
কিনা পারে শিল্পকরে, কল্পিতে মনো মোহিল॥
অর্থের সামর্থ্য কত,
পরিচয় তার এতাবত,
সভ্যতার ক্ষমতা যত,
সভা শোভায় প্রকাশিল।
নানা আদর্শ দর্শনে,
উন্নতি হয় প্রতিক্ষণে,
সে ভরসা মনে মনে,
ক্রমে বাড়িতে চলিল॥ ৪৪৯

সভাদ্বারে রাম ও কৃষ্ণ উপস্থিত হইলে দ্বার-রক্ষক হস্তিপ দ্বার ছাড়িয়া দিলনা এবং তাঁহাদিগকে মারিবার উদ্দেশে কুবলয়াপীড় হস্তীকে উত্তেজিত করিল, তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ সেই হস্তির সহিত মল্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কীর্ত্তনীর তোড়ী—একতালা

সরাইয়া শুঁড়, কুবলয়াপীড়,
হরিকে ধরিতে ধায়।
জানেনা এ হরি, গিরিবরধারী,
করীকে নাহি ডরায়॥
চেনেনা অনেকে, ভয় পায় দেখে,
মানুষে করীতে রণ।
দয়া আছে যার, চেষ্টা হ'লো তার,
এ রণে করে বারণ॥
ভয়াতুরগণ, মুদিল নয়ন,
সাহসী থামটে দাঁড়ি।
নির্ভয়ে দেখিছে, গোপেরা ভাবিছে,
কি ছার এইতো হাতী॥
বলবান করী, প্রতিদ্বন্দ্ব করি,
বুঝে নিল সুনিশ্চয়।
না হউক হরি, এই নরহরি,
হরি হ'তে ন্যূন নয়॥
শৌর্য্য প্রকাশিয়া, দন্ত উপাড়িয়া,
করীরে নিপাত করি।
সেই দন্তদ্বয়, গদা করি লয়,
মল্ল সাজে রাম হরি॥ ৪৫০

রাম ও কৃষ্ণ গোপগণসহিত মল্লভূমিতে প্রবেশ করিলে, দর্শকগণের মধ্যে অনেকে বলাবলী করিতে লাগিল।

বিভাস—আড়া

দেখ বীরসাজে।
ব্রজরাজ-রূপ দ্বিতীয় উপেন্দ্র যেন,
ধরণীর মাঝে॥

সহজেই সুন্দর কায়; জয়শ্রী মিলেছে তায়,
কৈশোরে প্রভাব বাড়ে, যেন মৃগরাজে।
অসংখ্য তারার মাঝে, এক চন্দ্র যেন সাজে
তেমনি সাজিল মাধব, মাধব-সমাজে॥ ৪৫১

খাম্বাজ—একতালা
দেখহে কেমন, প্রিয়দরশন,
বীর ভুবনমাঝে।
কায কি সজ্জায়, বীরত্বপ্রভায়,
সাজা'তে হয়না সাজে॥
বীরত্ব-বিহীন পুতুল যেমন,
থাকুক রূপ গুণ, শোভেনা তেমন,
চমকে নয়ন, করি দরশন,
বীর ক্ষীণ-সমাজে।
নতুবা বাছিয়া ধরা ব'রে লয়,
ধন, মান, যশ, ভাবে সদাশ্রয়,
দিতে বরাভয়, শক্য যেই হয়,
সে লাগেনা কোন্ কাযে॥ ৪৫২

দর্শক ভেদে তাৎকালীন কৃষ্ণরূপ দৃশ্য।

ললিত বিভাস—একতালা
শ্যামশরীরে, রুধির-বিন্দু, শোভে যেন
জবা ভাসে কালো জলে।
করিমদকণা ঘর্ম্মবিন্দু সনে,
রক্তবিন্দু দেখি হেন হয় মনে,
যে ভক্তে দেখেছে, শ্রীঅঙ্গে দিয়েছে, পুষ্পাঞ্জলি;
দেখি এমনি কতই ভাবে ভক্তমণ্ডলে॥
নারীগণে ভাবে আইল কন্দর্প,
মল্লগণে ভাবে মূর্ত্তিমান দর্প,
দুরাত্মা ভূপাল ভাবে এল কাল, হায় রে;
কংস ব্যাকুল দেখি মৃত্যু এল ব'লে।
যোগীজনে দেখে হৃদয়ের ধন,
পরমদেব মূর্ত্তি দেখে বৃষ্ণিগণ,
দেখে কৃষ্ণাকার, কিম্ভূতকিমাকার, অজ্ঞগণে;
সেরূপ দেখে সুখী হলো গোপাল সকলে॥ ৪৫৩

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—দোঠুকি
সমাজের মাঝে, প্রথম উদিত,
প্রথম পুরুষদ্বয়।
দেখিবার আশে, বহুলোক আসি,
সমাজে হয় উদয়॥
স্তবকে স্তবকে, লোক দাঁড়াইয়া,
থৈ থৈ করে সভা।
মাঝে রাম শ্যাম, গজদন্তধারী,
বড়ই হইল শোভা॥
সকলের আঁখি, সেরূপে পশিল,
দেখিতে লাগিল বেস।
যেন আঁখি ভরি, রূপ তুলি লোকে,
পুরিছে হৃদয়দেশ॥
মানস মাখিতে, চাখিতে রসনা
নাসিকা লইতে ঘ্রাণ।
ব্যাকুল হইল, দর্শকসকলে,
জ্ঞানহীন-বাহ্যজ্ঞান॥
আগে শুনেছিল, গুণ যত সব,
স্মরি পরস্পর সবে।
কহিতে লাগিল, নিশ্চয় এরাই,
বিষ্ণু-অবতার হবে॥
ধন্য বসুদেব, অতি পুণ্যবান,
আত্মজ যাহার হরি।
ধন্য সে যশোদা, যার স্তন্যপান,
ক'রেছেন মুর অরি॥ ৪৫৪

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

চানুর ও মুষ্টিক সহ কৃষ্ণ ও রামের যুদ্ধ।

কীর্ত্তনীয় রামকিরি—কাওয়ালী

চানুর মুষ্টিক দোঁহে, উত্তেজিত হ'য়ে মোহে,
রাম কৃষ্ণ সহ করে রণ।
অসুর শূর উভয়, ভানুর বালক দ্বয়,
রণ দেখি ভীত ভীরুগণ॥
একি একি অবিচার, ভোজরাজা দুরাচার,
নিতান্ত নিষ্ঠুর এ নিশ্চয়।
এই বলি পরিতাপে, নারীগণে ভয়ে কাঁপে,
রাম কৃষ্ণ ভাঙ্গিলা সে ভয়॥
বীরত্বের পরিচয়ে, বুঝায় অসুরদ্বয়ে,
অধর্ম্ম-বল বল নয়।
কার্পাসের রাশি যেন, নাশে অগ্নিকণা হেন,
অধর্মে ধর্ম্ম করে ক্ষয়॥
দর্শকে আনন্দ দিতে, আর সুবোধে বুঝা'তে,
যুঝিলা লইয়া সে অসুর।
নিঃসত্ত্ব হেন দুর্দ্দম, সত্ত্বেরো চাহি বিক্রম,
দেখহ সকল নর সুর॥
চানুর মুষ্টিকে নাশি, ক্রমে নাশে হাসি হাসি,
কূট শল তোশল দানব।
ভয়েতে অসুর যত, পলাইল ইতস্ততঃ
লোকে করে জয় জয় রব॥ ৪৫৫

তখনও বাদ্য বাজিতেছিল। রাম ও কৃষ্ণ বয়স্যদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোপালগণ নাচিতে নাচিতে গীত গাইতে লাগিলেন।

যুথারাগ—ঢোলক কাওয়ালী

জয় জয় দনুজবারি, বংশীধারী, বনচারী।
ব্রজবিহারী হরি মুরারি॥
রাখালরাজা বীরকেশরী,
দুরন্ত দমনকারী, ভয়হারী;
গোবর্দ্ধনগিরিধারী, দর্পহারী বিপদবারী॥

৪৫৬

রামকৃষ্ণের নৃত্যগীতে, কংস কুপিত হইয়া বাদ্যনিবারণ করিয়া কহিলেন।

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—কাওয়ালী

দূর করিয়া দেরে, দুরাচার রাখালেরে,
হরি লও গোপদের ধন।
দুর্ম্মতি নন্দেরে ধরি, রাখহ বন্ধন করি,
বসুদেবে কর নিপাতন॥
পরপক্ষপাতী হয়, পিতা শত্রু সুনিশ্চয়,
সানুচর সংহার তাহার।
কংসের এসব আজ্ঞা, যেন হত-বুদ্ধি সংজ্ঞা,
মুমূর্ষুর প্রলাপের প্রায়॥ ৪৫৭

কংস বধ।

কীর্ত্তনীয় রামকিরি—কাওয়ালী

শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য, ক্রুদ্ধ হ'য়ে নলিনাক্ষ,
উচ্চমঞ্চে উঠিলা সত্বর।
আততায়ী উপস্থিত, দেখি কংস বীরোচিত,
উদ্যম করিল শীঘ্রতর॥
করি অসি নিষ্কোশিত, হ'য়ে আকাশে উত্থিত
শ্যেন হেন ভ্রমিতে লাগিল।
কৃষ্ণতো কপোত নয়, সে শ্যেনে করিবে ভয়,
লাফাইয়া লুফিয়া ধরিল॥
গরুড় উরগে ধ'রে, প্রথমে আছাড় মারে,
তেমতি কেশব কংসাসুরে।
উচ্চ হ'তে আছাড়িয়া, ধরণী তলে ফেলিয়া,
লাফিয়া পড়িলা তার উপরে॥
বিশ্বম্ভরের ভার, সহ্য করে সাধ্য কার,

পিষ্ট হ'য়ে কংস ত্যজে প্রাণ।
হরি যেন করী মারি, টানিয়া লয় হেঁছারি,
কেশবক্ত শবে দিলা টান॥
প'ড়ে গেল হাহাকার, শুধিতে জ্যেষ্ঠের ধার,
কংসের কনিষ্ঠ অষ্ট ভাই।
করে কৃষ্ণে আক্রমণ, সেসব পশু যেমন,
বধে সিংহ একাই বলাই॥ ৪৫৮

কংসাদি বধের হেতু সম্বন্ধে কল্পনার মীমাংসা।

খাম্বাজ—কাওয়ালী

মোহ বড় দুরাচার, অতি দুরন্ত দুর্নিবার।
তারই অত্যাচারে ব্যাকুল সংসার॥
জনমিলে মরণ আছে অবধারিত,
কখন মরিব নাহি, সময় সুনিশ্চিত,
এইভাবি সৎপথে, সতর্ক থাকা উচিত
মোহ মোহিতে করায়, বিপরীত আচার।
বিধি-লিপি খণ্ডিব, আপন বাঁচাইব,
অন্য জীবন হরি, জীবিত বাড়াইব,
নাহি ডর অধরমে, অজায়ু হইবে,
মরিতে মরিল কংস মোহের কি আর॥
অত্যাচারী মোহে, করিবারে শাসন,
আপনি ঈশ্বর, করিলেন অবতারণ,
কংসনিসূদন, নহে মধুসূদন,
মোহ হ'তে কংসেরে, করিল উদ্ধার।
বুঝাইলা সঙ্কেতে, কর অবধারণ,
মোহ-মুক্তি নাহি, বিনা হরি-শরণ,
মোহ করে, পরমার্থে বিঘাতন,
হরিপদাশ্রয় নিলে, ডর নাহি তার॥ ৪৫৯

কংসের গতি সম্বন্ধে কল্পনার অনুমান।

খাম্বাজ—মধ্যমান

সবাই শুনেছ সারূপ্য পায় কেমনে।
তৈলপায়ী যেমন হয় তাই, তাই ভাবি মনে॥
এগতি অসত্য নয়, কংস কৃষ্ণে করি ভয়,
দেখিত সে কৃষ্ণময়, স্বপনে কি জাগরণে।
কৃষ্ণ সঙ্গে করি রণ, কৃষ্ণে সঁপিল জীবন,
কৃষ্ণ-সারূপ্যে মিলন, হলো অগত্যা শরণে॥
মনের অধিকার আছে,
যাইতে ঈশ্বরের কাছে,
মিত্রতা, শত্রুতা মিছে,
ক্রূরতা নাই হরির মনে
জোর ক'রে, ভক্তি ক'রে
দায়ে প'ড়ে, দ্বেষ ক'রে,
মন ফেলিলে ঈশ্বরে,
তিনি তায় রাখেন যতনে॥ ৪৬০

কর্ম্মী ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে কল্পনার মন্তব্য।

পরজ কালাংড়া—একতালা

চমৎকার সব, জগৎ-ব্যাভার,
কংসের মরণে, দেখ কি ব্যাপার।
কারো পৌষমাস, কারো সর্ব্বনাশ,
একই কাযে হলো, হর্ষ হাহাকার॥
দেবগণ হর্ষে, পুষ্প বরষিল,
দুন্দুভি বাজা'য়ে, নাচিয়া উঠিল,
কংসের পরিবার, কাঁদিতে লাগিল,
বিজ্ঞ অজ্ঞ ভেদ, বুঝে উঠা ভার!
সাংসারিক জীবন, সুখ-দুঃখ-ভোগী,
কর্ম্মায়ত্ত ফল, কর্ম্মই নিয়োগী,

কংস কেবল মাত্র, নিমিত্তের ভাগী,
অত্যাচারে দোষ, সুধু কি তাহার ?
ঝড়ে কভু দেশ, করে ছারখার,
কিন্তু সে পবন, জীবন সবাকার,
ভাব কার দোষগুণে, কি হয় কার,
অদৃষ্টেই নির্দ্দিষ্ট, সবই সবাকার ॥৪৬১

কংসাদির বনিতাগণের স্বামিদিগের মরণে শোক করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে আগমন।

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—দোঠুকি

অকস্মাৎ হায় একি হইল !
সব যে ফুরা'য়ে গেল ॥ (স্বপনের মত)
আহা তেমন আলো, নিবে আঁধার হ'লো ॥
যেন দুপুর বেলায় সন্ধ্যে ছুটে এলো !!
অকারণ শত্রু, শমন বাদ সাধিল।
এ অবিধির বিধি, বিধি কি দিল ?
মরণ এমন ক'রে কেন কাঁদাইল,
এ উৎসব কালে প্রাণ হরিল !! ৪৬২

ধুলায় ধুসরিত শবসকল দেখিয়া

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—দোঠুকি

আহা সোণার অঙ্গ ধুলায় লুটায়।
এও দেখতে হলো, দেখে বুক ফেটে যায় ॥
এমন অতুল বিভব, প'ড়ে রহিল সব,
যার তেমন মান মহিমা, সে এ দশায় !
যার অনুগ্রহ, চাইতো সু কু গ্রহ,
সেই গ্রহেও নিগ্রহ, করে ঈশ্বর !!
যে জীবনের তরে, লোকে কিনা করে,
ছি সে বা কি, পাষণ্ড, ফেলে পলায়।
যারে ভাবিতাম স্বাধীন, সেও কালের অধীন,
এত অধীনতা। যেথায়, আসতে নাই সেথায়॥
নাথে বাঁচা'য়ে দে, মোদের পরাণ নে,
ও কাল ! পায়ে পড়ি দয়া কর বিধবায়।
প'ড়ে অর্দ্ধঅঙ্গ, ক'রে অঙ্গ ভঙ্গ,
নিস্‌নে,নেনা সঙ্গে ক'রে আমাসবায় ॥ ৪৬৩

শব আলিঙ্গন করিয়া

কীর্ত্তনীয় সুহয়ী—দোঠুকি

নাথ অসময়ে কোথায় গেলে ?
আমা সবাকারে, অনাথিনী ক'রে;
দুঃখের সাগরে ফেলে ?
শিশু পুত্রগণ, হলো অশরণ,
শত্রু লবে রাজ্যধন।
তোমার বিহনে, ভবনে গহনে,
সমান হলো এখন ॥০
এত মহোৎসব, ফুরাইল সব,
হাহাকার অবশেষ।
আমাদের মত, শোকে দুঃখে হত,
হইল নগরী দেশ ॥
বিনা অপরাধে, দিয়াছ অবাধে,
অনেকেরে দুঃখ তাপ।
সেই সে কারণ, হইল এমন,
ফলিল তাদের শাপ ॥
প্রাণী হিংসা করি, অধর্ম্ম আচরি,
মঙ্গল হয় বা কার।
আপন নাশিতে, আপন বুদ্ধিতে,
করিলে যথেচ্ছাচার,॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাঁর হ'তে হয়,
অবজ্ঞা করিলে তাঁরে।
কভু ভাবিলেনা, কেবা তাঁর বিনা,
আছয়ে রাখে তোমারে ?

শ্রীকৃষ্ণ রাজপত্নীদিগকে আশ্বাস দান পূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা মৃতদিগের সংকার করাইয়া রামের সহিত বসুদেব ও দেবকী সমীপে গমন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাম ও কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর বন্ধন মোচন করিলেন এবং মাতৃপিতৃচরণে মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন কিন্তু বসুদেব ও দেবকী আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলেননা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। এই সম্বন্ধে কল্পনার অভিপ্রায়।

কীর্ত্তনীয় ধানশ্রী—রূপক

যাঁরে পরমপুরুষ, জানিতে পারিয়া,
শরণ ল'য়েছি পায়।
তাঁরে ভকতি করিয়া, তৃপতি পাইতে,
মন যে আপনি ধায়॥
যাঁর চরণ-তুলসী, মাথায় রাখিয়া,
পবিত্র হইতে চাই।
তিনি প্রণাম করিয়া, দেখি চমকিয়া,
কুণ্ঠিত হয় সবাই॥
এই কৃষ্ণ বলরাম, বটেতো তনয়,
কিন্তু বিষ্ণু-অবতার।
বিষ্ণু লীলা করিবারে, পিতা মাতা বলে,
আমরা কি যোগ্য তার?
বাবা আদর করিয়া, বাবা ব'লে ডাকে,
মুনিযে মান্য করে।
তাতে স্পরধা করিতে, পারে কি সুবোধ
অপরাধ ডরে ডরে॥
কৃষ্ণ জনম লইয়া, পরিচয় দিয়া,
কাছে হ'তে গেলা চলি।
যদি নিকটে থাকিত, স্নেহ উপজিলে,
থাকিত ভকতি ভুলি॥
পরে গুণগান শুনি, ভকতি বেড়েছে,
পুত্র-স্নেহ ভুলা'য়েছে।
আর পারে কি দেবকী, বসুদেব দোঁহে
স্নেহ দিতে পেয়ে কাছে? ৫৬৫

বসুদেব ও দেবকীর চিত্তোদ্বর্ত্তন।

কীর্ত্তনীয় চৌড়ী—কাওয়ালী

কৃষ্ণ ভাবিলেন মনে, সহসা এ দুইজনে,
হইবেনা স্নেহের সঞ্চার।
ক'রেছেন সুনিশ্চয়, ঈশ্বর আমরা দ্বয়,
পেয়েছেন ভক্তি অধিকার॥
ভক্তি বলবতী হ'লে, ঈশ্বর তনয় ব'লে!
স্নেহ-সুখ স্বাদ অসম্ভব।
সুলভ সমুপস্থিত, যদি হয় বঞ্চিত,
পাইবেনা এ যে সুদুর্ল্লভ॥
কেনবা বঞ্চিত হবে, ভক্তির সময় পাবে,
এই ভাবি মায়া বিস্তারিয়া।
কহিলেন মাত পিত, পুত্র চরণ-পতিত,
আশীর্ব্বাদ কর সন্তোষিয়া॥
আমাদের দুরদৃষ্ট, কতই পাইলে কষ্ট,
পাওনাই লালনের সুখ!
থাকি মাতৃ-পিতৃ-কোলে, কি সুখ বালক-কালে
পাই নাই রহিল এ দুখ॥
এ দেহ যাঁদের হ'তে, তাঁদের ঋণ শোধিতে,
কখন কি পারে কোন জন?
সামর্থ্য আছয়ে যার, সে যদি পিতামাতার,
সেবা নাহি করে সে দুর্জ্জন॥

সময় অনর্থ গেল, কংস যে বাদ সাধিল,

মা বাপের সেবা না হইল।
ক্ষম সেই অপরাধ, পুরা'তে মনের সাধ,
এত দিনে বিধি দিন দিল ॥ ৪৬৬

কীর্ত্তনীয় পটমঞ্জরী—কাওয়ালী
দেবকী বসুদেবে, মোহ মোহিলু এবে,
স্নেহে করিল পুলকিত।
আলিঙ্গন করি দোঁহে, ভিজায় আনন্দ লোহে
হইল বচন-রহিত ॥
পরশিয়া পুত্রদ্বয়, যে সুখ প্রাপ্ত হয়,
সে সুখ এইতো নূতন।
এ সুখের কি মাধুরী, যে স্বাদে সেও তারি,
আস্বাদ করে অতুলন ॥
ভক্তি-স্বাদের পরে, স্নেহের স্বাদ করে,
দুষ্প্রাপ্য প্রাপ্তি কি এমন ?
অমৃতের লোভে থাকি, পাইলে খাইলে কি
বুঝাযায় স্বাদ কেমন ?
সুধুই নবনী স্বাদি, সমধু করয় যদি,
সভক্তি প্রীতি কি তেমন ?
এ সুখে তুলনা নাই, রঘুজ ভাবে সদাই,
অতুল এ সুখ স্বপন ॥ ৪৬৭

অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ মাতামহ উগ্রসেনকে যদুদিগের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া ব্রজবাসিগণকে বিদায় দিবার সময়ে উভয়ে প্রত্যেককে সম্ভাষণ করিয়া ব্রজরাজ নন্দকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন।

কীর্ত্তনীয় দুঃখীবরাড়ী—একতালা
পিতা তোমার হৃদয় স্নেহময়।
মাতা যশোমতী প্রীতি মূর্ত্তিমতী,
তাহাতে নাহি সংশয় ॥
আপনার চেয়ে, অধিক করিয়ে,
ক'রেছ প্রতিপালন।
তনয়ের দেহ, পরাণের গেহ,
ভাবিয়াছ অনুক্ষণ ॥
ক'রেছ যতন, তাইসে এখন,
এতবড় হইয়াছি।
সহি কত দুখ, করা'য়েছ সুখ,
সকলই দেখিয়াছি ॥
পোষণে রক্ষণে, অসমর্থ-জনে,
ত্যজিলে শিশু তনয়।
সে শিশুরে যারা, রক্ষা করে তারা,
তার পিতা মাতা হয় ॥
তোমাদের ঋণ, বাঁচি বহু দিন,
শুধিলে শোধা নাযাবে।
মোদের জীবিত, তোমাদের হিত,
করিতেই রত রবে ॥
যাও ব্রজপুরে, কিছু দিন পরে,
দেখিতে যাব আবার।
যাইয়া সেখানে, ব'লো জনে জনে,
আমাদের সমাচার ॥ ৪৬৮

এই সময়ে নন্দের মন কেমন হইল তাহা ভাবিয়া কল্পনার আক্ষেপ।

সিন্ধু—একতালা
আজি ফুরাইল আনন্দ।
আহা নন্দ, যেন সুখের স্বপন,
দেখিতে দেখিতে, ঘুম ভাঙ্গি হলো ধন্দ ॥
কৃষ্ণ তার ছেলে নয়, কাকপুত্র পিক প্রায়
পাখা হ'লো উড়ে গেল ক'রে মায়া-বন্ধ।
জীবাত্মার নাহি মায়া,
ফেলে যায় পুরাণ কায়া,

তেমনি ছাড়িল যেন ব্রজ কৃষ্ণচন্দ্র ॥
যেন ছেলেধরা ছলে,
কেড়ে নিল কোলের ছেলে,
হায়রে নন্দ যশোমতীর কপাল কি মন্দ।
যেন মেলায় গোলে মালে,
ছেলেটী হারা'য়ে ফেলে,
হাপুসনয়নে কাঁদি ফিরে যায় নন্দ ॥ ৪৬৯

সহচর রাখালগণ যখন শুনিলেন রাম ও কৃষ্ণ আর ব্রজে যাইবেননা, তখন তাঁহারা রাম ও কৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনীয় দুঃখীবরাড়ী—একতালা
কানাই বলাই! তোরা নাকি ভাই,
বৃন্দাবনে আর যাবিনা?
তোদেরে ছাড়িয়া, কেমন করিয়া,
ফিরিয়া যাইব? যাবনা॥
ও মুখ না দেখি, বাঁচিতে পারিকি,
আড়ালে কাঁদয়ে পরাণ।
যাবেনাকো শুনি, এখনি পরাণি,
করিতে চাহিছে পয়ান॥
এই জানি মোরা, আমাদের তোরা,
তোরাই সব মো সবার।
থাকিলে এখানে, চলিবে কেমনে,
ব্রজ যে হইবে আঁধার?
এই কয় দিনে, উদাস বিপিনে,
কি হইতেছে কিবা জানি।
দেখা না পাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ম'রেছে কত পরাণী॥ ৪৭০

কীর্ত্তনীয় মল্লার—দোঠুকি
কৃষ্ণ! তোরে আমরা ভাবি কেমন।
তুমি তা জাননা, কেমনে জানিবে,
কে জানে পরের মন?
তোর মুখখানী দেখিতে দেখিতে,
খাইতে ভুলিয়া যাই।
তোর মুখ-বাস, ঘরাণ পাইলে,
স্বরগের সুখ পাই॥
তোর নাম ক'রে, ক্ষুধা উড়ে যায়,
তোরে ছুঁলে তাপ যায়॥
তোর বিনা আর, কিছুই চাহিনা,
ভালই লাগেনা কায়॥
তোরে নাদেখার, দুখ ছাড়া কভু,
দুখ পাই নাই আর।
তবে পাই দুখ, সুখ পেয়ে তোরে,
নাহি দিলে ভাগ তার॥
খেতে খেতে যেটা মিঠা লাগে তোরে,
নাদিয়ে খাইতে নারি।
শুইয়া স্বপনে, তোরে নাদেখিলে,
ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে মরি॥
তোরে ছেড়ে যদি, মরিতে হয়তো,
মরিতেও পারিবনা।
তুমি রবে হেথা, মোরা যাব ব্রজে,
এ কথা আর বলোনা॥ ৪৭১

শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন তোমরা দুঃখিত হইওনা আমি আবার বৃন্দাবনে যাইব। গোপগণ শূন্য হৃদয়েবৃন্দাবন গমন করিলেন।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

রাম ও কৃষ্ণ প্রত্যাগমন করেন নাই এবং কৃষ্ণ বসুদেবের ঔরস পুত্র, নন্দ ও যশোদার পালিত পুত্র, এই সংবাদ পাইয়া যশোদার খেদ।

খট ভৈরব—একতালা।

কৃষ্ণ ! এই ছিল যদি মনে।
তবে কেন এত মায়া বাড়াইলে,
হাপুতীর পরাণ বাঁচিবে কেমনে ?
একে বদ্ধ আছি মায়ার সংসারে,
হাপামুড়ী খাই যেন প'ড়ে কাজে,
তার উপর তোমার মায়ায় একেবারে,
পাগল ক'রে তুললে উপায় কি এক্ষণে?
লীলা খেলা ক'রতে এসেছ এই শুনি,
ছেলেমী করিবে তাকি আমি জানি,
ছেলে হ'য়ে মা বলিয়ে নীলমণি,
যত সুখ তত দুখ দিলে জীবনে ?
শুনি তোমার কাছে নাহি দুঃখের লেশ,
অশেষ সুখদাতা তা বুঝেছি বেশ,
এই যে দুঃখ দিলে এ কি অবশেষ,
রেখেছিলে বাছা আমারই কারণে ? ৪৭২

খট ভৈরব—একতালা।

কৃষ্ণ ! পরের ছেলে তাই রইলেনা।
কিন্তু আমার কাছে মানুষ হ'য়েছ,
এর আগে তুমি মানুষ ছিলেনা॥
আগে জানতাম যদি এমন হবে তুমি,
তোমায় মানুষ হ'তে নিষেধিতাম আমি,
আত্ম-পরবোধ মানুষ-অনুগামী,
মানুষ নাহ'লেতো পর ভাবিতেনা ?
তুমিই যদি এমনি ভাবলে পর পর,
তবে কি আমাদের হবে এর পর,
পরকালের ভার তোমারই উপর,
তখন পর পর ভাবা চলিবেনা॥ ৪৭৩

আত্মীয়গণ-কর্ত্তৃক যশোদাকে প্রবোধ প্রদান।

কালাংড়া—তেতালা।

যশোদে ! কেঁদেনা আর প্রবোধ দাও মনে।
শুভাদৃষ্ট কৃষ্ণ তোমার, মথুরায় রাজা এক্ষণে॥
ইচ্ছাময় তাঁর ইচ্ছা হ'লে,
যেতে পারেন গোলোক চ'লে
চিরদুঃখে সকলকে ফেলে ;
এই ভাল নিকটে আছেন আসতে পারেন বৃন্দাবনে।
আমরাই তাঁর মায়ায় বদ্ধ,
তিনি নন মায়ায় বাধ্য,
কেবল ভক্তি প্রীতির বাধ্য;
আসিতেই হইবে তাঁরে তোমার প্রীতির আকর্ষণে॥ ৪৭৪

কৃষ্ণের অনাগমন সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে গোপীগণ অথবা কেবল রাধিকার অবস্থা।

সখী সম্বোধনে।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান

ব্যাকুল করিছে অন্তরে দারুণ ভাবনা।
সন্দেহ কেবলই মন্দ করিতেছে ঘোষণা॥
বিচ্ছেদের বিভীষিকায়, হরিতেছে চেতনা।
হায় কি হ'লো ভেবে প্রাণের,
কতই হ'চ্ছে যাতনা॥
কে যেন বলিছে কাণে আর কৃষ্ণে পাবেনা
কৃষ্ণ কারো কেনা নয়, লক্ষ্মীরও বশ থাকেনা॥ ৪৭৫

খাম্বাজ—মধ্যমান

বুঝি ভাগ্যে লেখা এ মরমের ব্যথা।
তুবা কেনবা হবে, কৃষ্ণ সঙ্গে স্বতন্ত্রতা॥
কৃষ্ণ আর ফিরে আসবেনা,
একাকী রাধা বাঁচবেনা,
আশ্রয় বিনা বাঁচেনা,
কবিতা বনিতা লতা। ৪৭৬

সিন্ধু খাম্বাজ—জং

প্রাণ জানে, সখিরে এক্ষণে।
যে অসুখে আছি আমি কৃষ্ণ বিহনে॥
সবে ধন সেই প্রাণ আদি সবার,
ক দিন হলো দেখা নাইকো তাঁর,
সেই দুঃখে উদাসী মন আমার,
অনিবার বারি নয়নে।
সেই ভঙ্গী সেই রূপ সেই স্বভাব,
হৃদে জাগে সদাই সম ভাব,
দরশ পরশেরই অভাব,
সজীবে সহে কেমনে? ৪৭৭

মনের প্রতি।

কালাংড়া—আড়খেমটা

মন! আমার এমন হবে, ভেবেছি তখনি।
প্রাণ চেয়ে কৃষ্ণে ভালবেসেছ যখনি॥
লাভ হলো তায় ভালবেসে.
ভেবে পাগল হুলি শেষে,
বিচ্ছেদে প্রাণ রবে কিসে,
এই বুঝি সেও যায় এখনি। ৪৭৮

এমন সময়ে কৃষ্ণের অনাগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাধিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকা—মূর্চ্ছাভঙ্গে

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

ফিরে কেন এলিরে আবার,
আরে চেতনা আমার।
আমারে কাঁদালে হেরে,কি সুখ হবে তোমা
ছিলিনে তুই সুখে ছিলাম,
কৃষ্ণ সঙ্গ পেয়ে ছিলাম,
তুই এলি আর হারাইলাম,
নিভে গেল সে আকার।
চেতনারে কি করিলি,
দুঃখের উপর দুঃখ দিলি,
পেয়ে নিধি হারাইলি,
আর কি দেখা পাব তাঁর? ৪৭৯

সিন্ধু—আড়া

আমরই কপালে বিধি,এত লেখাও লিখেছিল
গণি যদি নিরবধি, ফুরাবেনা যা ফলিল॥
যার ভাগ্য মন্দ হেন, দীর্ঘ আয়ু তার কেন,
বিধির কি ক'রেছি যেন,
তাতেই শত্রুতা সাধিল।
নিত্য নূতন দিনের মতন.
এখন দুঃখ নিত্য নূতন,
সুখ যে পেয়েছি কখন,
সে এখন স্বপন হইল॥ ৪৮০

সহসা উঠিয়া বলিতে বলিতে চলিলেন, সখীগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

কি ফল জীবনে বিনা কৃষ্ণধন।
কেন বিচ্ছেদ যাতনা, সহিব বলনা?

এ যাতনা নহে সাধারণ ॥
যাঁরে স্বপনে দেখিব, অন্তরে ভাবিব,
পাবনাকো দরশন।
ডাকলে কথাও কবেনা কাছে আসিবেনা,
এও কি সহে কখন?
কেবল কৃষ্ণই কাছে নাই, গোকুলে কি নাই,
যা ছিল আছে তেমন।
তবু সব অন্ধকার, লাগিছে আমার,
হুহু করিতেছে মন ॥
যাঁর জন্য নারী হ'য়ে লোক-লজ্জাভয়ে,
দিয়াছি গো বিসর্জ্জন।
এখন তাঁরে হারা হ'য়ে, শূন্য-হৃদয় ল'য়ে,
বাঁচা কেবল বিড়ম্বন ॥ ৪৮১

কালিন্দী-তীরে দাড়াইয়া বলিলেন।

ললিত ভৈরব—জৎ

যমুনে! জানিনে কি তোমার কেমন মন?
কৃষ্ণ প্রিয়জন;
বাজা'লে বাঁশী ত্রিভঙ্গ, নাচিতে ধরি তরঙ্গ,
দূরে গেলে ফিরে আসতে বহিয়া উজন ॥
খেলিতাম তোমার জলে,
ঠেলে দিতে কৃষ্ণের কোলে, ঢেউ তুলে তখন
সে সব মনে হ'লে করেনা কি মন কেমন?
পুলিনের কৃষ্ণলীলা,
তোমার জলে চিত্র তোলা, আছে অগণন;
ব্রজলীলার শেষ চিত্র, করনা গ্রহণ ॥
আমার চিত্ত টেনে ল'য়ে,
শ্যাম গেছেন অদৃশ্য হ'য়ে, নাই অবলম্বন;
লীলা সাঙ্গ হলো অঙ্গে, দিই বিসর্জ্জন।
যাচ্ছতো মথুরা দিকে,
ল'য়ে যাওনা ভাসাইয়ে, তখনকার মতন;
না পাই কালায় কালোজলেও জুড়া'বে জীবন॥ ৪৮২

যমুনায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন সঙ্গিনী-গণ নিবারণ করিল এবং ফিরাইয়া গৃহাভি মুখে আনিল। আসিতে আসিতে বলিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনীয় মালব—একতালা

শ্যাম গেলেন মথুরায়, আসিবেন আশায়,
ধৈরজ ধরিয়া রই।
সে আশা রইলনা, শ্যাম তো এলোনা,
কেন শ্যামএলোনা সই?(তোরা জানিস কিগো)
যে দুখ শ্যাম না আসায়, ততোধিক হায়,
কেন এলেননা চিন্তায়।
এর হেতু বুঝ নাই, ছেড়েছে কানাই,
অযোগ্যা জেনে আমায় ॥ (তাঁর প্রেমের)
হয়তো তাঁরই সোহাগে, মাত্তি তাঁরই আগে
গরব করেছি ঢের।
সেই গরব খর্ব্ব, করিয়ে মাধব,
ফিরিয়ে আসিবে ফের ॥ (এমন হতেও পারে
কিম্বা পেয়ে একই স্বাদ, মিটেনাকো সাধ,
তাই শ্যাম সাধ করি।
এখন আছেন মধুপুরে, বাবুধাতো দূরে,
বৃন্দাবন পরিহরি ॥ (যেতে দেখি নাই)
এসব আশার সান্ত্বনা, আঁধারে জ্যোৎস্না,
নিরাশা নিজস্বতায়।
বলে বনফুলে আর, কায কি রাজার,
শ্যামরাজা মথুরায় ॥ (শুনেছ কি সই?
হায় মরি বুক ফেটে, ফেলিল লাটে,
ছুঁয়ে গিয়ে কাচপোকা।
লোকে কবে জাতিগেল, পেট না ভরিল

শত্রুমাঝে আমি একা ॥ (মরমে মরিয়ে)
এখন কৃষ্ণের বিহনে, বাঁচিব কেমনে,
মরিলে বৈরী কবে।
"কেবল সরমে মরিল, করম ফলিল,"
কি করি বলগো সবে ॥ (এ চরম সময়ে)

৪৮৩

গৃহে নির্জনে সঙ্গিনীগণ রাধিকাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু যাঁহারা সান্ত্বনা কারিণী তাঁহারাও কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলা তাঁহাদেরও অশ্রু সম্বরণ হয় না। রাধিকা তাঁহাদিগকে বলিলেন।

সিন্ধু—মধ্যমান

যে অসুখ সহ্য হবার, সহ্য হয়
মন ধৈর্য্যও ধরে।
এ যে দুখ সহ্য হয় না, ধৈর্য্য ধরি
কেমন ক'রে?
এ অসুখের নিবৃত্তি নাই,
কি আশ্বাসে মনে বুঝাই,
নিরালম্ব আকুল সদাই,
ভাসতেছি অকূল সাগরে।
এ সময় মরণই শরণ,
কিম্বা এ জনমের মতন,
পাগল হই বা হারাই চেতন,
স্মরণশক্তি থা'ক অন্তরে ॥

৪৮৪

কৃষ্ণবিষয়ক নানা কথা কহিয়া সখীগণ রাধিকার চিত্ত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে তিনি বলেন।

সুরটমল্লার—আড়া

এ যে দারুণ বেদনা কিছুতেই যাবেনা,
আর কিছুতেই যাবেনা।
যেমন প্রস্তরের অন্তরের রেখা
কিছুতেই ঘোচেনা ॥
প্রাণান্ত হলেও এর নিবৃত্তি হবেনা;
লোক স্মরিলে এ কথা মনে পাইবে বেদনা।
জাগ্রতে করিছে দাহন,
ঘুমা'লে দেখাবে স্বপন,
যেখানেই যাও মনের ব্যথা,
মনছাড়া হবেনা ॥

৪৮৫

যে গোপী কখন কথঞ্চিত ধৈর্য্যাবলম্বন করেন, তিনি তখন রাধিকাকে প্রবোধ বাক্য বলিলে রাধিকা বলেন।

সিন্ধুখাম্বাজ—মধ্যমান

আর কি প্রবোধ মানে মন,
তারকি দশা এখন।
মর্ম্মভেদি পলা'য়েছে জীবনের অধিক
প্রিয়জন ॥
অবলম্ব ছিঁড়ে গেছে,
বল বুদ্ধি জ্ঞান ছেড়েছে,
প্রাণান্ত হয় হয় হ'য়েছে,
মনে কি আর আছে মন।
এমন বিপদ ঘ'টেছে যার,
প্রবোধে তার কি উপকার,
আকাশে কি চলে সাঁতার,
বৃথা সে সব আকিঞ্চন ॥ ৪৮৬

কল্পনা-উক্ত বিচ্ছেদের প্রভাব।

সুরট মল্লার—আড়া

আগুন এত কি জ্বলে?
দারুণ বিচ্ছেদ-আগুন যেমন জ্বলে।
প্রেমির সরলহৃদে প্রবেশ পেলে।
জলে আগুন নাহি গেলে,
নিভে দাহ্য ভস্ম হ'লে,

নিভেযায় যতনে, আর নিভেযায় জলে ॥
এ আগুন নিভতে জানেনা,
জালা'য়ে ভস্মও করেনা,
গুমুরে প্রবল হয়, ধৈর্য্য-সলিলে!।
প্রকাশ্যে আগুন হ'লে,
নিভাবার কৌশল চলে,
নিভাবার লোক দূরে আগুন নির্জ্জনে জলে;
দিবা নিশি অবিরত, মাস বর্ষ যুগ গত,
একি আগুন ক্রমাগত, সমান জলে!! ৪৮৭

বিচ্ছেদের নিষ্ঠুরতা।

খাম্বাজ—মধ্যমান

ভাল বাসার বাদী সে বিরহ,
নিষ্ঠুর নাই তার মতন।
সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে কেড়ে লয়
প্রাণের প্রিয়জন ॥
পূর্ণ হৃদয় শূন্য ক'রে,
নয়ন থাকতে দৃশ্য হরে,
অবলম্বন ছিন্ন করে,
চেতনায় করে অচেতন।
মনের সর্ব্বস্ব লুটে খায়,
প্রাণের খানিক খাব'লিয়া লয়,
আকাশ হ'তে ছুড়ে ফেলায়,
সমান করে জীবন মরণ ॥ ৪৮৮

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সমদুঃখিনী কোন বিদেশিনী রমণী বিরহখিন্না রাধিকাকে দেখিয়া রুক্মিণীকে কহিলেন।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান

এই কি রাধিকা সখি! পড়িয়ে ধূলায়?
ঠিক যেন লাবণ্যময়ী, ছায়া ধরণী লুটায়।
কেন বা এলাম দেখিতে,
ফেটে যায় বুক দুখ ভাবিতে,
যেন পারিনা সহিতে,
শশী খসিলে ধরায় ॥
যূথ-ভ্রষ্টা কুরঙ্গিনী,
জলছাড়া মীন হয় এমনি,
তোলা ফুল রাই একাকিনী,
কদিন বা বাঁচান যায় ॥ ৪৮৯

রাধিকার রূপ-প্রশংসা।

খাম্বাজ—খেমটা

মরি কি রূপ রাধিকার, যত দেখি আশা
মেটেনা।
হ'য়ে নারী দেখে নারী,
ছেড়ে যে যাই মন সরেনা ॥
মলিন বেশ, স্খলিত কেশ,
হাসিও নাই, কাঁদে সদাই,
বিরহিণী, উদাসিনী,
কেড়ে লয় মন তবু ছাড়েনা। ৪৯০

রাধিকাকে সান্ত্বনা।

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী

ভেবনা ভেবনা কেঁদোনা, দুরাশা এ নয়,
ও রাধে দুরাশা এ নয়।
প্রণয় সহায় কেন, মিলনে সংশয়?
করোনা মিলনে সংশয় ॥
দুরাশা ফিরান প্রাণে,
শুনেছি তাও সবাই জানে,
বাঁচায়েছে সত্যবানে, সাবিত্রীর প্রণয়,
এও প্রেমময়ীর প্রণয়।
কত সুখ বিচ্ছেদ পরে,

জানিনা জানাবার তরে,
বিধি এই কৌশল করে, নহে সে নির্দ্দয়,
দেখিবে নহে সে নির্দ্দয় ॥ ৪৯১

খাম্বাজ—মধ্যমান
বিরহ নয় দুঃখের তরে,
প্রেমের সময় সব সুখময়।
মরণেও সুখ আগে ম'লে,
সহমরণ প্রেমীই তো চায় ॥
পূর্ব্বরাগে প্রেমের উদয়,
সুখের আরম্ভ সেই সময়,
অনুরাগ সুখেরই নিলয়,
মিলনে সুখভোগ হয়।
বিচ্ছেদান্তে হ'লে মিলন,
সে সুখের যে নাহি তুলন,
ক্ষুধায় পেলে ভোজন যেমন,
অক্ষুধায় সুধা তেমন নয় ॥ ৪৯২

রাধিকা বলিলেন।

খাম্বাজ—মধ্যমান
কৃষ্ণধন যে আবার ফিরে পাব,
সে আশা বৃথা কেবল।
পিতা মাতা সখার অনুরোধ যখন
বিফল হলো ॥
কপাল যদি ভাল হতো,
হ'তামনা হতাশা এত,
মনে সাহস বাঁধিত, ধৈর্য্য দিত প্রাণে বল।
বড় হিতৈষিণী আশা,
এখনও দিচ্ছে ভরসা,
কিন্তু নিদারুণ নিরাশা,
তারই বল এখন প্রবল ॥ ৪৯৩

বিদেশিনী বলিলেন।

খাম্বাজ—মধ্যমান
এ বিচ্ছেদের কিবা প্রয়োজন,
কি কারণ, নহে সাধারণ!
তুমি যে তাঁরো প্রেয়সী,
তোমার প্রিয় তিনি যেমন ॥
পুরা'তে তোমার আকিঞ্চন,
হ'লেন কৃষ্ণ রাধারমণ,
তৃষাতুরে জল যেমন,
অনুকূল মনের মতন।
জল যখন তৃষিতে চায়,
তার পাওয়ার ভিন্ন উপায়,
অজল জলে মিশে যায়,
তাহারে করা চাই তেমন ॥
যা পেয়েছে ভুলিবেনা,
ভাবি ভুলিয়ে আপনা,
অবলম্ব আর পাবেনা,
আমারই হইবে তখন।
এই উদ্দেশেতে কৃষ্ণ,
সহিছেন বিচ্ছেদের কষ্ট,
সাধনায় লব্ধ অভীষ্ট,
হইবে রাধে অফুরন ॥ ৪৯৪

বিদেশিনীর এই কথায় রাধিকার মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইল, তখন বলিলেন।

খাম্বাজ—মধ্যমান
দিয়ে হরি, হরি আপন, বুঝলাম কেন
পলাইল।
সদেহে অনিত্যধামে, নিত্য লাভ ক্ষণিক
কেবল ॥
ভক্তের বাঞ্ছা পুরাইতে, অবতরি অবনীতে,

যশোদানন্দন, রাখালরাজা, রাধারমণ হলো।
লীলার বিলাস তাঁর, দেখে'বার অধিকার,
একা কারে পরিমল, বিলা'তে ফোটে কমল ॥
বাসনার বাধ্য হ'লে, লোভ বাড়ে কর্ম্মফলে,
ফলভোগ সুখে মাতি, অহঙ্কার হয় প্রবল।
আমারে শিখাবার তরে,ব্রজলীলা সাঙ্গ ক'রে;
সঙ্কেতে সন্ন্যাস কর, ব'লে গেছেন ক'রে ছল॥

৪৯৫

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত নিবিষ্ট ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া কহিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—একতালা

মাধব হে!
আমায় কেন এমন ক'রে, ফেলে গেলে যেন,
দেহ ছেড়ে যায় প্রাণ?
জানি ভোগের লালসে, প্রাণ ক'রে থাকে,
কলেবরে মান ॥
তুমি তাই কি করিলে, একবার ভাবিলেনা,
রাধার প্রাণ নাহি আন?
তুমি জান কি সে কেমন, মরিতে হতো কি,
হইলে দরদী প্রাণ?
তবু বেঁচে যে র'য়েছি, যদি ফিরে এসো,
রেখেছি দাঁড়াবার স্থান।
আশাও কি যে বুঝেছে, মরিতে দেয়না;
এবে প্রাণ তোমার ধ্যান ॥
কৃষ্ণ তুমি অন্তর্যামী, সকলিতো জান,
কি কব করি ব্যাখান।
আমি জাতিতে আহির, অবলা সরলা,
তাহাতে নাহিক জ্ঞান ॥
আমি ভজনা সাধনা, ভক্তি আরাধনা,
জানিনা কোন সন্ধান।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য, কি বা কিসে হয়,
জানিনা তার বিধান ॥
তোমার চরণে সঁপেছি, জাতি কুল মান,
দেহ মন আর প্রাণ;
এখন আমার কি আর, তুমিই আমার,
পরাণবঁধু পরাণ ॥
তুমিই পতি প্রিয়জন, সদ্গতি দুর্গতি,
সুখ দুঃখ শীল মান।
আমার সরম সম্ভ্রম, ধরম করম,
ও চরণে সমাধান ॥
তোমায় আত্ম সমর্পিয়ে, শরণ লইয়ে,
কলঙ্কিনী অভিধান।
এতে সতী অসতীর, ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে,
তুমি জান ভগবান ॥
আমার মরমের কথা, কর্ম্মফলদাতা,
তুমি কর পরিমাণ।
যদি অপরাধ পাও, ক্ষমা করি কর,
এ দুঃখের অবসান ॥ ৪৯৬

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সখীদের যুক্তি।

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—একতালা

গোবিন্দতো এলোনা; রাধা আর বাঁচেনা,
তেমন রাধা আধা নাহি আর।
শোকে দুঃখে দিন দিন, হইতেছে তনু ক্ষীণ
অবশেষ অস্থি-চর্ম্ম-সার ॥
ম'লেও নিষ্কৃতি পায়, বাঁধা দেয় আশা তায়
সেই ব্রজে আসিবে আবার।
রাধাও সদাই কয়, "আমিতো আমার নয়,
সে আমার আমি যে তাহার ॥
স্বধনে বঞ্চিত হই, ত্যাগ করি তাহাও সই,

লুটী'তে পারিনা ধন তাঁর।"
মৃত্যুও মারিতে নারে, শমন-দমনে ড'রে,
মরা বাঁচা আর হাত কার॥"
এ বড় বিষম কথা, বলা চাই শ্যামে এ কথা,
কি দশা ঘ'টালে রাধিকার।
যেই প্রেম নিরবধি, বিরহ না যায় যদি,
করিবেনা তার প্রতীকার॥ ৪৯৭

ইহা শুনিয়া বৃন্দাবতী নামনী গোপী কহিলেন।

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—একতালা
এই চলিলাম সেই মধুধামে।
আজি যা বল'তে হয় ব'লবো শ্যামে॥
মর মর এ রাই, বুঝি শোনে নাই,
একবার শুনলে পরে, সে কানাই,
সে কি থাকতে পারে?
ছুটে আসবে থাকুক শতেক কামে। ৪৯৮

চিত্রলেখা নামনী গোপী কহিলেন।

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—দোঠুকি
সখিরে! শ্যাম স্মার কি না জানে।
সে অন্তর্যামী রয় সর্ব্বস্থানে॥
সে যে সব দেখিছে, সব শুনিছে,
কি জানি নিদয় কি কারণে।
কৃষ্ণ গুণের ভবন, কিন্তু ইচ্ছায় কৃপণ,
তাই মায়া স্মরে ক্ষণে ক্ষণে॥ ৪৯৯

বৃন্দাবতীর শেষ যুক্তি।

কীর্ত্তনীয় সুহয়ী—একতালা
তবে সব জেনে শুনে, কেন বৃন্দাবনে,
আসেনাকো বনমালী।
আমার হেন মনে হয়, কুটিল নিশ্চয়,
করিয়াছে চতুরালি॥
আজি গিয়া মথুরায়, পায়ে ধরি তায়,
সাধিব বিনয়াচারে।
যদি তাতে হেলা করে, পাইতে তাহাবে,
বিচার করাব তারে॥
মোরে হারায় বিচারে, হারাব তাহারে,
কুন্দল করিয়া শেষে।
এখন সরম কি তায়, মরম ব্যথায়,
মরিয়া কি ভয় বাসে॥
আর শুন কি করিব, টানিয়া আনিব,
তাতেও আনিতে নারি।
তবে তাহারই সদনে, ত্যজিব জীবনে,
আর কি করিতে পারি॥

মাথুব-সখীসংবাদ—চীতেন
তিওট ও ধামার
শোকে দুঃখের ভরে, সকাতরে,
বৃন্দা আসি মথুরায়!
দেখে চারিভীতে, প্রলোভনে ভুলাইতে,
কত কি র'য়েছে তথায়॥
ভাবে সুধুই মধুপুরী নাম,
এ হবার নয় প্রেমের ধাম,
হেথায় শ্যাম আছেন কি আর তেমন?
থাকলে তেমন মন,
কোন দিন ফিরে যেতেন বৃন্দাবন;
তবে এখন তাঁয় ফিরান দায়,
মনের বন্ধন অবস্থায়,
দেখ্‌লেই চেনা যাবে, অনুভাবে,
মনের ভাব প্রকাশে কায়?
ক'রতে এই চিন্তে, পায় একান্তে কৃষ্ণ দরশন।

ক'রে প্রণতি বৃন্দাদূতী, বলে বিনয় বচন ॥

ধুয়া

বল বল যদুপতি! কেন নির্দয় গোপীর প্রতি,
দিলে বিসর্জ্জন ?
যারা আজন্ম অনুগত,
তোমার একান্ত পদানত,
দুখে দুখিত, সুখে সুখিত,
তুমি রাজ্যেশ্বর আ'জ,রাণী হ'তে কেউ চায়না,
দাসী হ'লেও সাজতো কেমন ॥

খাদ

সুযোগে রাজ্যভোগে, তোমারি ক'রলে এমন
চুড়া ধড়া বাঁশী ত্যজেছ,
রাজবেশে বেস সেজেছ,
হ'য়েছ দেখতেছি সন্তুষ্ট,
কিন্তু কৃষ্ণ হে! এখন নও তুমি সে কৃষ্ণ ;
প্রেমের স্বরূপ সুরূপ নাইকো আর,
করিয়াছে অধিকার,
কঠিন পুরুষকারের নীরস ব্যাভার,
এইতো শত্রু গোপিকার ॥
বড় সন্দেহ হয়েছে দেখে,
আবার হবে কি কখন।
করছ মানুষের কায, যার সদাই পরিবর্ত্তন ॥

কলি—একতালা

তোমার ব্যাভারে বড় ভয় হয়েছে!
এই কি ছিলে,কি হ'লে,কি হবে,ইচ্ছাময়হে॥
কৃষ্ণ কেবল দোষ লোকের নয়,
যখন তোমার মন বশমানাহি রয় হে॥
আমার হতেছে সন্দেহ, ধরি মানবদেহ,
আপনা ভোল পাছে এই ভয় হে।

শেষ চীতেন

তুমি অজ্ঞাত লক্ষ্মীকান্ত আমি কি ব'লবো
তোমায়।
তবু ব'লতে এলাম,
হলেও তুমি সবগুণধাম,
শক্তি বিনা সকলি বৃথায় ॥
থাক যখন যখন শক্তিহীন,
কি হ'য়ে যাও রয়না চিন,
জ্ঞানে ক্ষীণ খুঁজে খুঁজে পায়না ;
যেন হয়না, শ্যাম,
আবার তেমনি ধারা হয়না ;
তোমায় হারান আর সবে না,
নাদেখে প্রাণ বাঁচবেনা,
আর কদিন বাঁচা যদিন বাঁচি,
দেখায় বঞ্চিত ক'রোনা ॥
কথায় কথায় ব'লতে ভুলেছি,
রাধার আসন্ন মরণ।
তাঁরে বাঁচান উচিত কিনা ভেবে দেখ এখন ॥

৫০১

যোড়া—চীতেন।

কৃষ্ণের কৃপার তরে, বিনয় ক'রে,
বৃন্দা বলে দয়াময়!
নন্দ যশোদা, তোমার শোকে আকুল সদা,
তাদের প্রতি হওহে সদয় ॥
তারা যে পুণ্যে পেয়েছিল, সে পুণ্য নয়
ফুরালো,
তোমার সেবায় সঞ্চিত যে পুণ্য,
সেই পুণ্যে, হায়, এই ফল হলো কি দৈন্য,
ব'লতে কি তুমি কৃপণ,কঠিন আর নাহি এমন
দিবে কোন্ কালে কি, তার জন্য কি,
আশা দিতে নাই এখন ?
সুখী করেছ সহচরে, কদিন দুদিন বই নয়
তাতে এই দশা তাদের, তারা কেঁদে সারা হয়।

ধুয়া

ফেটে মরি মনের দুঃখে,সেই তুমি ব্রজেরপক্ষে
এখন হ'লে নির্দ্দয়।
কর'লে গোলোকধাম বৃন্দাবন,
হ'লো সকল সুখের ভবন, এখন সে কানন,
শোকে শ্মশান যেমন ;
শোক ঘুচা'য়ে শ্যাম, কর তপোবন,
তপ করি পেতে ঐ পদদ্বয় ॥

খাদ

তপস্যার প্রয়োজন, এখন বুঝেছি নিশ্চয়।
কৃষ্ণ তুমি অগতির গতি,
ভেবেছি উপপতি, দুর্গতি,
তাইতে সইতে হলো ;
কিন্তু বল বল, ব্রজের আর কার কি দোষ বল;
বুঝলাম তুমিই চাহনা কাহায়,
সকলেই চাহে তোমায়,
তোমার মায়া নাই তাই, কারো মায়ায়
প্রাণ কেমনের নাহি ভয় ॥
তোমার এমন রীত, পিরীত করা
ওহে উচিত নয়।
এখন বিচ্ছেদে উচ্ছেদ করে ব্রজ,
তার কি উপায় ?

কলি

তোমার কি মনন তাকি কবেনা হে ?
ব'লতে দোষকি, তাতে কি, আমরা কি
সান্ত্বনা পাবনা হে ?
একে ভালের লিখন জানা নাই,
ভেবে আকুলি ব্যাকুলি করি সর্ব্বদাই হে,
তাতে এ বিচ্ছেদ-যাতনা, যাবেকি যাবেনা,
এ ভাবনা আর সহেনা হে।

শেষ চীতেন

আর যা শুনলাম সেকি সত্য নাকি,
মরি যে সে ভাবনায়।
এই যে বিচ্ছেদ ঘটন,
তাহ'লে এ জন্মের মতন,
দুরাশা মিলনের আশায় ॥
একদিন গোলোকধামে কি কথায়,
শ্রীদাম আর শ্রীরাধিকায়,
বিরোধ হয়, ব'লতে প্রাণ কাঁদে,
সেই বিরোধে, হায়, শ্রীদাম শেঁপেছে
সক্রোধে ;
শতবৎসর স্বতন্তরে,
থাকতে হবে এই প্রকারে,
সেই অভিশাপ, দিতেছে এতাপ,
ব্রজ ছাড়া'য়ে তোমায় !!
এই শাপান্ত হবার কি শ্যাম,নাই কোন উপায়।
পোড়া কর্ম্মের কি কর্ম্ম, কর্ম্মভোগ কি ছাড়েনা
কায় ? ৫০২

শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধবাক্যে বৃন্দাবতীকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিয়া উদ্ধবকে ডাকিয়া কহিলেন।

খাম্বাজ—একতালা

দেখগে উদ্ধব! ব্রজের বিভব,
যে বিভব নাহি আর কোথায়।
সুখদুঃখময় সকল জগৎ, শুধুই প্রেমময়,
দেখিবে তায় ॥
আকাশে, বাতাসে, যমুনার জলে,
আরামে, বিপিনে, বৃক্ষ দলে দলে,
কুটিরে, হর্ম্ম্য-হিন্দোলে-ত্রিতলে,
পথে পথে প্রেম খেলি বেড়ায়।

ব্রজবাসিগণ মন বদলিয়া,
প্রেম রাখিয়াছে হৃদয়ে ধরিয়া,
সংসারী তাহারা প্রেম পাইয়া,
সুখ দুঃখ আদি কিছু না চায়॥
আমারেই তারা ভালবাসিয়াছে,
আমার লাগিয়া সব ত্যজিয়াছে,
নিশ্চয় আমারে তারা পাইয়াছে,
তাতিই আমিত্ব নাহি আশায়।
তারা ইহ-পর-কাল ভুলে গেছে,
পাপ পুণ্যে ভয় লোভ ত্যজিয়াছে,
আমি প্রাণ তারা দেহ ধরি আছে,
বাঁচিয়া র'য়েছে মোর আশায়॥
আসিব বলিয়া এসেছি হেথায়,
বড় মনস্তাপ দিতেছি সবায়,
দগ্ধ হয়নাই বিরহ-জ্বালায়,
অস্থিহারা তাই ত্রাণ পায়।
মোর তত্ত্ব দিয়া সবারে তুষিবে,
প্রবোধ-বচনে মোহ বিনাশিবে,
বিশেষরূপেতে সান্ত্বনা করিবে,
শোকাতুরা মোর পিতামাতায়॥

৫০৩

যে আজ্ঞা বলিয়া উদ্ধব বন্দাবনে গমন করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

উদ্ধবসংবাদ।

সন্ধ্যার সময়ে উদ্ধব ব্রজধামে উপস্থিত হইলে নন্দ ও যশোদা তাঁহারি আতিথ্য করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন।

ভৈরবী—তিওট

হে উদ্ধব! বল, বল, রাম কৃষ্ণের সুমঙ্গল
তারা তো আছে ভাল সেখানে?
তারা কি মনে করে, ব্রজ ব্রজবাসীরে,
একবার কি আসিবেনা এখানে?
হাসিমাখা অধরে, নাদেখে প্রাণ কি করে,
আবার দেখিতে পাব কেমনে?
তাদের সে লীলাসকল, স্মরি মন হয় বিকল,
কি খেলাই খেলে মিলি দুজনে!!
আছে তার চিহ্ন যত, এই ব্রজের ইতস্ততঃ,
তাপিত প্রাণ জুড়া'তে এক্ষণে।
শুনেছি গর্গের বচন,
দেব শ্রেষ্ঠ সেই দুইজন,
এসেছেন লীলার ছলে ভুবনে?
আমরা সৌভাগ্য-বলে,
পাই করিতে কোলে,
আর কি কোলে পাবনা সে ধনে?

৫০৪

কীর্ত্তনীয় ভৈরবী—একতালা

কৃষ্ণ গুণগান, করিতে করিতে,
গদ গদ হলো ভাষ।
প্রেমেতে শরীর, অবশ হইল
শিথিল হইল বাস॥
স্তব্ধ হইয়া, বসে ব্রজরাজ,
প্রেমাশ্রু নয়নে বহে।
পুত্রের চরিত্র স্মরি যশোমতী
আকুল হইল মোহে॥
স্নেহনিবন্ধন, পয়োধর হ'তে,
দুধ ঝরে ঝর ঝরি।
নয়ন হইতে, বাদল বহিয়া,
অনর্গল পড়ে বারি॥

নন্দ যশোদার, প্রেম দরশনে,
উদ্ধব ভাবেতে ভোর।
মনে মনে বলে, কৃষ্ণে বাঁধিবারে,
চাহি এই প্রেম-ডোর॥ ৫০৫

উদ্ধব কহিলেন।

খাম্বাজ—কাওয়ালী

তোমরা কেঁদনাগো শুন শুন কৃষ্ণের সমাচার
পেলে তত্ত্ব তাঁর, সকল দুঃখের শান্তি হয়,
অশান্তি থাকেনা আর॥
প্রাণান্ত সময়, যাঁর পদদ্বয়,
স্মরণ যদি হয়, হয় পাপক্ষয়,
সে তাঁহারে পায়;
তোমাদের মন তদ্গত ভাবনা কি
তাঁরে পাবার?
সেই নরাকার, বিষ্ণু-অবতার,
পুত্র নহে কার, প্রভু সবাকার,
সর্ব্বসারাৎসার;
জানিতে পারনাই, এখন জান,
ভাগ্য আপনার॥

বিভাস—আড়া

কৃষ্ণ পরমপুরুষ-হরির, পূর্ণ অবতার।
চিননাই তাই ভাব, পুত্র সে তোমার।
তাঁর জন্ম কর্ম্ম নাই, দেহ নাই কেহ নাই
যে দেহ দেখিতে পাই, সগুণ লীলার।
কর্ত্তার ক্ষমতা বিনে, কি করে উপকরণে
তাই দেখি গুণগণে, আবির্ভাব তাঁর॥
কেবল অবলম্বে তাঁর,
হয় সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার,
কার্য্যবশে এ প্রকার, প্রকাশে আকার।
এ আকারে তব পুত্র, নতুবা সে পুত্র মিত্র
পিতা মাতা আত্মা গোত্র, ঈশ্বর সবার॥ ৫০৭

সিন্ধু—জৎ

ওহে! কৃষ্ণ বই জগতে কিছু নাহি আর।
দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রাব্য, ঘ্রেয় স্বাদ্যে, সুখ
স্বরূপ তাঁর॥
পঞ্চতন্মাত্রে অতিসূক্ষ্মভাব,
পঞ্চভূতে তন্মাত্রের স্থূলভাব,
অণু হ'তে জগৎ বিরাট, স্থূলগুণের এই
প্রকার।
অগ্নি সূর্য্য চন্দ্রে দৃশ্য-জ্যোতিঃ,
রৌদ্র গ্রীষ্ম শীতে স্পৃশ্য-শক্তি,
সুখাদি অনুভবে তাঁর, সূক্ষ্মরূপ
গুণ-ব্যাপার॥
যেমন দেহী দেহ দেহ-ধর্ম্ম,
তেমনি প্রকৃতি গুণ পরমব্রহ্ম,
গুণময়-পদার্থ, ক্ষেত্র-প্রকৃতি,
ব্রহ্ম-কর্ত্তার।
তিনি উতপ্লুত ঘটাদিতে,
তিনি সাধকের ইষ্টমূর্ত্তিতে,
রঘুজের হৃদয়ে তিনি, তিনিই,
হৃদয়ে তোমার॥ ৫০৮

আপনারা যে ভগবানকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছেন, এই ব্যাকুলতার কারণ কেবল পুত্রস্নেহ নয়।

সিন্ধু—জৎ

তাঁরে দেখবার তরে ব্যাকুলতা হয়না কার?
যিনি আত্মার আত্মা, মন প্রাণের বুদ্ধি জ্ঞানের
মূলাধার॥

যাঁর সগুণ-শক্তি-সমুদ্ভূত,
ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত,
পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব,
বিশ্বের মহিমাই অপার।
দৃশ্য বস্তু অসেচনক,
বিষয়ভোগে কতই পুলক,
মধুর স্বাদে কি তৃপ্তি দেয়,
এ সব যাঁর গুণ-বিকার॥
যাঁর গুণ কি গুণীপনাই করে,
হর্ষ সুখ প্রীতির ভিতরে,
সংসারের অভিনয়কারী,
যেন গুপ্ত সূত্রধার।
যাঁর বিচ্ছেদেতে আত্মা যেন,
রয় আত্মবিস্মৃতহেন,
যাঁর তত্ত্ব পেলেই মন,
মত্ত হয় প্রেমেতে তাঁর॥
অনিত্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,
বিষয় পেয়েই হই অধৈর্য্য,
অত্যাশ্চর্য্য অতীন্দ্রিয়,
নিত্যনিধি কি প্রকার?
রঘুজ তাঁর দেখতে পেলে,
হৃদে রাখে সকল ফেলে,
গায় মাখে কি খায় শোঁকে,
কি করে তা বুঝা ভার॥ ৫০৯

এই প্রকার কথা বার্ত্তায় রাত্রি প্রভাত হইলে উদ্ধব স্নান করিতে গমন করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ব্রজের দ্বারে রথ দেখিয়া গোপীগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন।

কালাংড়া—আড়খেমটা

আবার কি গোকুলে ক্রূর অক্রূর এসেছে?
আর কি করিবে এসে, প্রাণতো ল'য়েছে॥
অবশিষ্ট আছে দেহ, এবারে সে নিঃসন্দেহ,
মাংসে কংসের পিণ্ড দিবে, বাসনা ক'রেছে
কিম্বা হয়তো এই ভেবেছে,
কৃষ্ণশোকে সব ম'রেছে,
সংকার করিবে ব'লে, উপস্থিত হ'য়েছে॥

--- ৫১০

এই বলিতে বলিতে উদ্ধবকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কহিলেন।

পরজ—জৎ

বুঝেছি তুমি তোমাদের যদুপতির প্রিয়জন?
তোমায় পাঠায়েছেন তিনি, পিতামাতার নিকেতন?
নতুবা এ ব্রজেতে আর,
স্মরণীয় কে আছে তাঁর,
কিন্তু মুনিরাও বক্তৃতার,
সুসম্বন্ধ ভোলেননা কখন।
মিত্রতা যে স্বার্থ-সাধন,
জানতামনা জানিলাম এখন,
অবলার মিত্র পুরুষগণ,
ফুলের বঁধু ভ্রমর যেমন॥ ৫১১

খাম্বাজ—মধ্যমান

এ জগৎ যে কেন স্বার্থপর, কারণ তার
বুঝিলাম এখন।
যাঁর জগৎ তিনিই স্বার্থপর, বাপের বেটা
বাপের মতন॥
এত দুঃখেও হাসি ধরে,
কৃষ্ণের ব্যাভার স্মরণ ক'রে,

ভোগ ফুরা'লে দেহান্তরে,
পলায় নিষ্ঠুর আত্মা যেমন।
হতভাগ্য দেখে যারে,
লক্ষ্মী যায় ছাড়িয়া তারে,
ফলহীন হইলে পরে,
বৃক্ষ ত্যজি যায় পক্ষীগণ॥
নারী অনুরাগবতী,
তারেও ত্যজে উপপতি,
খাওয়া হ'লেই যায় অতিথি,
করি কৃষ্ণের অনুকরণ।
কৃষ্ণ যে বড় দয়াময়,
অন্যের প্রতি গোপিকায় নয়,
ধর্ম্মই জানেন মর্ম্মবিষয়,
কৃষ্ণই জানেন ধর্ম্ম কেমন॥ ৫১২

সেই সময়ে একটী ভ্রমর উড়িয়া গোপীদের নিকটে আসিল তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কোন গোপী * বলিলেন।

বাউলের সুর—খেমটা

মধুকর! তুমি কি সেই মধুপতির,
দূত হ'য়ে এসেছ হেথায়?
কিন্তু ছুঁইওনা তুমি ছোঁয়াচপড়া,
মাধবীসতিনীর ছোঁয়ায়॥
আমাদের ভুলাইয়ে যাবে ল'য়ে,
ভেবেছ কি যাব সেথায়?
আছেন শ্যাম যাদের ল'য়ে, (ওরে ভ্রমর)
তাদের হ'য়ে থাকুন করুন, যা মনে যায়॥
মধুখোর রাজা যেমন, দূতও তেমন,
সমজোট ধূর্ত্তপনায়।
এসেছ যে কারণে, (ভৃঙ্গ তুমি)
যদি শোনে হাসবে যাদব, লাজ পাবে তায়॥

৫১৩

* ইনি রাধিকা।

ভ্রমর গুনগুনস্বরে গান করিতে লাগিল তা
শুনিয়া বলিলেন।

বাউলের সুর—খেমটা

কি তুমি শ্যাম-গুণ গাও, এ গান শুনাও,
তারে যার অনুরাগ নূতন।
আমরা তাঁয় ভোগ ক'রেছি, স্বাদ বুঝেছি,
লোভের জিনিষ নয় পুরাতন॥
কৃষ্ণ-রূপগুণের গুণে, ত্রিভুবনে,
ভোলেনা কোন্ নারী এমন?
ভোলা'তে হয়না কারে, (ও মাধবদূত)
যতন করে সকলেই পাইতে রতন॥
লক্ষ্মী যে আছে প'ড়ে, চরণ ধ'রে,
জেনেও মাধব ধূর্ত্ত এমন।
কেন যে তা বুঝিয়াছি, (তুমিও তো)
বুঝিয়াছ, পদ্মমধুর লালস কেমন?
কিন্তু লোভ করা মিছে, রমার কাছে,
আমাদের কি জোর এমন?
আমরা তাই জেনেশুনে, (শুন ভ্রমর)
মনাগুনে, পুড়বো এই, ক'রেছি মনন॥৫১

সেই ভ্রমর উড়িতে উড়িতে পদতলে পতি
হইলে বলিলেন।

বাউলের সুর—খেমটা

আমর ভ্রমর মিছে কেন পড়িস পায়
খোষামোদ জানে ভাল, যতকালো,
চতুর হয় কাযের বেলায়॥
মান ভাঙ্গে শ্যাম প'ড়ে পায়,
যমুনা আগে পা ধোয়ায়,
আলোর ভয়ে, আঁধার এসে, চরণতলে
লুকায়।
বলিস তুই গিয়ে মথুরায়,
নিরাশা ক'রতে নাই কাহায়,

দুঃখীরে যে দয়া করে, উত্তমশ্লোক নাম
শোভে তায় ॥৫১৫

সিন্ধু বিজয়—আড়খেমটা
বড় অবিশ্বাসী শ্যাম তোমার।
তিনি কি ক'রে ত্যজিলেন তারে,
যে ক'রেছে তাঁরেই সার?
শুনেছি রাম অবতারে,
ব্যাধের মতন বধেন বালী রাজারে,
নাসিকা কাণ কেটে ছিলেন,
বিধবা সূর্পনখার।
বামন হ'য়ে বলিরাজারে,
বেঁধে রেখেছিলেন ছল ক'রে ধ'রে,
তাঁর চরিতই শুনিতে ভাল,
প্রয়োজন নাই সখ্যে তাঁর ॥
ব্যাধের গানে হরিণী যেমন,
কৃষ্ণকথা শুনে আমরাও তেমন,
ভাবলাম অকূলে কাণ্ডারী পেলাম,
দেখছি হ'তে হয় সাঁতা'রে পার ॥ ৫১৬

ভ্রমর উপলক্ষে কৃষ্ণকে সাভিমান তিরস্কার করিয়া যেমন ক্রোধের কিঞ্চিৎ শান্তি হইল, অমনি বিরহী মন অকিঞ্চন হইয়া পড়িল, তখন নিমীলিত নেত্রা হইয়া কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে কহিলেন।

বেহাগ—আড়া
হরি হওহে সদয়,
আর কত সবে দুঃখ ব্যথিত হৃদয় ॥
সহিতে দুঃখের ভার,
রেখেছি প্রাণ আমার,
এখন প্রাণেরই ভার, সহ নাহি হয়।
ভ্রমিতেছি আশা-পথে,
অপেক্ষিয়া তোমার রথে,
যে বুঝি এই পথে পথে, আয়ু হয় ক্ষয় ॥ ৫১৭

সিন্ধু—মধ্যমান
পাইব তোমায়, পুনরায়, নিরুপায়,
তা আর হবেনা।
দেখতে পাবনা, তত্ত্ব পাবনা;
ফেটে যায় বুক পরিতাপে, অন্তরে দুখ ধরেনা॥
দুদিন পাঁচদিন সকলি সয়,
এ দুখ এ জন্মে যাবার নয়,
যদি শীঘ্র মরণ না হয়,
কতই বা সব যাতনা। ৫১৮

অনন্তর উদ্ধবকে কহিলেন।

খাম্বাজ—মধ্যমান
বল শুনি হে উদ্ধব! শ্যামতো আছে ভাল?
শ্যামের মুখে গোপীর কথা, কভু কি শুনেছ
বল?
আর কি দেখতে পাব তাঁরে,
ব'লেছেন কি আসবেন পরে?
পরাণ রেখেছি ধ'রে, শ্যাম দেখার আশায়
কেবল। ৫১৯

কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেমভাব দেখিয়া উদ্ধব চিন্তা করিলেন।

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—একতালা
মানবী এ নয়, হইবে নিশ্চয়,
প্রেম সাগরের মীন।
প্রেম শিখাইতে, এসেছে মহীতে,
ধরিয়া মানবী-চিন ॥
প্রেম শিখিবারে, মাধব আমারে,

পাঠাইলা কৃপা করি।
গোপীর বিরহ, বড় অনুগ্রহ,
প্রকাশিল মম পরি॥
কৃষ্ণপ্রেমোদয়, ভাগ্য ক্রমে হয়,
দেখাদেখী নাহি হয়।
বহু জন্মান্তরে, ভক্তিমান নরে,
ইষ্টের হইয়া রয়॥
নির্লিপ্ত ঈশ্বরে, সম্ভোগের তরে,
শরীরী করিয়া আনি!
মন সঁপিয়াছে, মানব ক'রেছে,
ইহারাই অনুমানি॥ ৫২০

উদ্ধব গোপীগণকে কহিলেন।

কীর্ত্তনীয় সিন্ধুড়া—দোঠুকি
ওগো পূজনীয়া গোপীগণ!
সার্থক জীবন করেছ, পেয়েছ,
অচ্যুতে অচ্যুত মন॥
তপ জপ হোম, ব্রত দান শিক্ষা,
ইন্দ্রিয় সংযম আদি।
কত অনুষ্ঠান, করি লোকে চাহে,
কৃষ্ণভক্তি পাই যদি॥
ভাগ্যক্রমে কার, কৃষ্ণভক্তি হয়,
মুনিদের সুদুর্লভ॥
তোমাদের হৃদে, সেই ভক্তিরস,
বহিছে হ'য়ে সুলভ॥
পতি পুত্র দেহ, স্বজন ত্যজিয়া,
বরিয়াছ রমাপতি।
দারুণবিরহে, মরমে মরিয়া,
রেখেছ অটলমতি॥
কৃষ্ণ বিনা আর, কিছুই চাহনা,
আগ্রহে ধৈরজ নাই।
হেন সাধনার, ফল কি ফ'লেছে,
শুন এবে কহি তাই॥ ৫২১

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

বাউলের সুর—একতালা
শ্রীবৃন্দাবন ছাড়া আমি নই।
সেই বৃন্দাবনেও গোপীগণের, হৃদয়ে
নিয়ত রই॥
প্রিয়তম প্রত্যক্ষে যখন রয়,
তখন ইন্দ্রিয়ের সুলভ মনের, আগ্রহ
না হয়,
আগ্রহে মন আসবেকাছে,
এই ভেবে অদৃশ্য হই।
শরীর তো রহেনা চিরদিন,
তার মিলনে যে সুখ, সে সুখ সম্ভোগ দুদিন
অবিচ্ছেদে মিলন হয়না,
ধ্যানে মনের মিলন বই॥
রাসবিলাসে সহবাস,
নাহওয়ায় হ'য়েছে দুঃখে যাদের দেহ নাশ,
তারা তখনি পেয়েছে আমায়,
তাদের আর বিচ্ছেদ কই? ৫২২

বাউলের সুর—খেমটা
অধীর মনে দাও সান্ত্বনা।
তারে ঘুম পাড়াও যেন, করেনা শতশোচনা।
যতক্ষণ জেগে রবে, ভুক্তভোগ ফিরে চাবে,
অভুক্তে বাঞ্ছাও করিবে, শান্তি-সুখ দিবেনা॥
যদি ঘুমের মত ঘুম না আসে,
স্বপন দেখে মুগ্ধ হবে, আশে,
মনোবশ ক'রে কর, সুষুপ্তি-সুখ-সাধনা॥
বিষয়-সুখাশী এমন, ইন্দ্রিয় সে সুখসাধন,

ইন্দ্রিয়ের অবলম্বন, ঘুচা'য়ে ফেলনা।
আত্মা নিরালম্বের পরমআশ্রয়,
তাঁর আশ্রয় নিলেই সুষুপ্তি হয়,
আমি সেই আত্মা সবার,
কেন সও বিচ্ছেদযাতনা॥ ৫২৩

কৃষ্ণের আজ্ঞা শুনিয়া কোন গোপী বলিলেন।

কীর্ত্তনীয় তোড়ী—একতালা

সুখ দুঃখ ক্রমে, চক্রবৎ ভ্রমে,
বিধির বিধান এই।
কৃষ্ণের ইচ্ছায়, কৃষ্ণ পাওয়ায়ায়,
কৃষ্ণেরও বিধি কি সেই?
অদৃষ্টের চাকা, সোজা নয় বাঁকা,
তাইতে হয় এমন।
সুখের সময়, দুদিনে ফুরায়,
দুঃখকাল অফুরন॥
ব'লেছেন কৃষ্ণ, বিচ্ছেদের কষ্ট,
নিবারে ধ্যান-ধারণা।
দুধের বাসনা, ঘোলেতে মেটেনা,
দুধের স্বাদ যে জানা?
আসিবেন বলি, গেলা শ্যাম চলি,
দুরাশা আসেন যদি।
আসিবে বরষা, করিতে ভরসা,
শুখা'য়ে গেল যে নদী॥ ৫২৪

কোন গোপী জিজ্ঞাসিলেন।

কীর্ত্তনীয় তোড়ী—একতালা

বলহে উদ্ধব! মাথুর উৎসব,
কেমন বিস্তার করি।
গ্রাম্য উৎসব, হইতে সে সব,
অবশ্যই হবে ভারি?
ব্রজের সম্বল, কুসুম সকল,
চাঁদের আলোই আলো।
সঙ্গিনী আমরা, গ্রাম্যদোষে ভরা,
নগরে সকলি ভাল॥
মাধবীর সনে, আনন্দিতমনে,
মাধব আছেন সুখে।
আমাদের কথা, কখন কি সেথা,
শুনেছ তাঁহার মুখে?
পাইয়া গোবিন্দ, কতই আনন্দ,
ক'রেছি আমরা সবে।
সে সব স্মরিয়া, মরমে মরিয়া,
পূর্ব্ব-জন্ম ভাবি এবে॥ ৫২৫

কোন গোপী সঙ্গিনীদিগকে কহিলেন।

গারা ভৈরবী—জৎ

শ্যামকে ফিরে পা'বার আশা, ক'রোনা
সখিরে আর।
রাখাল রাজা থেকে তিনি, এখন রাজা
মথুরার॥
এখন রাণী রাজ কন্যা, রূপে গুণে অসামান্যা
সামান্যা গোপের কন্যা, তার কি মনে লাগে
তাঁর? ৫২৬

অন্য গোপী কহিলেন

সিন্ধু—আড়া

জানিয়ে কৃষ্ণের তত্ত্ব, বুঝেও কি বুঝতে
পারনা।
নির্গুণ সে কারও কোন গুণের বাধ্য
থাকেনা॥
আমরাতো গোপের নারী,

হোক না মহারাজকুমারী,
কিম্বা স্বর্গের বিদ্যাধরী,
তাঁর কি পুরা'বে কামনা ?
তাঁহাতে পূর্ণ সর্ব্বকাম,
আনন্দস্বরূপ আত্মারাম,
তিনি সবারই অভিরাম,
রমাও তাঁর করে সাধনা ॥ ৫২৭

মল্লার—আড়া
অতিদুরারাধ্য কৃষ্ণ দুরাশা তাঁর মিলনে।
পাবার আশা ছাড়ি কেবল, সুখ তাঁর চরণ-চিন্তনে ॥
হ'য়ে ছিল যে মিলন,
তাঁর ইচ্ছা, বাতাস যেমন,
আপনি আসি গায়ে লাগে,
বয়না কার যতনে।
তাতিই কি পাবার অধিকার,
পেয়েছি এ ভ্রম সবার,
সে ভ্রমে অভিমান বাড়ে মনে ॥
কিন্তু আশা ছাড়িবার নয়,
ছাড়িতেই বাকে শক্য হয়,
লক্ষ্মী তাই সঙ্গে সঙ্গে রয়,
তার ইচ্ছা নাই তাও জেনে। ৫২৮

ক্রমে গোপীদের তন্ময়ত্ব হইয়া উঠিল। তখন বলিতে লাগিলেন!

ভৈরবী—মধ্যমান
কি কব উদ্ধব তোমায় মরমের কথা।
শ্যামবিচ্ছেদে কি হ'য়েছি শুনিলে পাইবে ব্যথা?
খাই যেন তাঁরেই খাওয়াই,
পরি যেন তাঁরেই পরাই,
যে দিগে নয়ন ফিরাই,
দেখি শ্যাম দাঁড়া'য়ে সেথা।
পথে ঘাটে যেখানে যাই,
সর্ব্বত্রেই কৃষ্ণের চিহ্ন পাই,
একবার একবার দেখি কানাই,
খেলিছেন খেলিতেন যেথা ॥
সুসঙ্গত গান যেমন,
ফুরা'লেও তান শোনে শ্রবণ,
বাঁশির গান শুনতে পাই তেমন,
মনে হয় শ্যাম আছেন হেথা। ৫২৯

গোপীদের কাতরোক্তি।

সুরট মল্লার—আড়া
কৃষ্ণ! এসো একবার।
তোমার অদর্শন-দুখ, সহেনাহে আর ॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ক'রে,
গোকুল তোমার শোকভরে,
ডুবেছে দুঃখসাগরে, করহে উদ্ধার। ৫৩০

এই সময়ে কল্পনার খেদ।

কীর্ত্তনীয় যথারাগ—একতালা
হে জগন্নাথ! আমি নইতো অনাথ;
তবু যেন কেউ নাই আমার।
তুমি আছ সর্ব্বত্রেতে, আমায় অজ্ঞানেতে,
দেখতে দেয়না এ দুখ সহেনা আর
(দেখায় কোলে আঁধার—চক্ষু থেকে অন্ধ)
তোমার তরে আমার মন, হয়েছে কেমন;
ব্যাকুল তাকিছে অজ্ঞাত তোমার
তুমি দয়াময় জানি, কাঁদিলে পরাণি,
ডাকি ভয়ে শিশু কাঁদে যে প্রকার

খানিক ডাকি চিন্তাকরি,
আপনিই ধৈর্য্য ধরি,
যেমন কেঁদে শিশু ঘুমায় আবার।
(কারেও না পেয়ে—অতি ক্লান্ত হ'য়ে)
সুধুই সৃষ্টি স্থিতি লয়-কর্ত্তা ব'লে নয়,
ইহ পরকালের তুমিই সব সবার;
তবে দেখি এ আগ্রহ, হয়না অনুগ্রহ,
এখন কি সময় হয়নাই পাবার?
বুঝি রঘুজ এই ভাবে,
ম'রবে তোমায় ভেবে,
সদেহে সুলভ হবেনা তার?
(ম'রেও পাব কিনা—জানতে পারলাম না)

৫৩১

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম-প্রবলতা দেখিয়া উদ্ধব চিন্তা করিতে লাগিলেন!

সিন্ধু—মধ্যমান

বিনা তাঁরই কৃপা, কেবা পায় তাঁরে
গোপীর মতন।
বিমুক্তভক্তেও এই গতি পাইতে করেন
আকিঞ্চন॥
তপ, যোগ, জপ, পূজন,
কিবা ক'রেছে গোপীগণ,
বরং ব্যভিচারে দূষ্য মন;
এরা কি প্রকারে পেলে, ভগবানে প্রেম এমন!
সুধু এ প্রেম মনে নহে,
পেয়েছে ভোগ দেহে দেহে,
আরও প্রাপ্য পাবে পাবার মতন;
ব্রহ্ম-জন্ম হইতেও ধন্য, ব্রজাঙ্গনার দেহ জীবন॥

৫৩২

সিন্ধু—মধ্যমান

কি বা জ্ঞান জ্ঞানির মাননা?
এ যোগ্যতা অজ্ঞতায় বাধেনা।
অমৃত আপনার গুণে, ফল দেয় পাত্র বাছেনা॥
জ্ঞানেও ইতস্ততঃ করে,
বিশ্বাস রাখিতে নারে,
অজ্ঞের দৃঢ় বিশ্বাস টলেনা;
অজ্ঞে হরি কৃপা করেন, শিশু পায় বিজ্ঞের
করুণা॥ ৫৩৩

খাম্বাজ—মধ্যমান

অনুগতে অনুগ্রহ এম্, নাহি সঙ্গতাসঙ্গত।
গোপীর প্রতি কৃষ্ণের কৃপা ভেবে আশা
হয় কত॥
প্রভু বুঝা'লেন সঙ্কেতে,
কি না দিই শরণাগতে,
লক্ষ্মী র'য়েছেন বক্ষেতে,
তাঁর ভাগ্য নয় গোপীর মত।
দরশন পরশন, সখ্য দাস্য আলিঙ্গন,
ক্রমে পায় ভক্তগণ, ভক্ত কি প্রাপ্যে বঞ্চিত॥
প্রভু ভৃত্য পুত্র পতি, মিত্র শত্রু উপপতি,
যা হ'য়ে হোক ভক্তের প্রতি,
কৃষ্ণ অনুকূল নিয়ত॥ ৫৩৪

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান

হরির চরণে শরণ পাওয়াই প্রয়োজন।
এই প্রয়োজনে জীব, নিরত করে ভ্রমণ॥
জানিতে হরির তত্ত্ব, কত জন্ম যায় ব্যর্থ,
কত জন্মে হয় সমর্থ, পাইতে হরির চরণ।
নিরালম্ব নিরাশ্রয়, সর্ব্বত্যাগী হ'তে হয়,
তখন নিরাশ্রয়-আশ্রয়, হরিপদে পায় শরণ
গোপীদের ভাগ্য কত,, নহে তত্ত্ব অবগত,

ভাবি উপপতি মৃত, কৃষ্ণপ্রেমে হয় মগন।
যাতে তাতে পরমার্থ, পাইতে পেলে সামর্থ্য,
এদের চরণধূলা নিত্য পেলে হয় সার্থক
জীবন॥ ৫৩৫

কল্পনার ভক্তিভাব।

খাম্বাজ—মধ্যমান

জগদ্বন্ধু বন্ধু কেমন, কি পরিচয় পেলাম রে মন?
হও তাঁর অনুগত, কর তাঁয় আত্ম সমর্পণ॥
মন খুলে কও মনের কথা,
অনুতাপের শান্তি সেথা,
সে জানে হৃদয়ের ব্যথা,
মর্ম জানা বন্ধু নাই এমন।
বন্ধুত্বের নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম,
এই বন্ধুই জানেন তার মর্ম্ম,
ক'রেছ কতই অধর্ম্ম,
তবু তিনি দিবেন শরণ॥
লোকে বন্ধুত্ব জানেনা,
তিনি তাতে দোষ ভাবেননা,
তাহারেই করেন করুণা,
কাতর হ'য়ে ডাকে যেজন।
রঘুজে কর কৃতার্থ,
সাধন কর পরম অর্থ,
এই বন্ধুকে কর প্রীত,
হৃদয় মাঝে ক'রে স্থাপন॥ ৫৩৬

পরমবৈষ্ণব উদ্ধব কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে আনন্দিত হইয়া কয়েকমাস ব্রজধামে বাস করিলেন। ব্রজবাসি সকলেই কৃষ্ণপরায়ণ, কৃষ্ণগুণানু-কীর্ত্তন ভিন্ন ক্ষণকাল বৃথা নষ্ট করেননা। রজনীর শেষযামে নিদ্রাভঙ্গ হইলে উদ্ধব শুনিলেন, কেহ বলিতেছেন।

ঝুমঝিঁঝিট—ঠুংরি

মানসরে! কৃষ্ণ বল রাতি হ'লো ভোর;
ভুলাইয়া কৃষ্ণকথা, অনেক সময় বৃথা
নষ্ট কৈল নিদ্রা করি জোর॥
জেগে থাকা যতক্ষণ, কাযের নাহি গণন,
শ্রবণ নয়ন আর তোর।
তাতিই সতর্ক করি, জিহ্বায় বলাইও হরি,
পড়িয়া রয়েছে কায মোর॥
কৃষ্ণের স্বরূপ জেনেছ, কৃষ্ণের লীলা দেখেছ,
তুমি কৃষ্ণগুণ-মধুখোর।
তবু তোরে রাখি ব'লে, থেকোনা ক্ষণেকভুলে,
বড়ই চঞ্চল ননীচোর॥ ৫৩৭

প্রত্যূষে উদ্ধব শুনিলেন কেহ টহল দিতেছেন।

বিভাস—কাওয়ালী

জয় যশোদাসুত, যাদব অচ্যুত,
জগন্নাথ জনার্দ্দন মুরহর।
জয় গিরিবরধারী, গোকুলবিহারী,
নন্দদুলাল গোপাল ব্রজেশ্বর॥
জয় কৃষ্ণ বিষ্ণু হরি, মধুকৈটভারি,
রামানুজ রমানাথ পীতাম্বর।
জয় কংসনিসূদন, পূতনাঘাতন,
কেশব মাধব সবগুণধর॥ ৫৩৮

ব্রজবাসিগণ দিবাভাগে বিষয়কর্ম্ম করিতে করিতেও কৃষ্ণস্মরণ করিতেছেন ও, অবসর পাইলে দুইচারিজন মিলিত হইয়া কৃষ্ণ-লীলা গল্প করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া উদ্ধব জানিলেন।

সরফর্দা—কাওয়ালী

চেষ্টা ক'রে, মনকে ধ'রে, হয়না হরিভক্তি সাধন।
প্রীতি বিনা কারো তরে, কাঁদা'লে কি কাঁদে মন॥
বিষয়রসের প্রলোভনে,
ইন্দ্রিয়ের সুখ আস্বাদনে,
ভোলেনা, ভোলেনা ইষ্ট, ভক্তিমানের মন এমন॥
থা'কনা কেন ইতস্ততঃ,
পূর্ব্বসংস্কারের মত,
চিত্ত ইষ্টের অনুগত, ব্রজবাসী কৃষ্ণে যেমন॥

———— ৫৩৯

ঝিঁঝিট—আড়া

যে জন কৃষ্ণদাস, ত্যজি আশ, কর্ম্মফলে।
ভোলেনা সংসারের মায়ায়, ডরেনা কালের বলে॥
হরি-রূপ হৃদয়ে ধরে, হরি-মূর্ত্তি পূজা করে,
হরি হরি সদাই স্মরে,
থাকে হরির চরণতলে॥
হরিপদে সঁপি আপন,আমিত্ব বিলুপ্ত এখন,
পঞ্চত্ব পাইবে জীবন, রঘুজ বিমুক্ত হ'লে॥

সন্ধ্যাকালে ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের উদ্দেশে আরতি করিয়া হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করি-লেন। উদ্ধব ও তাঁহাদের সঙ্গে গাইতে লাগিলেন।

সংকীর্ত্তন ঝিঁঝিট—তেওট

হরি হরি বল, হরিনাম জপ পরমতপ ভবনিস্তারে।
পূজ হরির চরণ, কর হরিকীর্ত্তন,
ভাব হরির স্বরূপ হৃদয়মাঝারে॥

থাদ

অকপটে কর প্রয়াস, হ'তে হরিদাস,
হরির চরণে ভক্তিডোরে বাঁধ মন।
হরিতে আত্ম সঁপিয়ে, আপনারে পাসরিয়ে,
কররে দেহ মন, হরি জীবন॥

চড়া

কিছুই আর ভাল লাগবেনা,
কাঁদবে পরাণ হরি বিনা
এমনি হ'লে সাধনা, হরি দেয় তারে॥ ৫৪১

————

কৃষ্ণভক্তগণের অকৃত্রিম শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুরভাবের প্রদর্শনী শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা না হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সামীপ্যসুখের লালসে উদ্ধব পুনরায় মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

————

ইতি গীতভাগবতীয় দশমস্কন্ধ সমাপ্ত।